ভুল।

[কথা-উপন্যাস]

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ
ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

মহেশপুর, ঠাকুরবাড়ী।
(যশোহর)

ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

মহেশপুর পোঃ (যশোহর)

"অধ্যয়ন-কার্য্যালয়" হইতে

শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,

৭৬নং বলরাম দে ষ্ট্রীট,—কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র

—:০:—

শ্রীমান্ শম্ভুসম্পদ ভট্টাচার্য্য বি-এ,

কর-কমলে।

"দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবঃ
তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ।"

তুমি নহ কভু সুখের বন্ধু
দুঃখের ভীম যাতনা মাঝে
সান্ত্বনা দিতে শ্রান্ত পরাণে
কর-রেখা তব সতত রাজে।
জীবনের পথে সুখ দুখ ভাগ
আপনার মত বাঁটিয়া লহ—
সুখের সময়ে দাঁড়াইয়া পাশে—
দুঃখেও কাছে দাঁড়িয়ে রহ।
সংসার-মরু পান্থ-পাদপ
কাঙ্ক্ষিত তুমি প্রাণের ভাই—
ব্যথিত বেদন জীবনের "ভুলে"
তব হাতে তুলে দিলাম তাই।

মহেশপুর
বাসন্তী পঞ্চমী
১৩৩০

তোমার—দাদা।

—•—

সুস্থিরের কথা—

বল্‌তে কেমন হাসি পাচ্ছে—ভাব্‌তেও লজ্জা হচ্ছে যে—আমার প্রথম জীবনটা দুটি চির আপনার প্রেমময় ক্ষুধিত হৃদয়ের ডাক-পিয়নের কাজ করে কাটিয়ে দিতে হয়েছে। পিয়ন বা হরকরা বললেও ঠিক বলা শেষ হোল না, মোটের উপর আমি হয়েছিলাম—তাদের দু'জনের প্রণয়-সমরে সন্ধিবিগ্রহের সমর দূতের মত—বিশ্বাস আলোচনায় বন্ধুর মত—আবার মীমাংসা করতে সালিশের মত।

তারা প্রত্যেকে অপরের যেটি দোষ বলে ধরে নিত—আগে বিপক্ষ এসে সেটি, আমার কাছে ঘোষণা কর্‌ত। আমি চুপ্‌ করে থাক্‌লেও আমাকে কথাটি মানিয়ে নেওয়ার জন্যে ঝুড়ি ঝুড়ি যুক্তি তর্কের জালে ছেয়ে ফেল্‌ত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি এক-জনকে জয়-পতাকা [illegible]তাম ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর আমার নিস্তার ছিল না।

এই রকমে তারা আমাকে আপনার করে নিয়েছিল ; এঁটুকুতে কোন সঙ্কোচ নেই, লজ্জা সেইখেনে যে তারা আমাকে নেহাৎ ছেলে মানুষ ভাব্‌ত। ঠিক করেছিল আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি নে, তাই তাদের সব কথাই সরলতার ছাঁচে ঢেলে সরল করে দেখি। সংসারীর মত দেখি নে।

আমি যখন তাদের মাঝখেনে এসে পড়ি—তখন বাস্তবিক দৈহিক কিছু ছেলে মানুষ ছিলাম। বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর নভেলের প্রভাবে মানসিক কতকটা অকাল পক্ক অর্থাৎ ইঁচড়েপাকা যুবকে পরিণত হয়েছিলাম।

আশ্চর্য্য বলে বোধ হয় এইটুকু যে ছোড়্‌দিদি আকৃতিতে আমার চেয়ে মাথায় অনেক ছোট—প্রকৃতিতেও সে খুব হাল্‌কা—বয়সেও আমার সমান ছিল, তবে মেয়ে মানুষের জাত্‌ সব সময়ে ঠিক চেনা যায় না, তথাপি সে ভাবত—আমি কিছু বুঝিনে আর সে সব বোঝে।

বরং বলা যেতে পারে ভোলানাথ বাবুর কথা। তিনি আমার চেয়ে বয়সে ও মাথায় বিলক্ষণ কিছু বড়। কাজেই তাঁর দেওয়া অপমান ও অবহেলাটা মাথা পেতে নেওয়া আমার কাছে তত কষ্টকর ঠেক্‌ত না।

তবে এক জায়গায় আমার মাথা আপনিই নত হত—সে তার প্রতিভার কাছে। এত তার উপস্থিত বুদ্ধি ছিল—তার মত কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা—আমার জান্‌তি কোন ছেলে বা মেয়ের মধ্যে ছিল না।

আর সেই সব কথা এত সোজা ও সরল করে দ্বিধাহীন ভাবে বুঝিয়ে দেয় যে বিরুদ্ধবাদীকে সেখেনে মাথা নোয়াতেই হবে। তার মতটা এমনভাবে ক্রমে ক্রমে আমার বিদ্রোহী হৃদয়ের মাঝখেনেও একটা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিল।

আমি যেদিন প্রথম 'বাসন্তীভিলাতে' আসি—সেইদিন আমার বয়সী এই মেয়েটি প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বুদ্ধির ছাপা তার মুখে চোখে বেশ একটু স্পষ্টভাবে আঁকান আছে। চেহারাতে যদিও সে সৌন্দর্য্যের সাম্রাজ্ঞী না হতে পারুক—তবুও এমন একটি ভাব ছিল যাতে মানুষের দৃষ্টি সহজেই টেনে নিতে পারে।

আমাদের হিন্দুরা মান্ধাতার আমল হতেই মেয়েদের সুনজরে দেখতে শেখেন নি। শাস্ত্রকর্ত্তা খুব উঁচু গলায় নারীপূজার ব্যবস্থা দিলেও সমাজ চিরদিন নারীকেই পুরুষপূজার বলি করে আসছে। কিন্তু এ'বাড়ীর এইটুকুই বিশেষত্ব—এখেনে নারীর আসন বেশ একটু-খানি অচল আর উঁচুতে। রামকিঙ্কর বাবুর অনেকগুলি ছেলেপিলে থাকলেও বাড়ীর নামটি মেজদির নামে 'বাসন্তীভিলা' রাখায় বোঝা যায় মেয়েতে তাঁর হতাদর ছিল না।

বাস্তবিক মায়ের জাতির তরফ হতে করুণার আস্বাদ যত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় তত আর কোনখেন থেকে পাওয়া যায় না। যখন ভাগ্য বিতাড়িত হয়ে পথে পথে ঘুরছিলাম—তখন শত পুরুষের দৃষ্টি আমাকে করুণার কণা দানেও বাধিত করে নি। সে কি শুভক্ষণ জানি নে—ক্ষুৎ-পিপাসাতুর বালককে ছোড়দিদি নিজের

বাড়ী ডেকে এনে আজীবনের স্থান করে দিলেন। কি সুন্দর তার হৃদয়! বাস্তবিক যে সুন্দর হয়—তার সবই সুন্দর! কেউ বলে তার মুখ সুন্দর—কেউ বলে তার চোখ সুন্দর। আর আমি বলি সব চেয়ে তার সুন্দর ছিল—সরল হাসি আর তার সঙ্গে মৃদুমন্দ গাওনা। ও দুটো যেন তার ঠোঁটে লেগেই রয়েছে।

কোন দিন তার মুখটা একটু কালো দেখ্‌তে পেলাম না। এ'দিকে ত' মাওড়া মেয়ে। কিন্তু কাজে দেখা যায় ঠিক উল্টো।

কেবল হাসি—কেবল গান—কেবল নভেল; এই তার ভরসা। ভেবে পেলাম না—কি তার আইডিয়া—মিরান্দা না শকুন্তলা রেবেকা না আয়েষা—প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য।

বেশ নিশ্চিন্তভাবেই—হাসির ব্যবসা—ললিত কলা নিয়েই যেন সে এসেছে। এতেই বুঝি তার আবির্ভাব—এই জন্যেই তার দরকার—আর সব শেষে এই যেন তার চূড়ন্ত প্রতিষ্ঠা।

একটা কথা এখেনে বলে রাখি—সে আকৃতিতে খাটো ছিল বটে—কিন্তু তাই বলে কথাতে মোটেই খাটো ছিল না। তার কথাগুলো তার বয়সের এবং দৈহিক পরিমাণের চেয়ে বড় বেশী লম্বা চওড়া। এইজন্যে প্রবীণের ভেতর দু'একজন তাকে বুড়ী বলে ডাক্‌তেন। তাই বলে নবীনেরা সে রকম ডাক্‌তে পারত না। যেহেতু তাদের ততখানি বুকের পাটা ছিল না।

তার কথাগুলি বেশ তক্‌তকে ও ঝরঝরে। যদি কথার ব্যবসা একটা বড় ব্যবসা হত—তা হলে সে কারবারের ধনে সে রাঙ্গা হয়ে

যেত। কিন্তু কথার উপরে বোধ হয় কোন মহাপুরুষের অভিসম্পাত আছে। তাই কথার ব্যবসাতে সে কিছু বড় একটা করে উঠ্‌তে পার্‌ল না, তার কথাগুলি আমার কাছে ঠেক্‌ত যেন—অস্থানে বাজে খরচ হচ্ছে—ঠিক বুঝি বেনা-বনে মুক্তো ছড়ানোর মত।

লহরীর কথা।

কেন বল্‌তে পারি নে, আমার জীবনটা ঠিক বয়সের মত সংসারের সঙ্গে খাপ্ খাচ্ছে না। এরা কি চায়? আমায় এরা কি হ'তে বলে? আর আমার দীনতাই বা ঠিক কোন যায়গায়—তা' বল্‌তে চাবে না—শোধরাবার চেষ্টা করবে না,—কেবল অপছন্দ হলে ঘাড় গুঁজে বিরক্তির ভাবটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে যাবে।

সবটুকু সহা যায়। এই সহাটাই বুঝি পৃথিবীর ধর্ম্ম। মেজদি আমায় বল্‌ছিলেন—লহর, মেয়েমানুষ হয়েছ সহ্য কর্‌তে শেখ। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। তখন তার জলে যদি দুকূল পুরে ওঠে—নালা করে বার করে না দিলে সে সব ভাসিয়ে দেবে। এ' হচ্ছে স্বভাবের আইন্।

আমি আগে ভেবেছিলাম—মুখে ছিপি এঁটে থাক্‌লে এরা কিছু বল্‌বে না। 'বোবার শত্রু নেই'—এ'কথার একটা মানে আছে। তা

না হলে সে কেমন করে একটা দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু সে বুঝি পুরোণ বাংলার কথা—নতুন বাংলা তার হাল ছেড়ে দিয়েছে।

জন্ম নিলেই যে বিয়ে করা জীবনের একটা সর্ত্ত হয়ে দাঁড়ায়—এটা অসহ্য হলেও পরিপাক করা চলে। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীলোকের যে বিয়ের নির্দ্দিষ্ট একটা সময়ও বাঁধা থাকবে—এটাকে আমি কোন ক্রমেই মান্‌তে পারি নি'। আমার বিয়ে সম্বন্ধে বিজলী বাবু ও পিসিমার দৃষ্টি যে এত তীক্ষ্ণ ও সজাগ হ'য়ে উঠেছে সেটা বেশ অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু তাঁদের ঐ মতবাদগুলো তখনই বড় খারাপ লাগে—যখনই তাঁরা নিয়ম ও জোর করে গড়া কর্ত্তব্যের দোহাই পেড়ে আমায় বেঁধে ফেলতে চান।

এ' জগতে এক শ্রেণীর মানুষ আছে—যারা খুঁচিয়ে কথা বের করে। সমালোচনাই তাদের প্রাণের জিনিষ, সেটাও বেশীর ভাগ মন্দের দিক দিয়ে যায়। লোকের ভালোটা তাদের চোখে পড়ে না। তার কারণ এই মাত্র ধরা যেতে পারে—তাদের মনের উপর বিবেকের জ্যোতির চেয়ে পাপের কালিমার অধিকার বেশী। পূর্ণিমার আলো তাদের চোখে সয় না। তারা অমাবস্যার অন্ধকারকেই ভালবাসে।

আচ্ছা এরা কি মানুষ! হোক্ না আমার বয়স তেরো; তাতে কি আসে যায়! যদি ভোলানাথ বাবু পড়ান ভালো—আমারও লাগে ভালো—তবে তাতে দোষ কি? আমি ত' তার

সঙ্গে কাব্য-আলোচনা ছাড়া আর কিছু করিনে। তবু এমনি দুর্ভাগ্য যে কেউ টিপ্পনি কাট্‌তে ছাড়ে না। পিসিমা বলেন—তার না হয় একটা মানে ধরে নেওয়া যায়। কেন না—তাঁরা সাবেক তন্ত্রের মানুষ। সাবেক চাল চলন একটু নড়ন চড়ন দেখ্‌লে—তাঁদের আঁতে গিয়ে ঘা লাগে। কিন্তু এতে বিজলী বাবুর হাত দেওয়ার কি দরকার? আমি মেয়ে মানুষই হই আর পুরুষই হই তাতে তাঁর ত কিছু আস্‌ছে যাচ্ছে না—তবে এ' তাঁর কি খেয়াল?

অথবা মানুষ জাতটাকেই ঠিক চেনা যায় না। যেদিন সুস্থিরকে বাড়ী আনি। তখন মেজদি আমায় বল্লেন—'হাঁরে, একি করেছিস? তার চেয়ে ওকে দুটো খাবার কিছু পয়সা ও একখানি কাপড় দিলেই ত' পারতিস; একেবারে বাড়ী টেনে আনার কি দরকার?' বাবা কিন্তু হাস্‌লেন কিছু বল্লেন না। আজও দেখছি ঠিক মাস মাস ওর মাইনে, বছর বছর ওর বইয়ের দাম বেশ নিয়মমতই দিয়ে যাচ্ছেন। আর পিসিমা তিনি ত চটেই লাল, বল্লেন—"এ বড় বিশ্রী রকম হোল। বামুন বাড়ী কায়েতের ছেলে পোষাবে কেন?" আজ হাসি আস্‌ছে—পুষিয়ে ত গেল।

আমাকে বড় কেউ ভালবাসেনা কেন? পিসিমার বিষনজর ত সহ্য করতেই পারিনে,। মাঝে মাঝে বিজলীবাবুর চাহনিতে কিছু স্নিগ্ধতা থাকে বটে, কিন্তু কেন জানিনে, সহসা আবার তা' বদলে যায়, হঠাৎ অকারণে তার চোখের কঠোর দৃষ্টি আমার সহ্যাতীত হয়ে উঠে। তবে মেজদিদি কিছু ভালবাসেন, কিন্তু তাতে আসে

যাবে খুবই কম। যে আমাদের উকিল বাবুটি হয়েছেন—দুদিন যে মেজদিদির সঙ্গে একটু আধটু হেসে কাটাব সে আর হওয়ার জো নেই। অনেক অনেক স্বামী—স্ত্রী দেখেছি—কিন্তু এমনটি আর দেখি নি'; বিয়ের রাত্তিরের গাঁটছড়া আজও এদের খোলা হয় নি'।

আচ্ছা আমার মন ভোলানাথ বাবুকে ঘিরে থাকতে চায় কেন? আর বুঝতে পারছি—আমার মন যা চায়, পিসিমা ও বিজলীবাবুর ইচ্ছা তার বিপরীত পথে চালান। মনের সামনে মনের খোরাককে ছেড়ে দিলে মনের পূর্ণতা বেশী হয়—না সেই খোরাককে সেখেন থেকে সরিয়ে নিলে সে পূর্ণতা আরও বাড়ে? কোনটাকে ওঁরা সত্য ধারণা করে নিচ্ছেন—তা' আমি বুঝতে পাচ্ছি নে। কিন্তু ওঁরা যাই ধারণা করুন—সে সত্যকে ওঁরা মনের দুয়ারে ফুটিয়ে তুলতে পারছেন না।

ঠিক যেটি সত্য, মনকে তার কাছে মানুষের মনের ভিতর যেটি কু থাকে সে বোধ হয় যেতে দেয় না। সে প্রায় মনকে নিজের অভিপ্রায়ের অনুকূলে টেনে আনে। যদি মন কখনও তাতে একটু আধটু বেজার হয়—তখন সে এমন একটা কৈফিয়ৎ এনে দেয় যে—মন তার ভেল্‌কীতে ভুলে পড়ে।

এই ভুলটাই মানুষ জীবনের মোহ। সে মোহ খুবই স্পষ্ট; তুমি আমি যে কেউ ইচ্ছে করলেই ধরতে পারি। তবে সেই ইচ্ছাটা সব সময়ে সকলের হয় না। তার মূলে একখানি মঙ্গলময়ের

হাতের সত্তা অনুভব করতে হয়। সেই হাতে চাকা না ঘুরলে এ চাকা আর ঘুরতে চায় না।

চাকা ঘুরুক, আর না ঘুরুক, তাতে আমার তত ক্ষতি হত না—যদি আমি নিজের মনটাকে বশে আন্‌তে পারতাম। লোকের নিন্দেটাকে কেয়ার করি নে বলে লোকে আমাকে আরও বেশী নিন্দে করে। সেই আমার কাছে একটা গুণ বলে বোধ হয়। যেদিন এমনি হবে যে—ঐ নিন্দেরই মত সুখ্যাতি প্রভৃতি সবগুলিকে লোকের চোখে না দেখে আপনার চোখে দেখ্‌তে শিখ্‌ব—সেদিন আর আমার জীবনের চাকা ঘুরাতে আর একখানা হাতের দরকার করবে না।

আমি পিসিমার কাছে যাব বলে উঠে দেখ্‌লাম—পিসিমার কাছে বিজলীবাবু ও ভোলানাথ বাবু বসে আছে। আমার আর যাওয়া হল না। যদিও আমি দু'জনার একজনকেও লজ্জা করতাম না—বিশেষত লজ্জা করবার কোন দরকার ছিল না—কারণ ওরা ছোটকাল হতেই আমার খুব কাছে কাছেই আছে। আর আমিও ওদের দেখে দেখে কেমন দেখাটা সহ্য করে এনেছি। লজ্জা ত সেইখেনে যেখেনে নূতনতা—যেখেনে একটা অদ্ভুত কিছু। তবে আমি ঐ বিজলীবাবুটিকে মোটেই দেখ্‌তে পারি নে।

দেখতে না পরার একটা কারণ অবশ্যই থাকা উচিত। সেই কারণটি আর কিছুই নয়—কেবল দু'জনের প্রকৃতিগত অমিল। ভাব হয় কেন? না—মানবের হৃদয়টা একলা থাক্‌তে পারে না—

সদাই আর একটার জন্যে কাতর হয়। কাজেই যেই আপনার সঙ্গে কতকটা মিলে এমন একটা হৃদয় পায়—সেই অমনি ভাব করে বসে ;—সে ভাবের জন্যে বেশী কিছুর দরকার নেই—দরকার কেবল একটুখানি দেখার।

আর শত শত বার দেখা হোক্ না কেন—যদি হৃদয়গত ঐ মিলটুকু না থাকে—তবে কিছুতেই ভাব হয় না। তার উপর আবার ঐ বিজলীবাবু ছুতোয়-নাতায় কলে-কৌশলে আমার উপর লেক্‌চার ঝাড়্‌ত। তার লেক্‌চারের অনেক সময়ই মাথা মুণ্ডু কিছুই থাকে না, তব তার কামাই নেই—আমায় একবারে পেলেই হয়। সে লেক্‌চারের শতমুখী বাঁধ একেবার খুলে যাবে ; যেন আমি নেহাৎ বয়ে যেতে বসেছি—আর তার বুঝি আসা পৃথিবীতে—আমাকে শুধু রক্ষা করবার জন্য।

বিজলীবাবুর কথা

একটা কাজ অন্যায় করে ফেলেছি—যখন ভজাদের দলের খপ্পর হতে ভোলানাথকে এখেনে আনি—তখন এটা ঠিক মনে হয় নি—অবসরও পাইনি' হিসাব করে দেখ্‌তে বাঘের মুখ হতে কেড়ে এনে শিকার সাপের গর্ত্তে ফেল্‌ছি কি না।

ভজাটা তাদের বসবার স্থানের নাম দিয়েছিল। বন্ধু-নিলয় ঠিক সেই স্থানটার নামই যে বন্ধু-নিলয় ছিল—তা' নয়। ওখানে একটি লাইব্রেরি ছিল, সেই লাইব্রেরির নাম দিয়েছিল বন্ধুনিলয়। সেখানেই সকলে একত্র হয়ে গল্পগুজব কর্‌ত ও বই পড়্‌ত।

বন্ধু-নিলয় জায়গাটা ঠিক অতটুকু ছেলেদের জন্য নয়। তারা অত বুঝতে পারে না—কোন্ জিনিষটা তাদের কত উপকারী। অত অনর্গল নভেল—অত স্রোতের মত গান—তারা সম্‌ঝে 'নতে পারে না।

তাদের জন্য সমস্ত জিনিষেরই মাত্রা চায়। মাত্রার কমতি ও বেশীতে যদিও প্রবীণের কাছে একটা ধরা ছোঁয়ার কিছুই নেই—তবুও নবীনের প্রাণ তাতে কেমন করে। নবীনের কাঁচা সবুজের নেশায় সে আপনার মাথাটাকে ঠিক্ রাখ্‌তে পারে না। তার সেখানে জয়কেতে 'ভোট'।

এ কথাটা আজও কিন্তু ভেবে ঠিক করতে পারি নি'—এতে আমার এত মাথার ব্যথা কেন? যাদের বিষয় তারা যে কিছু ভাবে বা—তাদের কিছু ভাবনার আছে—তার ত' চিহ্নও পাই নি'। এ যে দেখ্‌ছি যার বিয়ে তার মন নেই—পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এর সঙ্গে আমার কি কোনও স্বার্থই নেই? তা' না থাক্ তবু এ'বিষয়ে আমার দিক দিয়ে কিছু করবার আছে; কেন না—ভোলানাথের নির্ভর অনেকটা আমার উপর। আমার কথা মতই সে বন্ধু-নিলয় ত্যাগ করেছে। তার আজও এমন ধারণা হয় নি,

যে বন্ধু-নিলয়ে দোষের কিছু আছে, তবু ছেড়ে দিল শুধু আমার কথার উপরই অটল বিশ্বাস।

কিন্তু কাজটা আমি মোটেই মন্দ করি নি'—কারণ সেখেনে যারা আসেন—তাঁরা এক একজন এক একটি মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। কেউ বা আসেন—গল্প করতে ও নভেল পড়্‌তে; কেউ আসেন তাস খেলতে ও এয়ার্কি দিতে, আর কয়েকজন আসেন বদ্‌-অভিসন্ধিতে আর্থাৎ ছোট্ট ছোট্ট ছেলেগুলির মাথা খেতে।

এই রকম যেখেনকারের কাণ্ড—সেখেনে যার মনের বল কম—দৈহিক শক্তি আদপেও নেই—তাকে কেমন করে ছেড়ে দেওয়া যায়।

সেদিন যখন ওদের বাৎসরিক সভাটা হয়, তখন মনোরঞ্জনের অত অনুরোধ সত্ত্বেও সে সভায় যায় নি; আমি কিন্তু মনোরঞ্জনের মনোরঞ্জনের জন্যে গিয়েছিলাম। এতে বেশ বোঝা যায়—আমার চেয়ে ওর কাজের সংকল্পটা কত দৃঢ় ছিল। আমি যতখানি কর্‌ব—তার জন্যে আমায় ভাব্‌তে হবে—উচিত অনুচিত—বিধি নিষেধ। আর সে যেখানি কর্‌বে—তার জন্য সে বেশী কিছু ভাব্‌বে না; কেবল দেখ্‌বে—তার কাজটা ঠিক মত সময়ে সীমায় গিয়ে পৌঁচচ্ছে কি না। আমার কাজ ভেবে চিন্তে নানারকম অসামঞ্জস্যের—মনগড়া বিপত্তির মাঝে পড়ে একটা কিম্ভূতকিমাকার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তার কাজটা কাজই হয়, তবে ভাল আর মন্দ তার বড় সে একটা ধার ধারে না।

আর এদিকের ব্যাপার যদি ঘটে—হয় খুবই ভালো হবে নয় খুবই মন্দ হবে। আমারও ত সন্দেহ ভুল হতে পারে, তবে একটা বিষয়ে একটু কেমন কেমন মনে হয়—যদি বাস্তবিক নির্দোষ—তবে ব'ড়ের কিস্তিতে দাবা দিয়ে মাত সাম্‌লাবে কেন? এই খানেই ত যত গোলমাল। এইটুকুই ত' প্রহেলিকা। জোর গলায় বেশ করে ও জানাতে চায়—যেন ওর ভাবের মধ্যে কোথাও লুকোচুরি নেই। কিন্তু ওর ঐ অস্বাভাবিক জোরটাই বেশী করে বলে দেয় যে মনের মধ্যে বেশ একটু রং ধরেছে। আর ভোলানাথের পড়ান ভাল লাগতে লাগতে, তার যে ক্রমশঃ লোকটাকেও ভাল লাগ্‌ছে এটা কিন্তু আমার নজর এড়াতে পারে নি; তবু মাঝে মাঝে খট্‌কা লাগে। এই বুঝ্‌তে পারলে সব জলের মত সরল হয়ে যাবে।

আচ্ছা, একটু বেশী করে লক্ষ্য রাখ্‌ব। তা' হলে আর আমার চোখটা এড়িয়ে যেতে পারবে না। বড় হাসি পাচ্ছে—এ' কি আমার একটা কৈফিয়ৎ হচ্ছে—না সরাসরি কবুল জবাব দিচ্ছি। যাই হোক্ না—তা' দিচ্ছি কাকে?

মনকে—! তা' হলে মানুষের কাজের জন্যে তার একটা কৈফিয়ৎ তলব করতে অন্ততঃ পক্ষে মন নামে একজনও আছে। তবে কেন এত অনর্গল পতন? কৈফিয়ত দিতে হলেই ত' চারিদিকে বাঁধার দরকার। নইলে সে একটা কৈফিয়ৎই হয় না।

ভুল

আমার মনে হচ্ছে—কৈফিয়ৎ জিনিষটা ঠিক মনকে চোখ ঠেরা। তা' না হলে তার আর কোন দরকারই করে না,—সে একেবারে যথার্থ সত্য নয়।

খুঁজলে আরও স্পষ্ট করে বোঝা যাবে যেখানে কৈফিয়ৎ—সেখানে মিথ্যা—সেখানে প্রবঞ্চনা; কৈফিয়ৎ যেন মিথ্যার বেড়া দিয়ে সত্যকে ঢেকে রেখেছে।

কহ্লীর কথা

ভুল সবই ভুল। ঠিক একটা ভুল যেন সমস্ত সংসারটা ছেয়ে রয়েছে। সেই ভুলের স্থান বুঝি জগদীশ্বরেরও উপরে। সে যেন আপনার রঙান আঁচলখানি জগতের উন্মুক্ত বক্ষের উপরে বিছিয়ে দিয়েছে, বিধাতার যত কিছু আশীর্ব্বাদ সব সেখানে এসে জমা হচ্ছে। তাই ভুলগুলো হয়ে পড়েছে—একেবারে রাবণের গুষ্টি। সংসারের অনাদি অনন্ত-ধারা থাকতে তাদের ধ্বংস নেই। সেই জন্তে গর্ব্বে তারা আপনাদের বিজয়-বিষাণে ফু দিয়ে জানাচ্ছে, যে—তারা মরবে না—জগতের বুকের উপর তারা অমর।

মানুষ যতই ভাবুক—যতই নির্ভুল হতে চেষ্টা করুক্—ভুল তাদের আরও পদে পদে ছেয়ে ফেলবে—আসলের কাছে যেতে

গিয়ে অনবরতই নকলকে ডেকে আন্‌বে, ক্রমে ক্রমে কল্পনার—অনুকরণের দাস হয়ে মৌলিকতাকে চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেল্‌বে। মজা আবার তার উপর এইটুকু যে—একবার মূল হারালে আর খেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমারও হয়েছে তাই—জীবনের প্রথমেই খেই হারিয়ে ফেল্‌লাম—আর সে খেই খুঁজে পাচ্ছি নে। যেদিন বুঝ্‌তে পার্‌লাম—অন্তটা ঠিক মুঠোর মধ্যে নেই;—সেইদিন হতে তার জন্যে একটা ব্যগ্র চেষ্টা এসে পড়েছে—কিন্তু বোধ হচ্ছে—তা একেবারেই বৃথা।

পুরুষকার যদিও খুব বড় করেই বল্‌বে—চেষ্টাটা কখনও বিফল হতে পারে না। একটা ব্যাকুলতা—একটা প্রাণের দারুণ আবেগ তাকে আপনার গন্তব্যস্থানে ঠিক নিয়ে যাবে। এতে ভ্রান্তির অবসর নেই এমন উজ্জ্বল সত্যের কাছে ভুলের একটুও জায়গা নেই।

সত্যই কি তা হলে পুরুষকার কবির কল্পনা? হতে পারে—কিন্তু মানুষে মান্‌তে পারে না। কারণ তার স্বভাব তত নির্ভরশীল নয়—সে একটা কিছু না করে থাকৃতে পারে না। কাজের জন্যে তার প্রাণটা উন্মুখ হয়ে আছে—নেহাৎ যদি কাজ না পায় মিছামিছি কতকগুলো বাজে কাজ তৈরি করে নেবে—তবু চুপ করে থাকৃবে না।

চুপ করে থাকা স্বভাবের উপর কারিকীর্তি করা। ঠিক যেটা

স্বভাব সেটা কখনও ঝিম মেরে থাক্‌তে পারে না। তার আপনার সত্তাটা আপনিই ফুটে বেরুবে। যেখানে দেখ্‌বে বিপরীত—অনিয়ম—মোট কথা অসাধারণ গাম্ভীর্য্য—সেখানেই খুঁজলে পেতে পার—একটা অস্বাভাবিকের ছবি।

কিন্তু এ' অস্বাভাবিকের সুন্দর 'ফটো' প্রতি ঘরে ঘরে অথবা প্রতি জীবে জীবে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সভ্যতার যতই ক্রমবিকাশ হচ্ছে—এটাও যেন ততই বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ আপনার নগ্ন চিত্রটা বিশ্বের সাম্‌নে ধরতে চায় না—ততটা সাহস তার হয় না। তাই ঢাকা দিতে গিয়ে একটা এমন কিছু করে ফেলে—যাতে আর সে আপনি ভালো করে ফুটে উঠ্‌তে পারে না,—কেন না তা' হলে সে সকলের সাম্‌নে খেলো হয়ে যায়।

এই ঢাকাটা ক্রমে চরমে উঠে গিয়েছে। এখন আমরা আরম্ভ করেছি—আপনার কাছে আপনাকে ঢাকা দিতে। সব চেয়ে ওইটাই হল—বেশী খারাপ; কিন্তু গা-সহা হয়ে গিয়ে—ওটা হয়ে পড়েছে—অনেকটা শীতকালে লেপ মুড়ি দিয়ে শোওয়ার মত—নিঃশ্বাস আট্‌কালেও স্বস্তির খাতিরে ছাড়তে পারি নে—আমাদের কাছে যে সুখের চেয়ে স্বস্তি বড়।

বোধ হয় বিজলী বাবুও এখেনে একটা ঢাকার ফাঁকে নিজের অভিনয় বেশ সুচারুরূপে করে যাচ্ছেন। নইলে এতদিন পরে পিসিমার আজ্‌কের হাব্‌ভাব্‌টা এমন হঠাৎ অসহনীয় ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল কেন? বাস্তবিক বোঝা কঠিন। পিসিমা

আজ আদরের ফাঁকে বল্‌ছিলেন—তাঁরা যদি বলেন তবে বিজলীও আমাকে গ্রহণ করে তাঁদের কৃতার্থ কর্‌তে পারে। কোনও দরকার নেই তার আমাকে গ্রহণ করে আমার পিতৃপক্ষকে কৃতার্থ কর্‌বার। যে নিজের বিয়ের অভিমত নিজের জোরে না বলে ঢাকা দিয়ে বল্‌তে চায়—তাকে লহরী কখনও পছন্দ করে উঠ্‌তে পারে না।

বাস্তবিক আমি এই আবরণটাকে একদিনের জন্যেও ভালবাস্‌তে পার্‌লাম না। সভ্যতা যাই বলুক্ না কেন—আবরণ জিনিষটাকে যতই উঁচুতে তুলুক না কেন—তবু সে কৃত্রিম, ঈশ্বরের সৃষ্টির অনেক নীচে তার স্থান। নগ্নতা আসল অকৃত্রিম। তবে আজকাল আসল ঠিক চলে না, মেকিরই আদর বেশী।

ঠিক এই কথাটাই ভোলানাথের সঙ্গে সেদিন হল। ন্যায়ের পথে—তর্কের যুক্তিতে দাঁড় করাতে গিয়ে সে কিন্তু অস্বাভাবিক জোর দিয়ে কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। তাতেই আমার সন্দেহ হল—তার কথাগুলি ঠিক কি না? হয়ত তার মতে আমি সায় দিতাম—তবে যেখেনে অস্বাভাবিকতার সঙ্গে দেখা হয়—সেখেনে আমার মতটা একেবারে উল্টো পথে চলে যায়। শত শত যুক্তির জালে—আর তাকে বেঁধে রাখা যায় না। ঠিক এই কারণেই ত বিজলী বাবুর সঙ্গে আমার মতের মিল হয় না—আমার ব্যবহারও খাপ্ খায় না।

আমি কিন্তু সেদিন কুমার-সম্ভব পড়তে পড়তে ভোলানাথকে সকলের সাম্‌নেই বলেছিলাম—"তোমার মধ্যে যেটুকু তুমি আছ—আমি তাকে যথেষ্ট সম্মান করি। কিন্তু যে জায়গাটা তোমার

২

বিজলী বাবুতে ভরে আছে—আমি তার ত্রিসীমানায়ও যেতে রাজি নই।

মানুষের যেটুকু নিজস্ব—সেইটুকুই লাগে ভাল। তার বেশী অর্থাৎ ধার করা কিছু জীবনের সঙ্গে মেশে না—শত চেষ্টাতেও তাকে খাপ খাওয়ান যায় না। উত্তরে ভোলানাথ এনে ফেললে জ্ঞানের কথা। সে বল্‌লে—জ্ঞান কখনও স্বতঃ পূর্ণ হয়ে ওঠে না, সে পরিপূর্ণতার জন্যে পরের সাহায্য চায়।

যে কখনও অনুভূতির দিক দিয়ে বুঝতে চায় না—সর্ব্বদাই যুক্তি খোঁজে—তাকে বোঝান সব চেয়ে কষ্টকর। কোনও কালে তর্কের একটা পরিপূর্ণ শেষ মীমাংসা হবে না। সকল সময়েই সে আপনার অঙ্গ বৈকল্য ঢাকতে পোষাকের মত বিশেষণ জুড়তে ওস্তাদ। তার বিশেষণ জোড়াও শেষ হবে না—তার স্থায়ী একটা আকারও গড়ে উঠ্‌বে না।

অনেক জিনিষ বাজারে এমন আছে—যা' যুক্তিতে পাওয়া যায় না। তার জন্যে যুক্তি ছাড়া আরও একটা জিনিষ চায়, যা' তার সত্যাসত্যটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবে। আমি তাকেই অনুভূতি বলতে চাই।

কিছুতেই ভোলানাথ অনুভূতিকে আমলে আন্‌তে চায় না। আমি শুধু শুধু বকে গেলাম—ফলে আমার মুখ ব্যথা ছাড়া আর কিছুই হল না। আমার এই ভাবে অনর্থক বকাটা সুস্থিরের সয় না। সে বল্‌ল—"ছোড়দি, তুমি অত বকো কেন? যে বুঝবে

না—তাকে শত চেষ্টাতেও বোঝান যায় না। হাজার চীৎকার করো—তা' তার কাণের ভিতর ঢোকে না।"

আমি মনে মনে একরকম ঠিক করেছিলাম—আজ এই কথা নিয়ে পণ্ডিতে ও ছাত্রীতে এক তরফা হয়ে যাবে। হয় ছাত্রী জিত্‌বে—নয় পণ্ডিত জয় পতাকা নিয়ে যাবে—ও ডিস্‌মিস্‌ রোজ রোজ পছন্দ হয় না। তাই আজ তর্কটা ঠিক চরমে উঠে গেল। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলাম—'আজ যদি সিদ্ধান্ত না হয়—তা' হলে আমারও কুমার সম্ভব পড়ায় ইতি।'

ভোলানাথও তার বক্তব্যকে বেশ ফলিয়ে তুলেছিল; ঠিক সেই প্রবল তর্কের মাঝে বিজলীবাবু এসে পড়লেন—তা' না হলে কোথায় গিয়ে তর্কের শেষ হত—তা' কে জানে? মানুষ যখন আসে তখন তার উচিত একটা সাড়া দিয়ে আসা। কিন্তু এই লোকটা চুরি করে আস্‌তে পারলে, আর জানান দেয় না। কতদিন আমি বলেছি—তার এই স্বভাবটা ছেড়ে দেওয়ার জন্যে—তবুও সে কখনও আমার কথাটায় কাণ করে নি।

তার কথা কওয়ার আর একটা ধারা—লোককে ঘা দেওয়া। প্রতিবারেই সে আমার ঐ কথার উত্তরে বলেছে—"তোমার অনেক দৈন্য আছে—যা' মেয়ে মানুষের পক্ষে খুব বেশী অশোভন। আমি ত' কই কিছুই দেখ্‌তে পাইনে; অথবা আত্মছিদ্র চোখে পড়ে না।

সে এসেই একেবারে সরাসরি বলে বস্‌ল—“একেই বলে বুঝি কুমার সম্ভব পড়ানো। ভোলানাথ, তোমার লজ্জা করে না—মেয়ে মানুষের সঙ্গে তর্ক কর্‌তে।” ভোলানাথ একেবারে লাল হয়ে গেল—যেন তার এ লজ্জা রাখবার জায়গা নেই।

এতে আমি কিন্তু চুপ করে থাকৃতে পার্‌লাম না। মাঝে পড়ে বলে বস্‌লাম—“কেন, মেয়ে মানুষ কি বাণের জলে ভেসে এসেছে? যদি তার মধ্যে কিছু থাকে—তবে পুরুষে কেন না সেটা নিতে চেষ্টা করবে; কেনই বা না তাতে কাণ দেবে! এ তোমার পক্ষ টেনে কথা কওয়া। জাতি মাত্রেই কেউ কখনো উঁচু বা নীচু হয় না। তাতে ব্যবহারই একমাত্র কারণ।”

চোখ রাঙা করে বিজলীবাবু আমার পানে তাকাল। আমার গা তখন রাগে ‘রিষ-রিষ’ করছিল। সে যখন বল্লে—“তুমি চুপ করে থাক না লহর—সব তাতে কথা কতে যেওনা। অধিকারের একটা সীমা আছে। তা’ ছেড়ে গেলে—তার কদর একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।” আমি তখন তার মুখের উপর ঠিক উচিত মত উত্তর দিতাম, কিন্তু তা’ হলো না; বিজলীবাবুর শাঁস বার করা চীৎকারে পিসিমা এসে হাজির হলেন—কাজেই আমায় শান্ত মেয়েটির মত চুপ করে থাকৃতে হল। পিসিমা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—“ব্যাপার কি বিজলী?”

বিজলীবাবু উত্তর দিল—“ত্যাখ পিসিমা, লহরীকে আর কুমার সম্ভব পড়তে দেওয়া উচিত নয়। ওর ভিতর নারীত্ব কিছুই ফুটে

উঠ্‌ছে না—পুরুষের সংস্পর্শে খাঁটি পুরুষ মানুষ হয়ে পড়ছে, সেটা ভাল নয়।"

যখন ওঁরা দু'জনে ঠিক করলেন—আমার আজ হতে কুমার সম্ভব পড়া রদ হয়ে গেল। সুস্থিরও সেই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করল। ডেঁপো তের বছরের ছেলে একবারও ভেবে দেখল না—যে অধিকার সম্বন্ধে মত প্রয়োগ করতে সে আজও অনধিকারী। এখনও তাকে সাবালকের গণ্ডিতে গিয়ে পৌছতে পাঁচ বছর লাগ্‌বে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথও চুপ করে থেকে জানিয়ে দিল—'মৌনং সম্মতিলক্ষণং।' তখন আমার সব চেয়ে রাগ হয়েছিল ভোলানাথের উপর। সে কি বেটা ছেলে? একটাও কথা বল্‌তে পার্‌ল না—আঁকানো ছবির মত কাট হয়ে বসে রইল।

রাগ আর সামলাতে পারলাম না; ভাল করে জানিয়ে দিয়ে ঘর হতে বার হয়ে পড়লাম—'আমি কুমার-সম্ভব পড়্‌ব—আর কেউ তা' আট্‌কাতে পারবে না।'

ভোলানাথের কথা।

মনে ভাবি এক—হয়ে পড়ে আর। ইচ্ছে সংসারের সকলকেই সন্তুষ্ট রাখি—শেষে কিন্তু কূল রাখাও হয় না শ্যামও থাকে না।

ভুল

ছোট্টকাল হতে রাম শ্যাম যদু সকলের মন রাখ্‌তে গিয়ে কেবল রামের মনও রাখা হল না।

বাস্তবিক পুরুষের মনে অতটা দুর্ব্বলতা লজ্জার বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু আমার সে ভাবে একটা কিছু সঙ্কোচ আসে না; একবারও মনে হয় না—আমি এত দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিই কেন? কেবলই মনের মাঝে উঁকি মারে—এটা করলে ও রাগ করবে—ও'কাজটা করলে সে রাগ করবে—এই রকম।

কই? কোনও দিন ত' ভাবতে পারি নি'—ওরা রাগ করবে তাতে আমার বয়ে গেল। যে রাগ করবে—সে না হয় ঘরের ভাত বেশী করে খাবে। তার বেশী ত' কিছু করে উঠ্‌তে পারবে না। তাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি হবে কি?

বিজলী আমার উপর চটেছে। সে আমাকে 'বাসন্তী ভিলা' যেতে বারণ করেছিল—আমি তা' শুনি নি'। আমি যে নিছক শুধু শুধু তার কথা শুনি নি'—তা' নয়। আমি অনেক ভাবলাম। ভেবে যখন তার উদ্দেশ্যটা বার করতে পারলাম না, তখন কেন অনর্থক তার এ' বাজে কথা শুন্‌ব। না শোনার আর একটা কথা হচ্ছে—লোকে বলে থাকে যে আমি বিজলীর ইঙ্গিতে চলি—আমি যেন তার হাতে গড়া পুতুল। লহরী এই কথাটা বরাবরই সমান ভাবেবলে আস্‌ছে—আমি তা' বড় কেয়ার করতাম না। কিন্তু ঠিক ওই কথাটা সেদিন বিনয় শুনিয়ে দিল। ভজাও প্রায় বন্ধুনিলয়ে না যাওয়ার জন্যে ওই ভাবেরই কথার

পৃষ্ঠে বলেছিল—"তোমার ইষ্টমন্ত্র দাতা বিজলী কিন্তু নিজেই গিয়েছিল"।

না, এ সব ঠিক সহ্য হয় না। সে আমার ইষ্টদেবতা হতে যাবে কেন? জগতে ত' আরও অনেক মানুষ আছে—এমন অনেক প্রতিভাশালী আছেন, যাঁদের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখ্‌লে—হৃদয় আপনিই পুলকে পুরে ওঠে। তবে একটা কথা হচ্ছে—ওর মধ্যে মানুষ আছে। সেই মানুষকে আমি একটু' আধটু' ভাল রকমই শ্রদ্ধা করি। যেখেনে শ্রদ্ধা ঢালা উচিত—সেখেনে তার অনিয়ম দেখান বড় অন্যায়। সুতরাং আমি অন্যায়ের পক্ষপাতী হব কেন?

তোমাদের বুঝি হিংসা হয়। তা' কি করবে—এখন হতে সাধনা করো—যাতে অন্য জন্মে ওর মত অনন্য-দুর্ল্লভ গুণগুলি পেতে পার। তোমার 'ভাঁড়ে ভবানী' তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করতে যাব কেন? শ্রদ্ধার জন্য একটা আকর্ষণী শক্তি চাই—তা' তোমাদের কই?

তার মহৎ দোষ হচ্ছে—সে সকলকে চালাতে চায়। এই রাজস-প্রবৃত্তিটা আমি কিন্তু দেখতে পারিনে। সে যখন আমায় বন্ধু-নিলয় ত্যাগ করতে বলেছিল—তখন যদিও তার—'কম্যাণ্ডিং টোনের' [•Commanding toneএর] উপর অশ্রদ্ধা সত্ত্বেও বন্ধু-নিলয় ত্যাগ করি—তার প্রধান কারণ বন্ধু-নিলয়ে দোষ দেখ্‌তে না পেলেও সেখেনে যে দোষ থাকৃতে পারে এ'

সম্ভাবনাটা আমার মনে বেশ স্পষ্ট করেই উঠেছিল। সেই স্পষ্টতার খাতিরেই বিনা-বিচারে বন্ধু-নিলয়ের সংস্পর্শ ত্যাগ করি।

আজ আবার সে 'বাসন্তী-ভিলা' ত্যাগ করতে বলে। এবার আমি তার কথা সহজে মান্‌তে পারিনে। কারণ আমি বুঝতে পারছিনে—'বাসন্তী-ভিলা' আমার এমন কি অপকার করতে পারে? না—না—'বাসন্তী-ভিলার' অপকারের কল্পনা করাও মহাপাপ।

মানুষ ঠিক একা চুপ করে থাকতে পারে না। একেবারে একলা—সঙ্গীছাড়া মানুষ আমি একটিও ত' দেখিনি'। যার যেমন ইচ্ছে—সে তেমনই সঙ্গী গড়ে নিয়ে থাকে; এর মধ্যে কোনও নূতন কথা নেই। যেখেনে তাকাবে সেখেনেই দেখ্‌বে তাই।

কেন—বিজলী ত' নিজেই যে সব দল আমাদের ছাড়তে বলে—সেই সব দলে অনায়াসে গিয়ে মেশে। হতে পারে যে তার মন্দ হওয়ার সম্ভাবনা মোটেই নেই। তবু কথার দাম বেশী হয় তাদের—যারা কথার মত কাজ করে। কাজে এক কথায় আর এ' শুধু মানুষকে খেলো করে দেয়।

এর জন্যে তাকে আমি কিছু বলব না। তাতে মাঝ হতে হবে এই—সে একটা বিরাট তর্ক বাঁধিয়ে তুল্‌বে—যার মীমাংসার জন্যে একটা জীবন কাটালেও সিদ্ধান্ত হবে না: যারা অনুভূতিকে মোটেই মানে না—তাদের কাছে কথা বলতে যাওয়া নেহাৎ আহাম্মুখী। যেমন চরিত্রের জন্যে তুমি লোকের হৃদয় আকর্ষণ

করতে পার—তেমনই কিন্তু এই তর্কের জন্য একটা ঘৃণাও তোমার পাওনা হ'তে পারে? কে বল্‌বে কোনওখানে তোমার পাওনা ও' রকম কি না।

তোমার প্রবৃত্তি চালাতে চেষ্টা করবে কেন? তুমি যে ভাবে জীবন গড়ছিলে সে ভাবটিকে ঠিক রাখতে পারলে আপনিই অনেকে তোমার পথে চলবে। বলে রাখা ভাল—এর জন্যে চেষ্টাকে ডেকে আন্‌লে চলবে না। তা' হলে কৃত্রিমতা আপনা হতে এসে পড়বে। যেখেনে কৃত্রিমতা—সেখেন হতে ভক্তি শ্রদ্ধা দূরে চলে যায় কেবল আসে একটা কাজ উদ্ধারের জন্যে স্বার্থে ভরা প্রাণহীন তোষামোদ, সে নেহাৎ অলীক। তার বস্তুত্বের হানির পক্ষে—এই একমাত্র প্রধান যুক্তি যে সে মিথ্যার আবরণে চিরকালই ঢাকা।

যতই ভেবে দেখি ততই আর কূল পাইনে—ততই ইচ্ছা বলে—না ত তোমার এ' মতে চলতে পারি নে। তাই কি হয়? প্রবাসের সঙ্গীহীন জীবনকে একমাত্র আনন্দ দিতে পারে—ঐ 'বাসন্তী-ভিলা'। সে যে চোখের সামনে স্বর্গের অপরূপ শোভা এনে দিয়েছে—কবির কল্পনা বুঝি সেইখেনেই থেমেছে—চিত্রকরের তুলি তার চেয়ে মনোরম ছবি আর আঁকতে পারে না।

পিসিমার এত আদর যত্ন—বাসন্তীর অনাবিল আশীর্ব্বাদ—রামকিঙ্কর বাবুর হৃদয়ের সঞ্চিত স্নেহ লহরীর অকপট ভক্তি কি উপেক্ষার জিনিষ? পৃথিবীর এই ত' সার—এতেই ত' মধুরতা—

এই স্নেহমাখা প্রীতিই ত' তার স্বর্গীয় সৌরভ—কবির কাব্যও এইখেনে পৌঁছিয়ে অবশেষে বিশ্রান্তি লাভ করেছে।

শুধু কেবল তোমার একটি কথায়—মিছে 'তোমার ভালর জন্যে বলছি'—এই ভাবী ভালর লুব্ধ আশায় এত প্রসূনের মত কোমল হৃদয়গুলিকে দলে আস্‌তে পারি নে। নির্ম্মম স্বার্থপরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত একমাত্র 'মেসের' বুক কামড়ে পড়ে থাক্‌তে পারি নে। এতে তুমি অনর্গল নিন্দা কর—আমি মাথা পেতে নেব ; তুমি ঝুড়ি ঝুড়ি বাগ্বজ্র হানো—আমি বুক পেতে সব ; আমার শত অমঙ্গল যদি এসে পড়ে—আমি চুপ করে রব। তাতে বাধা দেব না—তার প্রতিকূলে চল্‌ব না—তাকে ধ্বংস বলে ভয় কর্‌ব না। সেই বুঝি আমার জীবন-যজ্ঞের একমাত্র দক্ষিণা।

সুস্থিরের কথা।

সংসারটা বোধ হয় লুকোচুরি খেলা। বুড়ী হয়ে পরমেশ্বর বলে একজন কেউ সম্ভবতঃ হাত গুটিয়ে বসে আছেন। তা' বাদে নিখিল প্রাণী কাণা মাছির মত চারিপাশে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে।

এ খেলার মধ্যে একটু বেশী কারিকীর্ত্তি আছে—খুজলে সেটা বেশ ভাল-ভাবে চোখের উপরে ফুটে উঠ্‌তে পারে। দেখনা—সংসারের পানে তাকিয়ে—খেলোয়াড়েরা যখন খেলা করে—তখন তারা

আপনাকে কিছু লুকায় বলে বোঝা যায় না; কিন্তু বিশ্বরঙ্গমঞ্চের এ' খেলার সব চেয়ে বিশেষত্ব এইটুকু যে—এখেনে আপনার কাছে আপনাকে গোপনই হল সকলের উপরে।

বিজলী বাবুর গোপনতায় আমার বেশ মজা বোধ হচ্ছে। তিনি বোধ হয় ভাবছেন—তাঁর এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাটা জগতের সামনে লুপ্ত হয়ে আছে। বুঝতে পারছনা তুমি—ওখেনে তোমার স্থান সেই। সরে পড়ো, যেটুকু আছে সব ভোলানাথবাবুর জন্যে Reserve করা। এ' কি ভাবছি এলো মেলো—না-বিজলী বাবু লোক ভাল। তাঁর অমন কোনও উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু এ'টুকু ভেবে পাচ্ছিনে—তিনি মিছি মিছি কেন গোপনের আশ্রয় নিয়ে এই অপরূপ খেলা করছেন।

গোপনের মধ্যে একটু'মধুর ভাব থাকতে পারে—তাকে অস্বীকার করলে সাহিত্যকেও অস্বীকার করতে হয়। অতখানি সাহস আমার নেই। তবে সে মধুরতাটুকু সব সময়ে নিঙড়ে নেওয়া আকের ভিতর হতে গুড় বার করার মত সহজ নয়—সে একটু বেশ কঠিন কাজ।

শক্তকে জগতের সকলেই ভয় করে—সম্মান করে; কিন্তু ঠিক ভালবেশে উঠতে পারে না। বোধ হয় এই যুক্তির বলে ছোড়দিদি বিজলী বাবুকে মোটেই দেখতে পারে না। সে যাই হোক্ বিজলী বাবু লোকটা বড় খাঁটী—আর তার কথাগুলিরও বেশ একটু দাম আছে। কিন্তু তা' ওরা ভেবে দেখতে চায় না।

আমি প্রথম প্রথম ভাবতাম—যেটা আমরা অনুমান করি—সেটা ওরা স্পষ্ট করে বুঝতে পারে। তাই তখন ছোড়দি বা ভোলানাথ বাবুর সাদাসিধে কথাগুলি আমার কাছে ভণ্ডামি বলে বোধ হত। তবে আজ আর সে কথা আগের মত স্পষ্ট ভাবে বলতে পারছিনে যে—ওরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্ত। ঠিক যদি তা' হত তা' হলে গৌরীর সঙ্গে ভোলানাথ বাবুর বের কথায়—অথবা ছোড়দির সঙ্গে বিকাশের বিবাহ প্রস্তাবে উভয়ের পক্ষ হতে আপত্তি উঠ্‌ত। কিন্তু ওরা যেন প্রশান্ত—ওদের মনে বুঝি কোনও রকম একটা দাগ পড়ে নি'। এও ত' গোপনের একটা বাহ্যিক চিত্র নয়? কে জানে?

ভোলানাথ বাবুর কাছে. সন্দেশ খেতে চেলাম—তিনি যেন আহ্লাদে আটাখানা; বল্লেন—শুভ কাজ হয়ে যাক—খাবে বৈকি? বন্ধু বান্ধব প্রিয়পাত্র দু'-একজন যদি নাই খাওয়াব—তা' হলে যে—'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ' কথাটা সেরেফ উঠে যাবে।

ঠিক প্রথমে মনে হল না,—কথাটি ভোলানাথ বাবু কি ভাবে বল্লেন। কিন্তু যে ভাবেই বলুন—তিনি দেখ্‌লাম সদাই হাসিমুখ। মনটাকে লুকিয়ে অতখানি হাসির বাজে খরচ করতে মানুষ পারে না। তাই ভাবি—আমার ভ্রান্তি—না—ওরা আপনার কাছে আপনিই অতল গুহায় লুকানো।

কারণ বুকের মধ্যে বিরাট ঝড় উঠলে তাকে বেশীক্ষণ লুকিয়ে রাখা যায় না—সে আপনিই ফুটে উঠবে। তাকে হাসি দিয়ে ঢাকা

যায় না কথার ছাউনিতে ছেয়ে ফেলা যায় না। আগুনের শিখার মত তার উষ্ণতা আপনিই ছাউনি ভেদ করে ফুটে বার হবে। উজ্জ্বল সত্য বড় স্পষ্ট; মিথ্যার আবরণ তেমনি খেলো—তাই ভাবি ব্যাপার কি?

ব্যাপার যাই হৌক না কেন—ঠিক সংসারের সঙ্গে মিলে যাবে বলে বোধ হয় না। রামকিঙ্কর বাবু না সেকেলে না একেলে। তাঁর সরলতা ঠিক সেকালের মত—আবার উদারতা কতকটা একালের মত! সংসারও তাই মধ্যাহ্নে দাঁড়িয়েছে। চল্লিশে বিপত্নীক কিন্তু দারত্যাগী। মেয়েদের বে চৌদ্দের' নীচেয় দেবেন না—আবার স্বঘর ও সৎপাত্র চাই। ছেলেগুলিকে পড়াচ্ছেন ইংরাজী-অথচ তাদের শিখা রাখ্‌তে হবে—সন্ধ্যে করতে হবে। এই অদ্ভুত ইঙ্গ-বঙ্গের সংমিশ্রণে সংসারকে একটা জব্বর খিঁচুড়ীতে পরিণত করেছেন।

সত্যের খাতিরে এ কথাও বলতে হয়—যদিও তাঁর সংসারে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ: তবু আমি, ভোলানাথবাবু, বিজলীবাবু—আমাদের অবাধ গতি। অবাধ গতি ভাল কিন্তু তার একটা সীমা করা উচিত।

ঐ সীমানার দরকার হত না—যদি বিজলীবাবু ও পিসিমাতে মিলে তিলকে তাল না করতেন। এখনও আমার যে রকম বিশ্বাস—তাতে বোধ হয় ছোড়দিদি ও ভোলানাথ বাবু মুক্ত আকাশের মত নির্ম্মল—ছোট্ট ছেলের মত নিষ্পাপ—ইতর প্রাণীর মত সরল।

পিসিমার তীব্র সমালোচনা—বিজলী বাবুর অরুন্তুদ পরিহাস—অযাচিত উপদেশ তা থাকৃতে দেবে না। মেয়েমানুষ জাতির—বিশেষ যদি তারা অশিক্ষিত হয়—তা':হলে তাদের স্বভাব হয় খুঁদ কাড়তে ওস্তাদ। কিন্তু তুমি শিক্ষিত—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী—এম· এ—পড়ছ—বল ত এ তোমার কি রকম ব্যবহার। ভাবো তুমি সকলকে ভালোর পথে নিয়ে যাবে—আর সেই সরণীতে অভিসারণে তুমিই হলে উৎকৃষ্ট সারথী। তাই কি হয়? তা, হলে তোমাকে যত্ন করতে হবে কেন? চেষ্টা তা'হলে পতিতের দিক হ'তে আপনি যে তোমার পানে ছুটে আস্‌বে।

বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে—এদের মাঝখেনে বিজলী বাবুর এ রকম আড় হয়ে পড়ার মানে কি? উনি মাঝে মাঝে আমাকে ভুলিয়ে ওদের কথা বার করে নিতে চেষ্টা করছেন। ভাবেন—ও ছেলে মানুষ—তেরো চোদ্দো বছরের ছেলে—ও আর বেশী এমন কি বোঝে। কিন্তু আমি সকলের লুকোচুরি দেখি—আর মনে মনে হাসি। আমি যে সবই বুঝ্‌তে পারি—এ খেয়ালটা এখনও ওদের কারও মনের মধ্যে ঢোকেনি। আচ্ছা! আমার কিন্তু মাঝে মাঝে একটা সন্দেহ মনে আসে। ভোলানাথ বাবুকে সরিয়ে দিয়ে বিজলী বাবু ত চান না যে তিনিই সেই স্থানটা জুড়ে বসেন। যাক্। এই কুমার সম্ভব পড়ান বন্ধটা আমার কাছে ভাল লাগ্‌ছে না। এ যেন ছোড়দিকে আগ্রহ এনে দিয়েছে—তার কুমার-সম্ভব ভোলানাথ বাবুর কাছেই পড়তে হবে। সে আপনিই পড়া ছেড়ে

দেবে দেবে করছিল—তোমরা একটু অপেক্ষা করলেই সব দিক রক্ষা হত। কিন্তু তোমাদের একটুকু অবিবেচনায়—একটু বেশী তাড়াতাড়িতে সব নষ্ট হয়ে গেল।

লহরীর কথা।

আমি ভেবেছিলাম—কুমার-সম্ভব পড়া ছেড়ে দেব। কেন ছাড়ব তার স্বপক্ষের অথবা বিপক্ষের কোন যুক্তি মাথার মধ্যে আসে নি—কেবল ছেড়ে দেওয়ার একটা ইচ্ছে মনের মধ্যে উঠেছিল।

তবে তা হোল না। আপনি ছাড়তাম সে এক কথা। আর তোমরা জোর করে ছাড়াবে—অর্থাৎ তোমাদের শাসনে আমার মাথা অবনত করতে হবে—সে আলাদা কথা। এ দুয়ের তফাৎ অনেক—স্বর্গ মর্ত্ত—আকাশ পাতাল। তা হচ্ছে না—আমার ধাত অত নরম নয়। ছোট্টকাল হতে পশ্চিমের জল খেয়ে পশ্চিমের একটু আব্‌ছায়া মনের উপর আপনার অধিকার স্থাপন করেছে।

যখন সমস্তিপুর ছিলাম তখন আমার এই পরুষ ভাবটাকে দূর করবার জন্যে পিসিমা অনেক চেষ্টা করেছেন। আমারও মনে

কতদিন কতবার উঠেছে—যখন সকলেই ছাই বারণ করে তখন দেখিই না কেন চেষ্টা করে—জীবনটাকে সাধারণের মনের মত করে তৈরি করতে পারি কি না ?

সেদিন বিজলী বাবু আমাকে হাতে পেয়ে বলতে আরম্ভ করে দিলেন—"তোমার লজ্জা করে না লহর ? এমনি বেহায়া ভাবে বেটা ছেলের সঙ্গে মিশে দহরম-মহরম করতে।"

আমি খুব বেশী রকম করেই চটে গিয়েছিলাম। দহরম-মহরম টাই বা দেখ্লেন কোথায় ? কিন্তু তখন আমার রাগের চোটে প্রায় বাক্‌রোধ হয়ে উঠেছিল। কাজেই কিছু বলতে গেলে পাছে গোলমালটা আশাতীত উপরে উঠে যায়—তাই আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়লাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম না—আমার দোষটা কি ?—ওই পড়া ?

আচ্ছা বলতে পার—লেখাপড়ার কথা স্বাধীন ভাবে কারও সঙ্গে আলোচনা করার মধ্যে কি কোনও মন্দ অভিপ্রায় থাক্‌তে পারে ? অসম্ভব কথা। পুরাণ কালের গল্পের ঝুড়ি ঝাড়লে— অনেক মৈত্রেয়ী গার্গী খনা লীলাবতী পাওয়া যাবে। দেখতে পাবে সেই মান্ধাতার আমলের মনোরম গরিমার উজ্জ্বল ইতিহাসে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে—মহিলা বিদুষী গার্গী আত্মতত্ত্বজ্ঞ জনক রাজার সভায় যাজ্ঞবল্ক্যমুনিকে ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেছিল। তোমরা হিন্দুশাস্ত্রের হাঁচি টিকটিকিটি মান্‌তে চাবে—আর এত বড় উজ্জ্বল সত্যটাকে স্বীকার করবে না। এ বড় অন্যায় আবদার।

কারণ এ কথাগুলি মানার বিপক্ষে তেমন কোনও যুক্তি খুঁজে বার করতে পারবে না। শুধু বলবে—দেশাচার। এ কথাটা কেমন-তর যে দেশাচারের পায়ের তলায় শাস্ত্র ও সমাজকে বলি দেওয়া।

দেশাচার তখনই হয় বড়—যখন শাস্ত্র তাকে পিছন হতে সমর্থন করে। নতুবা তার একটা স্বতন্ত্র কোন মর্য্যাদা নেই—যার দরুণ তোমরা তাকে অত বড় করে তুলতে পার। আর দেশাচার ত দেশবাসী আপনিই মেনে নেবে—তার অন্ধ সংস্কার তাকে ঠিক সময়ে অবনত করবে। কিন্তু বলপ্রকাশ করতে গেলে ফল ফলবে উল্টো।

প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে একটা শক্তি আছে। সেই শক্তিটে সর্ব্বদা আমার আমিত্বটুকুকে জাগিয়ে রেখেছে। কিন্তু যেই আর একটা প্রবল শক্তি এসে তাকে দমন করতে চায়—সেই সে অন্তরের কোনও বাধা-বিপত্তি না মেনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে।

আমার মনটা কেমন ঘা-খেতে খেতে শক্ত হয়ে গিয়েছে। মেয়ে মানুষের মত মৃদুলতা—নারী-জন-সুলভ কোমলতা না কি আমার কম। তাই বিজলী বাবু প্রায় 'লেক্‌চার' ঝাড়ে—মেয়ে মানুষ তুমি মেয়ে মানুষ হও, অধিকার ছাপিয়ে উঠ্‌তে গেলে সুফল হবে না—কেবল মাত্র অদৃষ্টে বিড়ম্বনা ভোগ।

আমি বলি—বেশ, তাই হোক। আমার অদৃষ্টে যতখানি

বিড়ম্বনা আছে সবটুকু আমি এখেনে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করি। ঝুলি বয়ে কাঁধে করে আর কিছু পরজন্মে নিয়ে যাব না।

পিসিমার সঙ্গে একটা সুবাদ আছে। কাজেই তাঁর কর্কশ কথা কর্ত্তব্যের খাতিরে মন শুনতে রাজী হয়। কিন্তু তোমার ঐ চাঁচাছোলা বাক্যিগুলা আর হজম করে উঠ্‌তে পারি নে।

কি ভীষণ; আমার প্রত্যেক কাজে তোমার হাত দেওয়ার কি আবশ্যক? আমার ফল যখন তোমায় ভোগ করতে হবে না —আমার পাপের শাস্তি যখন তোমায় মাথা পেতে নিতে হবে না; তখন তুমি সরে দাঁড়াও না কেন? আমি আমার নিজের সামর্থ্যে পাপের সাগরে সাঁতরে কূলে উঠ্‌তে পারি উঠ্‌ব—নয় পাপ-সাগরের অতল সলিলে চির-সমাহিত হব।

পাপই কোন্ পদার্থ; ঠিক সৎ, না ঘোড়ার ডিমের মত বাজে কিছু। যাই হোক যে জিনিষটা চোখের অনেক দূরে—যার সত্তা ভালভাবে স্পষ্ট করে জানা যায় না—তাকে বড় করে নেওয়া আর কল্পিত বিপদের শঙ্কায় ভীত হওয়া দুইই সমান।

আমি আশঙ্কাকে কখনও বড় করব না। বড় করবো তাকে —যার বড় হওয়ার ক্ষমতা আছে। মাথার উপরকার খোলা আকাশের মত—অনন্ত ভূমার নিখিল স্বরূপের মত চোখ তাকালেই যা দেখ্‌তে পাব—তাকেই বড় করে নেব। তাতে আমার জীবন তরণী সংসার-তুফানে বান্‌চাল হয় হোক—কিছু ক্ষতি নেই।

ক্ষতিবৃদ্ধি হিসাব নিকাশ মনে ভাব্‌লেই লাভ লোক্‌সান—নতুবা সবই ভেল্কীর মতন ভূয়োবাজী।

ভোলানাথ লোকটা ঠিক পুরুষের মত নয়। বড় নরম—বড় পাত্‌লা—হাওয়ায় খসে পড়ে—বাতাসে নড়ে। 'মর‍্যাল-কারেজ' (moral courage) বলে একটা জিনিষ ওর খুব কম। ও' যেন বিজলী বাবুর খেলার পুতুল। ওর প্রত্যেক কাজের জন্যে চাই—তার হাতের একটা টোকা—একটু চিহ্ন। বিজলী বাবুর এক কথায় সে 'বন্ধু-নিলয়' ছেড়ে দিল—আর আজ আবার তার একটুকু ইঙ্গিতে আমাদের বাড়ী আসা বন্ধ করল। এ'রকম মানুষ স্ত্রীলোকেরও অধম।

সে এ'কথাটা স্পষ্ট করে ভেবে দেখেনা যে—যেখেনে লজ্জা—যেখেনে গোপনতা—সেইখেনেই পাপ। তুমি যদি এখন সরে দাঁড়াও—তুমি যদি এখন গোপনের আশ্রয় লও—তুমি যদি এখন লজ্জার ভাণ কর—তা'হলে কি প্রমাণ হবে? লোকে বল্‌বে—এর মূলে পাপ আছে। আমার মনেও ত' হতে পারে—তোমার মনটা ঠিক খাঁটি নয়।

তাই কি? আচ্ছা অখাঁটি হলে কতদুর উঠ্‌তে পারে,—না—না কিছুই নয়। এ' বাজে কল্পনা কেন মাথায় আস্‌ছে? তা' যদি হত তবে গৌরীর সঙ্গে বিয়ের কথায় বেশ জোর করে আপত্তি করতে পারত।

সুস্থিরের কথা।

এ' সকলে করলেন কি? আমি ত' ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না। যখন ছোড়দির আর ভোলানাথ বাবুর তফাৎ থাকাই দরকার—প্রায় সকলেই যখন ভোলানাথ বাবুর সঙ্গে ছোড়দির অবাধ মিলনটা প্রীতির চক্ষুতে দেখ্‌ছেন না—তখন তাঁদের মিল্‌বার মিশ্‌বার এমন স্বর্ণসুযোগ দেওয়া কি ভাল হল?

বাস্তবিক দেখছি—এরা কিছুই বোঝে না। ঘটনার আবর্ত্তনে যা ঘটে যায়—অনায়াসেই তা মেনে নেয়। প্রতিবাদ করবার সৎসাহসটুকু পর্য্যন্ত এরা বরণ করতে পারে না। অথচ এরা ভাবে এরাই মানুষ বড়।

মেজদির বাসায় ছোড়দিকে পাঠিয়ে এঁদের পশ্চিমে যাওয়ার কি দরকার ছিল? আমি ছেলে মানুষ কি না—তের বছরের ছেলে,—আমার কথাটা বুঝি কিছুতেই সত্য বলে স্বীকার করতে নেই। কিন্তু কি রকম ব্যাপার ঘটুল দেখ দিকি। ওঁদেরও যেমন পশ্চিমে যাওয়া—আমাদের উকিল বাবুরও অমনি মফস্বলে 'কল' পাওয়া। আর মেজদি, তা উনি কি তাঁর অমন Pet cat গাধাটি ছেড়ে থাক্‌তে পারেন—সঙ্গে মা শীতলার মত পৃষ্ঠ আরোহণে প্রস্থান করলেন। এখন সে বাসায় ছোড়দি গিন্নি—আর ভোলানাথ বাবু

'গার্জেন'। তিনি এখন দিবারাত্রি মেজদির বাসায় থাকেন। কেবল দুপুরে কলেজে থাকার সময় যা' একটু 'আধটু' অনুপস্থিত।

সেদিন কিন্তু মেজদির বাসার ঝী ভারী মজা করেছে। আমি বেড়াতে গিয়ে দেখি—ছোড়দিকে নিয়ে ভোলানাথ বাবু পরেশনাথের মন্দিরে বেড়াতে গিয়েছেন। আমি তাঁদের দেখ্‌তে না পেয়ে ফিরে আস্‌ছিলাম—পথে ঝীর সঙ্গে দেখা। তার কাছে শুন্‌লাম ওঁরা পরেশনাথ গেছেন। ঝী সে কথা বলে আমাকে জিজ্ঞাসা করল —"আচ্ছা, আপনাদের মেয়েরা কি সিঁদুর পরেন না?" আমি অবাক্ হয়ে গেলাম—ঠিক এ' কথার মানে বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না। তাই জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"কেন, মেজদি কি সিঁদুর পরেন না।" ঝী হেঁসে বল্‌ল—"তেনার কথা ছেড়ে দেন। এই দেখুন আমাদের মাসিমা ত সিঁদুর মাখেন না।" মাসিমা মানে ছোড়দি।

আমি বুঝলাম ঝীর মনে সন্দেহ উঠেছে—ছোড়দি বিবাহিতা। কেন এ রকম ধারণা তার হোল—তাই জান্‌বার জন্যে প্রশ্ন না করে শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌লাম। ঝী আপন মনেই বলে যেতে লাগ্‌ল—কেবল তাল দেওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে আমাকে হুঁ দিতে হোল।

"যে বাবুটি আজকাল এখেনে আছেন—তেনার সঙ্গেই ত' মাসিমার বে' হয়েছেন। কিন্তু মাসিমা সকলের সামনেই কেমন সাড্ডোল ভাবে তেনার সঙ্গে কথা বলেন—যেন ঠিক ভাই বোনে। কোনও লজ্জা সরম-খেমা ঘেন্না নেই। আমি ত' প্রথম ভেবেছিলুম

—এনাদের স্বজ্ঞ কোনও রকম সম্বন্ধ আছে। কিন্তু কথা বার্ত্তা ঠাট্টা তামাসা দেখে একদিন আমার কেমন ধারা লাগ্‌ল। আমি জিজ্ঞেস্ করলুম—মাসিমা উনিটি আপনার কিনি হন? মাসিমা একটুকুন হাসি হেসে বললেন—"উনিটি যে আমার ভাতার। তাও জানিস্‌নি' ;" আমি ত' একেবারে অবাক্ মেরে গেলুম।

ঝী চুপ কর্‌ল। দু'চারটে অন্য কথার পর সেও চলে গেল। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম—চারিদিকের কত খানি আঘাতের ফলে আজ ছোড়দির এতখানি স্বীকারোক্তি। কিন্তু এর জন্যে যে তার অভিভাবকদের ষোল আনা দোষ আছে—এ' কথা বোধ হয় কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। ঝী যে কত খানি অবাক হয়েছিল বল্‌তে পারি নে,—তবে আমি খুব বেশী রকম অবাক হয়েছিলাম।

সেদিন যখন পাচ বন্ধুতে ছোড়দির ও বিজলা বাবুর বের কথা নিয়ে সমালোচনা করছিল, তখন আমি ভেবে পেলাম না যে—কেমন করে এদের বে' সম্ভব হতে পারে। পারিপার্শ্বিক দিকে নজর দিলে কেন যে লোকে এ'রকম বলে তার মানে কিছু ধরা ছোঁওয়া যায় না। তবে সকলে এ' রকম কথা বলে কেন? বিজন বল্‌লে—"বিজলী যেন সর্ব্বান্তঃকরণে লহরীকে চায়।" কিন্তু কিসের জোরে এ' প্রস্তাবে কেউ কাণ দিল না। আবার কিরণ তার উপর আরও হাসিয়ে দিল। কেননা সে অভিমত প্রকাশ করল—ছোড়দিও বিজলী বাবুকে চায়! তাই বলি—

"ভাবি ত' হাসব না ক' হাসি রাখতে নারি চেপে
ব্যাপার দেখে থেকে থেকে উঠ্‌তে হয় যে ক্ষেপে।"

কে কাকে চায়—কে কাকে ভালবাসে—তা' ঠিক সাদা চোখে দেখে বোঝা যায় না। অনুরাগের চশমায় চোখ ঢাকা না থাক্‌লে—তা' অনুভব করা যায় না।

ছোড়দি যে কি চায়—তা' আমি বুঝতে পারি। আমি যে ছোড়দিকে ঠিক ভাল ছেলের বই পড়ার মতই পড়ে যাচ্ছি। ওর খুঁটি-নাটি প্রত্যেক ঘটনাই যে আমি বেশ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে থাকি। অবশ্য মাঝে মাঝে আমারও সন্দেহ হয়—ঠিক আমি যেটি ভাবি—ব্যাপার তাই যথার্থ কিনা। কিন্তু—না। এর মধ্যে কোনও কিন্তুই নেই। ভোলানাথ বাবুও ছোড়দিকে চান—এবং ছোড়দিরও হাবভাব ভোলানাথ বাবুকেই লক্ষ্য করে কাণায় কাণায় পুরে উঠ্‌ছে।

অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়—ছোড়দি বাক্যের কশায় ভোলানাথ বাবুকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করে না। কিন্তু ঐ নিঃসঙ্কোচ ভাবটুকুই কি বলে দিচ্ছে না যে—ছোড়দি ভোলানাথ বাবুকে কোথায় আসন দিয়েছে। ভোলানাথ বাবুর 'ম্যান্‌মেনে পিন্‌পিনে' ভাব তাঁর আপনার বুকজোড়া প্রেমকে প্রকাশ করতে পারছে না। তাই বলে সে বুকের মাঝখেনে যে সুধার ভাণ্ড লুকানো আছে—তাকে অস্বীকার করলে চল্‌বে না। আর ছোড়দির মত মেয়েরা নত হয়ে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারে

না। তাই তারা আপনার কাছে আপনি অবুঝ হয়ে নিজের চারিপাশে রহস্যের জাল বুনে যাচ্ছে। এ' রহস্যের মেঘ কখনও কাটবে কি না—তা' ভবিতব্যতাই জানেন।'

আমি—ভোলানাথ বাবুর বে' স্থির হয়ে আছে জান্‌লেও - একবার ভাবলাম প্রস্তাব করে দেখি। যদি বাড়ীর সকলের মত হয়—তা' হ'লে সে সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দিয়ে জোর করে সকলে মিলে ধরি—যাতে এই বিয়েই হয়। কিন্তু কিছুতেই আমি রামকিঙ্কর বাবুর গাম্ভীর্য্যকে স্পর্শ করে উঠ্‌তে পারলাম না। পিসিমার সঙ্গে বল্‌লাম—কিন্তু তিনিও তেমন কাণ দিলেন না। ওহ্! বুঝতে পার্‌ছি একেই বলে—

"যাহা হইবার ভবে সদা তাহা হবে
কাননে কুসুম-কলি প্রস্ফুটিত রবে;
হয় না কখনও ভবে যা' হওয়ার নয়
আকাশে কুসুম-কলি ফুটিয়া না রয়।"

বিজলী বাবুর কথা।

ভোলানাথের 'কুমার-সম্ভব' পড়ানো ত' বন্ধ করে দেওয়া গেল। কাজ খুব ভালই হয়েছে। কেননা—আজও ওরা খুব পবিত্র।

কাজটা ভোলানাথ কিন্তু আরও এগিয়ে এনেছে। সুস্থিরের মুখে শুনলাম সে আজ পাঁচদিন 'বাসন্তী ভিলা'তে যায় নি। এক একবার

মনে হচ্ছে—সে বেশ করেছে যেন পূর্ণোৎসাহে সে নিজের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে।

তথাপি এইটুকু হল—খট্‌কার বিষয়—আরম্ভটা খপ্ করে না করে ধীরে সুস্থে সেটাকে গা-সহাভাবে করে নেওয়া ভাল, নতুবা বেশ একটা "সক্" (Shock) এসে হৃদয়ের মাঝখেনে লাগ্‌তে পারে—যার হাত হতে আপনাকে ঠেকান আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

ভোলানাথ ওই জায়গায় একটা পুরো মানুষ—যে সে কোনও কাজে শেষ রাখতে চায় না। অনেক কাজই তার এইরূপে নিঃশেষ ভাবে করতে গিয়ে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য ঠিক রেখে শেষ হয় না। একটুকু গোঁয়ারতুমিকে বরণ করে আনে। এই জন্যই বুঝি দর্শনে চিন্তার স্থান অনেক উঁচুতে।

চিন্তা যেমন কাজকে 'টালমাটাল' হতে রক্ষা করে—তেমনই আবার পক্ষান্তরে সে কাজকে কিছুতেই অবসানের কাছে ঘেঁসতে দেয় না। এ' দোষটা বিবেচকের একেবারে হাড়ে মাসে জড়িয়ে রয়েছে।

কাল ভোলানাথের মেসে গিয়েছিলাম—তার সঙ্গে দেখা হোল না। একবার দেখা করে বাজিয়ে দেখতে হবে—যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা—আসল না—মেকি ?

সে যেমন সরে দাঁড়িয়েছে—তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মনের উপর একটা ছবি এঁকে না নিয়ে থাকে। যেহেতু সেটা আরও বেশী খারাপ।

এক একবার মনে সন্দেহ হয়—ভোলানাথ 'বাসন্তীভিলা' ছেড়েও ছাড়তে পারবে না। লহরী সম্ভবতঃ ডেকে নেবে। সে

ভুল

যখন সেদিন আমাদের স্পষ্টই শুনিয়ে দিয়েছে যে সে 'কুমার-সম্ভব' পড়বেই; তখন হতেই বোধ হচ্ছে—ভোলানাথ ছাড়লেও সে ভোলানাথকে সহজে ছাড়বে না। কারণ তার কথার যথেষ্ট দাম আছে। আমার জানা সকল মানুষের চেয়ে ওর কথা ও কাজের দৃঢ়তা অনেক বেশী।

আমিও একেবারে হাল ছেড়ে দিচ্ছি নে—ভোলানাথের হৃদয় যাতে আরও একটু বেশী শক্ত হয়—আমাকে তাই করতে হবে। আমার এ বিষয় নিয়ে যেটুকু কর্ত্তব্য অর্থাৎ যতখানি আমি করতে পারি সবই ভোলানাথের উপর দিয়ে করতে হচ্ছে। কেননা লহরী একে ত আগে থেকে আমার সম্পর্ক অনেকটা ছেড়ে দিয়েছিল—তার উপর আবার সেদিন হতে—সে যেন আমার ছায়া মাড়াতেও কেমন একটু সঙ্কুচিত বলে ঠেকছে। সুতরাং একথা বেশ ভালভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে ওদিক হতে আমি আর কিছু বড় একটা করে উঠতে পারবো না।

কিন্তু তা'হলেও আমাকে কিছু করতে হবে। যখন ওদের বিয়ে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে তখন কেন ওরা আর অমন করে আত্মহত্যা করে। বিশেষতঃ আমি যখন সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি—ও বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও মনে যখন সন্দেহ আসছেনা—আমার তখন বাধা দেওয়াই উচিত।

যখন ভবানীপুরে ভোলানাথ ও লহরী একত্রে ছিল—তখন আমি একটা কাজ অন্যায় করে ফেলেছি। পিসিমাকে আমি চিঠি দিই—

যে এটা বড় ভাল কাজ হচ্ছে না। হয়ত এর ফল অনেকখানি ভোগ করতে হবে। পিসিমা ত ভয়ানক চটে পশ্চিম হতে ফিরে এলেন। তারপর যদি কিছু না বলে অমনি অমনি চুপ করে যেতেন তা' হলে ও-ঘটনার বোধ হয় যবনিকা ওখেনেই পড়ে যেত। কিন্তু তা' হোল না। পিসিমা লহরীকে ভয়ানক বকলেন। উত্তরে লহরী গম্ভীরভাবে বলে সরে পড়ল—"দেখ, আমার জীবনটাকে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। অন্যের কথামত জীবন চালানোর সময় আমার অনেক দিন উত্‌রে গেছে। আমার ভাল মন্দ আমি ভাল রকমই জানি।"

কথাটা শুনে আমার মনে হল—এ' ত' লহরীর স্বীকারোক্তির পূর্ব্বাভাস নয়? হলেই বা তা তার কি করব? তবুও মাঝে মাঝে মনে হয়—একটা কাজ আমার আগে করা উচিত ছিল—যাতে ভোলানাথের সঙ্গে লহরীর বিয়ে হতে পারত। কিন্তু তা' যখন করি নি—আর যখন তা' ঘটে উঠ্‌বে বলে বোঝা যাচ্ছে না—তখন এই কাজই আমার করা উচিত—যাতে ওদের পরস্পরকে পরস্পরের মন হতে দূর করে দেওয়া যেতে পারে। কারণ কাঁচা কলসীতে পোড়ে তোলার আগে যদি একটা আধটা দাগ লাগে—তবে একটু মেজে ঘসে দিলেই সেটা উঠে যায়। কিন্তু পোড়ে তোলা হলে আর তার নিস্তার নেই—তখন সে দাগ একেবারে কায়েমী হয়ে আপনার 'আস্তানা' 'মৌরশী-আইনে' করে নিয়ে বসে।

ভোলানাথ যতখানি বিশুদ্ধ—বোধ হয় লহরী ততখানি নির্দ্দোষ

নয়। ওর মনটার ভিতর যেন কিছু ঘুণ ধরেছে। আমার ত আর বাজিয়ে দেখবার যো নেই—ও যে ক্রমে ক্রমে আমার নিকট হতে আপনাকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে।

বাল্য-প্রণয় জিনিষটাতে ঈশ্বরের অভিশাপ আছে। অন্ততঃপক্ষে বঙ্কিম বাবুর এই অভিমত। আমি যদিও অতখানি উঠ্‌তে রাজী নই—তবু এ' কথা খুবই বেশী করে মানি যে পূর্ব্বরাগটা আমাদের ধাতে একেবারেই সয় না।

কারণ আমাদের বিয়ের মধ্যে অনেকগুলি গণ্ডী দেওয়া। সে গণ্ডীও আবার পুরাণ নূতন ভেদে আরও দল বাড়িয়ে ফেলেছে। প্রথমতঃ বেদ প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথি দেখে বোঝা যায়—এখন যে ভাবে বিবাহ প্রচলিত—তখন ঠিক এ' রকম বিয়ের নিয়ম ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গনারীর' 'সদানন্দ':সাবিত্রীর বিবাহে সতী-শিরোমণি সাবিত্রীর একগুঁয়েমী ভাব দেখতে পেলেও—আমি মহাভারতের বিয়ের নিন্দে করতে পারি নে।

যা' হোক্ সে একভাবের বিয়ে চলে আস্‌ছিল—তাতে যখন সজারু প্রভৃতি ঢুকতে আরম্ভ করে—তার রম্য অরণ্যটি ধ্বংস করতে সুরু করে দিল—তখন মনু পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ তাকে তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিলেন। অবশেষে কিন্তু একেবারে থয়ে-বন্ধনে বেঁধে দিলেন—আমাদের বাংলার কুলীন কর্ত্তা বল্লালসেন। এখন আর সে বন্ধন হতে নড়তে চড়তে পারবে না—অবশ্য যদি সমাজে থাক্‌তে চাও।

লহরীর কথা।

অনেকদিন পরে আপনার লোক সব মিল্‌লাম। কিন্তু একি! অদর্শন কি মনোরাজ্যেও কাজ করে? পিসিমা না হয় চিরটি দিনইক আমাকে সমান তালে বকে আস্‌চেন—সুতরাং তাঁর অনর্গল বকুনির একটা মানে পাওয়া যায়। কিন্তু বাবা, তিনি এমন হঠাৎ অসহনীয় গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমার দোষটা যে আমি না বুঝতে পারছি তা' নয়। তবে তার জন্তে আমাকে দায়ী করলে চল্‌বে না। আমায় যেমন ওঁরা মেজদির ওখেনে রেখে গিয়েছিলেন—আমি ও ত' ঠিক তেমনই ছিলাম। এমন কি ভোলানাথের সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত হোত না। কিন্তু সব নষ্ট করলেন ত' মেজদিরাই। তাঁরাই ত' ভোলানাথকে 'মেস্' থেকে এনে আমার অভিভাবকরূপে রেখে চলে গেলেন। তাও ত' আমি যতদূর পারি সম্ভবমত আলাদা একলা থাক্‌তাম। শোওয়ার ঘর বসার ঘরও আলাদা—আরও আমাকে কি করতে বলো?

যদি এ' রকমই একটা কথা উঠ্‌তে পারে জান্‌তাম—তা' হলে আমি কখ্‌খনো ভোলানাথের সঙ্গে এক বাসায় থাক্‌তে স্বীকার করতাম না। এর চেয়ে একা থাকাও সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ ছিল তাতে আর কিছু না হোক, মানুষের কথার হাত থেকে ত' নিস্তার পাওয়া যেতে পার্‌ত।

কিন্তু মন এক একবার সেই জীবনটাকেই চায় কেন? আবার সেখেনে তেমনি ভাবে হেসে খেলে স্ফূর্তিতে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করছে। বাস্তবিক ভোলানাথকে লাগে ভাল। সে যে কথাগুলি বলে—তা' বল্‌বার কায়দায় হোক্—অথবা প্রীতির ধারায় সিক্ত বলেই হোক—বেশ লাগে। যা' লাগে ভাল—তার বিরুদ্ধেই যেন সংসারে মানুষের চিরন্তন অভিযান। এ' রকম ব্যবহারে যে সে কেবলি আপনাকেই ক্ষতবিক্ষত করে আস্‌ছে—তা' নয়—সংসারের শান্তি পর্য্যন্ত নষ্ট করে দেয়।

একটা বিষয় খারাপ হয়ে গেল। সংসারে সব চেয়ে ভাল হয় যদি ঘাগুলো নির্ব্বাকে সহ্য করে চলা যায়। তবে দেখ্‌তে পাচ্ছি—নির্ব্বাকে সহা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। কিছুতেই নিজের মাথাকে ঠিক রাখতে পারলাম না। মেজদিকে হাতের কাছে পেলাম না—পিসিমার সঙ্গে ঝগড়া করতে ভাল লাগ্‌ল না—কাজেই নিজের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে সমস্ত বিষবাণ ভোলানাথের উপর নিক্ষেপ করলাম। সে তাই আসছে না। তা' না আসুক্—কি আর করব? তার বুঝে দেখা উচিত—মানুষে কতখানি সহ্য করে তার পরে মরিয়া হয়ে ওঠে। আমারও এখন তাই দাঁড়িয়েছে।

যখন ভোলানাথের সঙ্গে ভবানীপুর ছিলাম—তখন যে আস্‌ত সেই জিজ্ঞাসা কর্‌ত—'ও'-তোমার কে?' ও আমার যেই হোক্ না—তাতে তোমাদের কি? নিজেকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে যদি নির্ম্মল স্বাধীন ভাবে জীবনটাকে বয়ে নিয়ে

যাওয়া যায়—তাতে কি বচনীয়তা থাকতে পারে। শেষে দেখ্‌লাম—বিরক্তিও শেষ সীমায় উঠে দাঁড়াল। বাড়ীর যে ঝী সেও জিজ্ঞাসা জুড়ে দিল—'উনি তোমার কে?' হায় মেজদি! তুমি আমায় এ'কি পরীক্ষায় ফেলে গেলে? বুক ভেঙ্গে যাওয়ার যো' হয়ে উঠল। কিন্তু আমি তেমন নই। লজ্জায় অপমানে আমাকে আরও শক্ত করে দিল। সকলের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল—'উনি আমার বর।'

কিন্তু কথাটা বলে বোধ হয় ভাল করি নি! যদি কোনও রকমে ভোলানাথের কাণে যায়—তা' হলে কিন্তু বড় লজ্জা করবে। মেজদিই বা শুনলে কি ভাব্‌বেন? তা' যাই ভাবুন না কেন—আমার তাতে বয়ে গেল। যদিই বা কাউকে কোনও কৈফিয়ৎ দিতে হয়—বল্‌ব—ঠাট্টা করে বলেছি। তার উপর আর ত' কোনও কথা থাক্‌তে পারে না।

কথা না থাকুক—মনে একটা কথা উঠে বড় তোলপাড় করে দিয়েছে। না—ও' সব নিয়ে আর মাথা ঘামাব না। যা' উপন্যাসের জিনিষ তা' উপন্যাসেই খাপ খায়—বাস্তবে তাকে ডেকে আনা ঠিক নয়। এ কথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে—যে মনের উপর রাজত্ব করা চাই। মনকে বশে রাখতে পারলে—আর কোনও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই যে দুর্ব্বলতা মাখা কাঁচা সঙ্কোচটুকু আছে—বাস্তবিক এর একটু মধুরতাও আছে। যার জন্যে লজ্জার বরণও মিষ্টি লাগে ভালো।

ভুল

যারা সকলের প্রিয় হতে গিয়ে সাধারণকে 'নাই' দেয়—তারা কখনও আপনাকে আপনার জায়গায় ধরে রাখতে পারে না। সাধারণের আকর্ষণ এমন ভাবে তাদের টান্‌তে থাকে—যে তাদের নীচেয় নেমে আসতেই হবে। মেজদির মৃদু স্বভাবই—তাঁর চাকর-বাকরকে এত আস্পর্দ্ধা দিয়েছে - যে তারা নিজেদের আসন ঠিক করে প্রভুর আসনের মর্য্যাদা রাখতে পারে না। মেজদির ঝী আরও জেরা করে আমার মাথা খাওয়ার যো করে তুলেছিল—কিন্তু আমার রকম-সকম দেখে সে আর সাহস পেল না। বুঝতে পার্‌ল—আমি ও মেজদি দুই বোন্ হলেও এক ধাতুর লোক নই। দু'জনেরই প্রকৃতিগত বেশ একটু অমিল আছে। মেজদি হচ্ছেন প্রথম শ্রেণীর বাঙ্গালী বিনীতা মেয়ে। আর আমি! আমার বার আনা বাংলার মধ্যে—চার আনা হিন্দুস্থানীর খাদ আছে। ঝী জিজ্ঞাসা করেছিল—"বলি—মাথায় সিঁদূর কই?" আমি কিন্তু এ' জেরার কোনও উত্তর না দিয়ে—এমন ভাবে তাকালাম—যে সে আর আমাকে জেরা করতে সাহস করল না।

ভোলানাথের কথা।

আজ দুই সপ্তাহ হতে চপল বাসন্তীভিলাতে যাই নি। ‘খালাত ফুটবল ক্লাবে প্লেয়ার’ (Player) হিসেবে ভর্ত্তি হয়েছি। এই ফুটবল ক্লাবে ঢুক্‌বার পরামর্শটা মাথার মধ্যে সেঁধ করে দিল—বিজলী। এবং কাজও ত’ আমি তার মতানুযায়ী করলাম। বোধ হয় ফল ভাল হল না। ফুটবলের পরিশ্রমে বড় ‘ওভার এক্‌সারসাইজ’ (Over Exercise) হয়—আমাদের ধাতে ঠিক সেটা সয় না। তার ক্লান্তি ঘুচানোর জন্যে সন্ধ্যার পর হতে খাওয়ার আগ পর্য্যন্ত সময় বাজে নষ্ট হয়ে যায়। ছাত্র-জীবনে সন্ধ্যার সময় বড় মূল্যবান। তখন অতখানি সময় ব্যসনে ব্যয় করা উচিত বলে বোধ হয় না।

খেলারও একটা নেশা খুব বেশী। এই কথাটি দু’দিন ‘ক্লাবে’ যেতে না যেতেই মনের মাঝে এসেছিল। এবং ঠিকও করেছিলাম ছেড়ে দেব—কিন্তু তা’ পেরে উঠচিনে। এর নূতনত্বটুকু প্রাণের ভিতরে একটা আরাম এনে দিয়েছে—যা’তে ‘বাসন্তীভিলা’তে না যাওয়ার ব্যথাটুকু ঢেকে রাখতে পেরেছি।

এখন মাঝে মাঝে ভবানীপুরের কথা মনে পড়ে। তখন দিনগুলি কেমন হাসি কেমন গল্প—কেমন গানের ভিতর দিয়ে কেটে গিয়েছিল। জীবন বর্ষের এই কটি দিন যেন বসন্ত ঋতু ; অপব্যবহারে বিফলে কেটে এখন শুধু নিদাঘের তীব্র শুষ্কতা রেখে গেছে।

ভুল

মাঝে মাঝে মনটা বড় চমকে ওঠে—'বাসন্তী-ভিলার' স্নেহের মধুর শিহরণে। অবশ চরণ যেন সেদিকে আপনিই চলে যেতে চায়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার সঙ্গে তার একলা থাকার জন্যে দায়ী হচ্ছেন—মেজদি। তার জন্যে আমায় দেখে মুখ কালো করলে চলবে কেন? তাতেও আমার মন মুসড়ে যেত না। কেননা 'বাসন্তীভিলা' ছাড়ার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। ছাড়্লেই বিজলী ভাববে—তার কথামত 'বাসন্তীভিলা' যাওয়া ছেড়ে দিলাম। হয়ে দাঁড়িয়েছেও ত' তাই। আমায় 'বাসন্তীভিলা' না যেতে দেখেই ত' বিজলী সঙ্গে করে 'খালাত ফুটবল ক্লাবে' ভর্ত্তি করে দিল।

সে ভেবে দেখ্লনা—আমি কেন 'বাসন্তীভিলা' যাওয়া ছেড়ে দিলাম। সে ভাব্ল বুঝি তার কথাই যথেষ্ট। তাও কি হয়? পিসিমার বকুনি খেয়েও আমি বাড়ীর ভিতর গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু দেখ্লাম লহরের মুখ যেন খোলা-হাঁড়ির তলা। ঘুরে ফিরে চার পাঁচবার তার সঙ্গে দেখা হল—কিন্তু একবারও কথা ক'ল না। আমার ভয়ানক রাগ হয়ে গেল। বটে! এত কি? আমার এতে কি অপরাধ?

মহাপাত্র কয়েকদিন আগে বলেছিল—একটি লোক তোমার খোঁজ করতে এসেছিল। কিন্তু সে কে? এবং কি জন্যই বা এসেছিল তা ও বলতে পারল না। পরে আজ আবার একখানি কাগজ এনে দিয়ে বল্ল—সেই ভদ্রলোকটি এই চিঠিখানি আপনাকে দিতে বলে গিয়েছেন।

সেই চিঠিখানি নিয়ে তাকিয়ে দেখলাম—সুস্থিরের লেখা। খুলে পড়ে দেখি সে লিখেছে—ছোড়দিদির বিশেষ অনুরোধ অবশ্য অবশ্য একবার 'বাসন্তী-ভিলা'তে যাবেন। মন কেমন একটু নরম হল। ইচ্ছে করল একবার চট্ করে 'বাসন্তীভিলা'টা ঘুরে আসি। কেননা—সেদিন শনিবার। রবিবারে ত' আর কলেজ নেই। অতএব এখন গেলে পড়ার বা অন্য কোনও রকমের কিছু ক্ষতি হতে পারে বলে বোধ হচ্ছে না।

চাদরটা কাঁধের উপর ফেলে যেমন বার হব ভাব্ছি—অমনি দেখি যে সশরীরে শ্রীমান বিজলী বাবু এসে হাজির। অন্তরাত্মা কেমন বিদ্রোহী হতে ইচ্ছা করল। মন বল্ল—'জানিয়ে দাও যে—আমি তোমাকে তেমন 'কেয়ার' করি নে।' সাতটা প্রাণ তার চোখের সাম্‌নে 'বাসন্তী-ভিলা'তে যেতে চেল। কিন্তু কাজে হয়ে উঠ্ল না। আমি চাদরটা তাকের উপর রেখে বিছানাতে বসে পড়লাম।

"কিহে! যাওয়া হচ্ছিল কোথায়—ঠিক এই নব নটবর বেশে?" বলেই সে আমার পানে চেয়ে র'ল। আমার মনে হতে লাগ্‌ল— এমন করে তাকায় কেন? ও'কি আমাকে গিলে ফেলতে চায়?

অসন্তুষ্টি এসে অন্তরের মাঝে বাসা কর্‌ল—তবু চুপ করে থাক্‌লাম না—বল্লাম—"নব নটবর বেশটা কি দেখলে?"

"না—এমন কিছু নয়, তবে কি না চির আদরের—অত সখের

'পাম-সু' মলিন হয়ে খাটের তলায় হা-হুতাশ করছে—আর পায়ের মাথায় যেন বিজয়ী বীরের মত চটি চট্ পট্ করছে। চির পরিচিত সার্ট পাঞ্জাবী ধূলায় ধূসরিত—আর নবাগত চাদর কাঁধে স্থাপিত; তাই বলছিলাম।"

বলেই কথাটা ঘুরিয়ে দিল—"সে যাই হোক; বল দেখি যাওয়া হচ্ছিল কোথায়?"

আমি বল্লাম "না এমন কোথায়ও নয়, এই যাচ্ছিলাম একটুকু বেড়াতে। ভাবছিলাম একটুকু ঘুরে আসি। তবে বেশী দূর নয়।"

হেসে বল্ল—"এনতাম্ করছ কেন? সাফ খুলেই বলনা? তোমার এন্তামই যে বলে দিচ্ছে—গন্তব্য স্থানটা বড় সুবিধেজনক জায়গা নয়। দেখ এটা কলকাত্তা সহর; আর মনে রেখো চরিত্রকে নির্ম্মল রাখতে হবে।"

আমার রাগটা আবার এই অযাচিত উপদেশে আরও বেড়ে গেল। আপনাকে সাম্লাতে পারলাম না—বলে বসলাম—"দেখ; আমারও বিবেক আছে। আমিও মানুষ। লেখাপড়া করছি। তোমার মত বিদ্বান না হলেও মূর্খ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য নই। সুতরাং ভাল মন্দ বিবেচনার আমারও ক্ষমতা আছে। কলিকাতা প্রলোভনপূর্ণ স্থান হলেও আমি অস্থান চিনি।"

বিজলী জোর দিয়ে বলে উঠল—"না—ওইটে তোমার ভুল। তুমি অস্থান মোটেই চেন না। যা চিনে—চোখের নেশায়—প্রাণের ভুলে সেখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

"বল দেখি যাচ্ছিলাম কোথায় ? অস্থান-অস্থান করে যে ঘরটা মাতিয়ে তুললে। ভাবলে দেখ্তে পাবে—সে কথা ভয়ানক ভুল।"

"না—বেশ ভেবেছি ; সেটা সম্পূর্ণ নির্ভুল। তুমি ত' যাচ্ছ—'বাসন্তীভিলা', সেইটিই অস্থান।"

"সে অস্থানে ত' তুমিও যাও।"

"ওই ত' তোমার মহৎ ভুল। তোমার পক্ষে যেটি অস্থান—তা' আমার পক্ষে নয়। আবার আমার পক্ষে যেটি অস্থান সেটি তোমার পক্ষে নয়। এই ব্যক্তিগত ভেদটুকু আর বুঝতে পারলে না"।

"দেখ বিজলী, তোমাকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তুমি একটা কথা মোটেই ভাবনা। অত হীন সন্দেহ—নীচতা দিয়ে তুমি আমাকে দেখ্তে চাও যে—আমার শ্রদ্ধা ভক্তি তোমার ঐ অপরূপ ব্যবহারে কোথায় উড়ে যায়। কি সঙ্কীর্ণ চিত্ত তোমার ? জগতে যত মেয়ে আছে সকলের মধ্যে লহরীই শ্রেষ্ঠ আসন পাওয়ার যোগ্য। সে নারীকূল-শিরোমণি।"

এই কথা বলে আমি নিজের ঘর হতে উঠে গেলাম। যাওয়ার সময় কাণে গেল—বিজলী বল্‌ছে—"প্রথম প্রথম ঐ রকমই ঠেকে বটে!"

একটু এদিক ওদিক ঘুরে যখন ফের নিজের ঘরে এলাম—তখন দেখি রাত প্রায় সাড়ে আটটা। বিজলী চলে গিয়েছে—মহীপাত্র আলো জ্বেলে পড়তে বসেছে।

মহাপাত্র একটু মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"কি ভোলানাথ বাবু, পড়ছেন না যে? এতক্ষণই বা কোথায় ছিলেন? বিজলী বাবু আপনার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে এই মাত্র উঠে চলে গেলেন।"

আমার বেশী কিছু ভাল লাগ্‌ছিলনা, কেবল ছোট্ট করে বল্‌লাম—"সরোজদের ঘরে ছিলাম; আজ শরীর বড় ভাল নয়—পড়তে পারছি নে'।"

বলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মনে আবোল তাবোল নানা ভাবনা আস্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু স্থির কর্‌তে পার্‌লাম না—'সত্যই কি আমি অত নীচ প্রকৃতির লোক। একজন বালিকাকে আমার হাত হতে রক্ষার জন্তে মিছে কেন—যদি তাই না হবে—তবে আর একজন অত যত্ন কর্‌ছে। বিজলী তুমি আমায় পাগল করে দেবে। কি ভীষণ! আমি তাকে ভক্তি করি—আমি তাকে শ্রদ্ধা করি—আমি তাকে ভালবাসি। সে ভালবাসা পতির পত্নীর মত নয়—সে ভায়ের বোনের মত। তাকে তুমি খাদকের খাদ্যের মত করো না।

লহরীর কথা

সুস্থিরকে দু'দিন দু'দিন ভোলানাথের ওখেনে পাঠালাম—কিন্তু ভোলানাথের কোন খোঁজ খবরই নেই। সে দিন সকালে দেখা পেল না—আজও আবার বিকেলে দেখা পায় নি'। সে যায় কোথায়? মেসের ছেলেরা বলেছে সে মেসেই আছে। তবু তার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারছে না।

বড় খেলা খেলেছ বিজলী বাবু; কিন্তু আমিও সহজে ছাড়ছিনে—আমিও দেখ্‌ছি 'কুমার-সম্ভব' পড়তে পারি কি না? তুমি যে হঠাৎ আমার উপর এক হাত নিয়ে নেবে—এ আমার সহ্য হবে না। যে রকম হাওয়া বচ্ছে—এত প্রতিকূলে আমি কখনও সফলতার দিকে যেতে পার্‌ব না—তবুও তোমার অনুকূল গলহস্ত হতে দিচ্ছি নে।

কি অপরূপ স্বার্থের খেয়াল তোমার মাথার উপরে তা' তুমিই জানো। বিনা কাজে বিনা অভিসন্ধিতে তুমি আমার শান্তি ভেঙ্গে দিলে কেন? যদি দু'-একখানা বই পড়ে আনন্দ পাই—সে আনন্দ হতে আমাকে বঞ্চিত করার তোমার কি অধিকার?

আমি অবশ্য অন্যের কাছে 'কুমার-সম্ভব' পড়তে পারি—কিন্তু তা' পড়ব না। পড়ি যদি ত' ওই ভোলানাথের কাছেই পড়ব। যাতে আমার আমিত্বটুকুও বেঁচে থাক্‌বে। আমি দেখাতে চাই—

আমিও একজন মানুষ। লোকের ইচ্ছা আমার নিয়ামক হবে না—আমার জন্যে আমার ইচ্ছাই যথেষ্ট। আর তাঁদের ইচ্ছা কতকটা মানতে পারি—যাঁদের জীবন কিছু কিছু ভাবে আমার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে সম্মিলিত।

সত্যই কিন্তু 'কুমার-সম্ভব' পড়ার জেদটা বেড়ে যাচ্ছে। যত প্রতি পদে বাধা পাচ্ছি—চলতে গিয়ে হুঁচোট খাচ্ছি—ততই মন বলছে—'কুমার-সম্ভব' 'আমাকে পড়তেই হবে। কিন্তু সব বুঝি নষ্ট হয়ে যায় ভোলানাথের কাপুরুষতাতে—ওর মানুষের মত দৃঢ়তার অভাবে—পুরুষের মত সাহসের অভাবে আমার কাজ কখনও শেষ পর্য্যন্ত যেতে পারবে বলে বোধ হচ্ছে না। মাঝ থেকে বিজলী বাবু জয়ের আনন্দে নেচে উঠবে।

আমি সেদিন পিসিমার সামনে বাবাকে 'কুমার-সম্ভব' পড়ার কথা বলেছিলাম। "তা' বেশ, বই নেই—আনিয়ে দেব" বলে বাবা হেসে পিসিমা ও অন্যান্য দুই একজন—যাঁরা সেখানে ছিলেন—তাঁদের বললেন—"মেয়ে আমার সংস্কৃত শিখবে।" জানিনে পিসিমা তাঁর কাণের মধ্যে কি বিষমন্ত্র ঢাললেন—সেই মন্ত্রের বলে বাবাই কিনা আজ আবার বলে বসলেন—"দেখ, 'কুমার-সম্ভব' পড়ে কোনও লাভ নেই। অনর্থক বাজে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আমি ভাল ভাল বাংলা বই এনে দেব—তুমি পড়ো—দেখো কত আনন্দ পাবে।"

এ' কথা ভুল—সঙ্কীর্ণতায় জ্ঞান আবদ্ধ থাকলে—তাতে প্রাণের

তৃষ্ণা মেটে না। বাংলাতে আর তেমন তৃপ্তি হয় না—এখন আমার তৃপ্তির জন্যে দরকার—এমন একটা ভাষা, যা' আমার পক্ষে খাঁটী আন্‌কোরা নূতন। সেটা সংস্কৃতই হোক্‌ আর ইংরাজীই হোক্‌—একটা অজানা হলেই চল্‌তে পারে। তবে কিনা সংস্কৃতটা পড়তে পড়তে ছেড়ে দিতে হয়েছে—তাও আবার স্বেচ্ছায় নয়—জবর-দস্তিতে। তাই তার দিক হতে একটা আগ্রহ বেশী করেই ফুটে উঠেছে।

এখন দেখ্‌ছি—দিন কতক বিজলী বাবু আমাদের বাড়ী আস্‌তে ঘন ঘন আরম্ভ করে দিয়েছেন। বুঝিনে পিসিমার সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে নূতন কিছু ষড়যন্ত্র হচ্ছে কি না? হয়ে যাক্‌ আর এক পত্তন। তার ফলও সহ্য করতে রাজী আছি। কি করব—তোমার সিদ্ধান্ত মতই বলি—এসেছি নারী-জন্ম নিয়ে—সহ্য কর্‌তে করতেই জীবন কাটাতে হবে। বাল্যে পিতার অবিচার—যৌবনে পতির অত্যাচার—বার্দ্ধক্যে পুত্রের অনাচার—এ' সকলই মাথা পেতে নিতে হবে। কথা কওয়ার অধিকার নেই, কি বলিহারি আইন! কি মনোরম নিয়ম?

বুঝেছি—কি জন্যে হিন্দু তুমি আজ এত পদানত—কেন তোমার সন্তানগণ এত নির্জ্জীব। মায়ের জাতির—রমণীর প্রতি অবিচারে তোমার আজ এত অধঃপতন। তোমার মায়েরা কোমল তুলায় গড়া—ছোঁওয়া মাত্রেই খসে পড়ে—তাই তুমিও বাতাসে তৈরি—একটা টোকার ভর স'তে পারছ না। তোমার আজ কালকারের

ভুল

ছেলেরা একেবারে ভুলে গিয়েছে—এই ভারতের নারীপূজা একদিন জগতের আদর্শ ছিল। এদেরই পৌরাণিকী বাণী—'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'। কিন্তু আজকাল বল্‌তে ইচ্ছে করে কবির সঙ্গে সমান সুরে :—

"হয়ে আর্য্যবংশ জগতের সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে।"

এরা গল্প বলে উড়িয়ে দেয় রঘুবংশের—

"গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।"

যাক্—ও এখন আমার পক্ষে মিছে আলোচনা। খাঁটি বলে মান্‌তে পারতাম—যদি প্রতিকারে একটা কোন নূতন উপায়ের দুয়ারে গিয়ে পৌছতে পারতাম। তা' যখন হবে না। একটু সত্য কথা বললে—উদ্ধত অবাধ্য বলে তিরস্কৃত হব—আর সঙ্গে সঙ্গে সেই মুখ খিঁচুনিকে ভয় করে চল্‌ব—তখন অনর্থক ভাবা শুধু মস্তিষ্কের বাজে খরচ করা।

ভোলানাথের কথা

বিজলীর প্রতি কথা শোনা যায় না। আর এত ডাকের পরও যদি 'বাসন্তীভিলাতে' একবার না যাই—সেটি হৃদয়হীনের মত ব্যবহার হয়। তা' ঠিক উচিত নয়। 'বাসন্তীভিলা'তে আমি অনেকবার অনেক রকম উপকার পেয়েছি। সব কৃতজ্ঞতাটুকু একজনের কথায় বিসর্জ্জন দেওয়া বিচক্ষণের কাজ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছে।

আর এ' কথাও যখন খাঁটী সত্য—যে বিজলীর হন্দেহ সম্পূর্ণ অলীক—মনগড়া একটা কাল্পনিক চিত্র মাত্র—তখন তাকে বড় করে নিয়ে একটি ভদ্র পরিবারের বুকে ঘা' দেওয়া ঠিক নয়। সুতরাং 'বাসন্তী-ভিলাতে' যাওয়াই কর্ত্তব্য।

সুস্থিরের কি কপালের ফের, আমার মেসে আর বাড়ী হাঁটাহাঁটি করে বোধ হয় ওর পা দু'খানা একেবারে ফুলে উঠ্‌ল। ঠিক ওই রকম যদি সে পরমেশ্বরের কাছে কর্‌ত—তা' হলে নিশ্চয়ই এতদিনে একটা মনের মত বর পেয়ে যেত। কিম্বা যদি একটা স্থাবর পদার্থের নিকট যাতায়াত কর্‌ত—তা' হ'লে সম্ভবতঃ তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে যেত। কিন্তু ঈশ্বরের সেরা সৃষ্টি আমি মানুষ—আমার মন নরম হবে না। এর চেয়ে নির্ম্মমতা বোধ হয় জগতের বুকে কল্পিত হতে পারে না।

বাস্তবিক ভেবে পাচ্ছিনে—আমার 'বাসন্তী-ভিলাতে' যাওয়ায় কি দোষ হতে পারে? হিসাব করলেও ঠিক ধরতে পারি নে—ক্ষতি হলেও তার পরিমাণ কত? যাই হোক্ দৈনিক কত সময় মিছে কাজে নষ্ট হয়—তার মাঝ হতে যদি একঘণ্টা 'কুমারসম্ভব' পড়ানোতে নষ্ট হয়—তবে সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তা' ছাড়া বিদ্যাদানে পুণ্য আছে। বিশেষতঃ জ্ঞানের অনুশীলনে বৃদ্ধি আছে। সুতরাং জমা খরচেও লোক্‌সান নেই—লাভই আছে। লাভের কড়ি কে ছাড়ে? আমিই বা ছাড়ি কেন?

আজ একটা মজাই হয়ে গেছে। বিজলী যখন মেসে এসেছিল—আমি তখন স্বেচ্ছায় গা ঢাকা দিই। আমি জান্‌তাম যে—তার সঙ্গে দেখা হলে—শুধু শুধু খানিকটা লেকচার শুনতে হবে বৈ ত' নয়, তাই তার সংস্পর্শ হতে আপনাকে বাঁচালাম। কিন্তু সে মনে করেছে—সেদিনকারের সেই কথায় আমি তার উপর খুব চটেছি। মহাপাত্রের মুখে এই ভাবের কথা শুনে—আমি ত' সত্য সত্যই হাসি চেপে রাখ্‌তে পারছিলাম না।

সে সময় মনে একটু গরম এসেছিল বটে; কিন্তু তার ভিত্তি কিছু নেই। তবে এই টুকুতে হয়েছে ভাল—লোককে দেখাতে পার্‌ব—যে শুধু আমি নিজের দ্বারায়, অন্যের সাহায্য-ব্যতিরেকে নিজের জীবন বেশ পরিপাটিভাবে চালাতে পারি।

কতক বিষয়ে আমার মনের উপর জোর করে বিজলীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে—সে শুধু লোকের মনের ঐ ভ্রান্ত সংস্কারটুকু দূর

করে দেওয়ার জন্যে। নিজের বিপক্ষে মানুষকে ভুল সংস্কার নিয়ে থাকতে না দেওয়াই ভাল। যদিও তাদের সংস্কারে আমার বেশী কিছু আসে যাবে না। এমন কি আমার ধর্ম্ম জীবনে—সাংসারিক জীবনে—প্রবাসের জীবনে কোনও খানটায় তাদের সঙ্গে কোনও রকম সংশ্রব না করলেও চল্‌তে পারে—তথাপি লোকে যে আমার বিরুদ্ধে একটা বদ্‌ ধারণা নিয়ে থাকবে সে আমার যেন ভাল লাগে না—তা' আমি ঠিক সহ্য করতে পারি নে।

সহ্য করাটাই ভাল। কেননা আমি এত করলাম তবু ত' লোকের সন্তোষকে বরণ করে নিতে পারলাম না। মোটেই মনে হয় না যে—আমার প্রতি অন্ততঃ সংসারের চারি ভাগের এক ভাগ লোকও সন্তুষ্ট। তাও যখন হয় নি, তখন আমার সবখানি যত্নই ত' ভস্মে ঘি ঢালার মত বাজে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এক একবার ইচ্ছে করে যদি মহাকবি ভবভূতি বেঁচে থাক্‌তেন—তা' হলে তাঁর সেই মহাভুলকে সংশোধন করে লিখে দিতাম—'যথা বাচাং তথা বিশাং'। কিন্তু তা' হওয়ার যো নেই। —মৃতের অমন অমল সম্পত্তিতে হাত দিতে নেই।

আজ এ' বিষয়ে লহরীর মতই যথার্থ লাগ্‌ছে। লোকে যাই বলুক্‌ না—লোকমত যতই প্রতিকূল অথবা অনুকূল হোক্‌ না কেন —আমি যে টুকু কর্ব্ব—সেটুকু আমারই মতে। লোকের প্রশংসা নিন্দা তার কেশস্পর্শও করতে পারবে না। এ' বিষয়ে ওকে আরও একটু বেশী প্রশংসা করতে হয় এই জন্যই যে—ও' শুধু বিজলীর

মত বাক্যবাগীশ নয়—ও' ক্যজেও দেখাচ্ছে—যে—ও' লোকমত গ্রাহ্য করে না। অত নিন্দে তবু 'কুমারসম্ভব' পড়া বন্ধ করে নি'। সুখ্যাতি অনুসারে কাজ ত' লোকে করেই থাকে—তাতে কিছু বেশী সুখ্যাতির নেই—নিন্দেকে মাথা পেতে বরণই হল—বিশেষ সুখ্যাতি।

ওর ওই মানসিক বলের কাছেই ত' আমার সমূহ দৈন্য। যখন আমার নিজের দুর্ব্বল চিত্তের পাশে—ওর সবল চিত্তটা ফুটিয়ে তুলি—তখনই বেশ ভাল করে বুঝতে পারি—আমার চেয়ে মানুষ হিসাবে ও কত বড়।

আমার প্রাণ বড় নরম, আমি কিছু সহ্য করতে পারি নে। যে কোন রকম ব্যথা—শারীরিক হোক্—মানসিক হোক্—সকল রকম বেদনাই আমার বুকের উপরে পাথরের মত চেপে বসে। সে চাপা ব্যথা আমাকে কঠোর হতে দেয় না—তার একটা মর্ম্মভেদী উষ্ণ নিঃশ্বাস দুঃখ বরফকে জল করে দেয়। প্রাণ কেঁদে ওঠে—শক্ত হওয়া আর ঘটে ওঠে না। কাজেই বুকের ভিতরে মৃদুলতা —সরলতা এসে আত্ম প্রতিষ্ঠা করে। ফলে মেসের ছেলেও বলে—তুমি পুরুষ নামের অযোগ্য। বিজলী বলে—বেটাছেলে হও। লহরী বলে—তুমি ত' মেয়েমানুষেরও অধম।

—তাই হোক্। আমি মেয়েমানুষের অধম হয়েই থাকৃতে চাই, বিশ্বের অবাধ্যতা জড় করে পুরুষ হওয়া আমার সাজবে না। সকলের বুকে বিষম ব্যথা দিয়ে পুরুষ হতে ঈশ্বর আমাকে বলে দেন নি'।

গোটাকতক উপহাস—শুধু মেয়ে মানুষের অধম—এ' আর বেশী কি? এ' ত' উপকারীর অপকারের মত বুক ভেঙ্গে দেয় না—বিশ্বাসের বিনাশের মত মন মুসড়ে দেয় না—হাসি দিয়ে হিংসাকে ঢেকে রেখে বন্ধুর মত হাতে ছোরা করে কণ্ঠে আলিঙ্গন করে না।

বিজলীবাবুর কথা।

ভোলানাথ আমার উপর খুবই চটেছে। রাগেই যদি ত' করুক রাগ—তাতে আমার হাত নেই। রাগ এসে যখন মানুষকে আপনার মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ করে দেয়—তখন তার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। মাথার উর্ব্বর ক্ষেতে কল্পনা নানান রকমের অদ্ভুত বাসনার বীজ বপন করে। তার হাত হতে আপনাকে ঠেকান'—সে বড় শক্ত কথা।

রাগের আগে বিবেচনাশক্তি লোপ পেয়ে যায়—তা' না হলে মানুষ রাগ্‌তে পারে না। বিবেচনার সঙ্গে একটু খুঁজে দেখলে—বেশ বোঝা যায়—রাগের কারণটা হয় নেহাৎ অলীক—নয় শুধু হাল্‌কা। তাতে বস্তুত্বের লেশমাত্র নেই। কেমন করে এত বড় একটা মিথ্যেকে ডেকে এনে সভ্যজগৎ তাকে আপনার নৈতিক

ভুল

পোষাক পরিয়ে বেমালুম বিপ্লবের সৃষ্টি করে বুকের মাঝে পুষে রেখেছে—যার সর্ব্বগ্রাসী আঁচে শেষে আপনাকে পর্য্যন্ত আহুতি দিতে হয়—সেটা অনুমানেরও বাহিরে।

তোমার রাগের চেয়ে আমার কাছে বড়—তোমার ভবিষ্যৎ। যেহেতু আমি তোমায় ভালবাসি—আর সে ভালবাসাটা ভালবাসাই—একটা রূপজ নেশা নয়। সেই জন্মে তোমায় রক্ষা করতে আমার এত চেষ্টা এত একাগ্রতা।

এখন তোমার যেমন অবস্থা ইহাই ক্রম-বিকাশে প্রেমে গিয়ে পরিণত হয়। 'হা হতোস্মি' প্রেম খপ্ করে একদিনে হয় না। তারও একটা মূর্ত্তি আছে—এবং সে মূর্ত্তির কাছে যাওয়ারও একটা সিঁড়ি আছে। তুমি সেই সিঁড়িতে পা দিয়েছ—তাই ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেছে। সকলের উপর ঐ একই কারণে তোমার আপাত সুখশান্তি নষ্ট করে—চিরকালের সুখ-শান্তির পথ নিষ্কণ্টক রাখছি। প্রিয়ের পতন প্রাণে সয় না। তুমি বাঁধন ছিঁড়ে যেতে চাচ্ছ—আমি ধাঁ করে তা দিচ্ছিনে, একবার রাশ এঁটে দেখ্তে গেলাম—সেটা ছিঁড়ে ফেললে। কাজেই এখন আমাকে অন্যপথ ধরতে হবে।

যদি ভেবে দেখ্তে—তা হলে স্পষ্টই বুঝতে পারতে—তোমার ঐ সুখশান্তি ভাঙ্গার আমার কি উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য বিনা কার্য্য হয় না—এটা স্বতঃ সিদ্ধ। তবে বল দেখি আমিই বা উদ্দেশ্য বিনা এত বড় একটা কাজে হাত দেব কেন? তা' হলেই সত্য বিষয়টুকু

তোমার চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌ত। তা' ত' ; নয় ? তোমার এখন প্রেমিক ভক্তের তালকাণা অবস্থা। যে তোমার ভক্তিপাত্র—তার প্রতি তোমার ভক্তিটা এখন অন্ধ। দোষগুণ দেখতে চায় না। শুধুই অন্ধবিশ্বাসে ভক্তিসলিল ভক্তিপাত্রের পায়ে ঢালতে চাচ্ছ। সেই জন্যে তোমার উদ্দাম প্রবৃত্তির দুর্ব্বার স্রোতে আমার কথাগুলি ভেসে যাচ্ছে। আমার কথার সারবত্তা ও যুক্তিযুক্ততা তোমার চোখের কাছে ঠাঁই পাচ্ছে না। কেননা—তোমার চোখ যে ভক্তির চশমা নাকে এঁটে রয়েছে—তার নীলে কাচের আওতায় সবই নীল।

এখন পৃথিবীর সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ রমণী বলে ধরবে—ঐ লহরীকে। নিখিলের সকল সৌন্দর্য্যটুকু চুরি করে—অখিলের অবিকল গুণগুলি অপহরণ করে এখন ওই কেবল রমণীরত্নরূপে তোমার চোখের সামনে ঘুরবে। তুমিও তাই জগতের শ্রেষ্ঠ রমণীত্ব ওরই মাঝে পাবে। বোধ হবে—নারীত্বের প্রকাশ ওখেনে—বিকাশ ওখেনে—উপশমও ওইখেনে।

আমার ইচ্ছে ছিল—তোমার ঐ ভুলটুকু ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যে। তোমাকে দেখাতে চেষ্টা কর্‌ছিলাম—ওর যে সকল গুণ দেখে তুমি মুগ্ধ—সেগুলি দোষ না হলেও রমণীর গুণ নয়—পুরুষের অলঙ্কার। সুতরাং তার সম্মুখে পুরুষেরই মহত্ত্ব বেড়ে যায়—নারীর দৈন্য ফুটে ওঠে।

নারীর যে দুটি প্রধান গুণ শালীনতা ও কোমলতা সে দুটিই ওর

নেই। ব্যাপকতার সহিত বুদ্ধিমত্তা পুরুষের প্রতিভা বাড়িয়ে দেয়—কিন্তু সেই আবার রমণীর অঙ্কে আশ্রয় লাভ করলে—তার একটা নিন্দের বিষয় হয়ে পড়ে। এ কথা না স্বীকার কর্‌লে—রমণীত্ব ও পুরুষত্ব ধর্ম্ম দুটিকে পৃথক করে নিতে পার্‌বেনা। তা হলে জগতে গুণহিসেবে ধরলে সকল পুরুষই নারী হতে পারে—সকল নারীই পুরুষ হতে পারে। ঘরে বাইরে করার দরকার থাকে না। হয় হয়ে যাবে—সবই ঘর—নয় হয়ে যাবে সবই বার।

আমিও আজ 'বাসন্তীভিলাতে' গিয়েছিলাম। পিসিমার মুখে শুন্‌লাম,—ভোলানাথ আজ ওখেনে গিয়েছিল—এবং 'কুমার-সম্ভব' পড়িয়েছে। বেশ বুঝ্‌তে পারলাম—আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণার এই বুঝি প্রথম যুদ্ধ। আচ্ছা হোক—আমিও তার জন্যে প্রস্তুত আছি। সহজে তাদের আত্মহত্যা করতে দিচ্ছিনে।

লহরীর কথা।

মানুষ কি দুই সপ্তাহে নূতন হয়? কালকের ভোলানাথ ত' আমার চিরকালের গা-সহা ভোলানাথ বলে বোধ হল না। ঠেক্‌তে লাগ্‌ল যেন ভোলানাথের চামড়া গায়ে এঁটে নূতন একজন কেউ আমার সঙ্গে অলাপ কর্‌তে এসেছে। সে পুরাণ

দ্বিধাহীন সরল অমায়িক ভোলানাথকে খুঁজে পাওয়া গেল না। আলাপও হল না সেই জন্তে ঠিক—আগেকারের মত সরল নিঃসঙ্কোচ ভাবে।

পড়াও তাই সেই রকম হয়ে উঠ্‌ল না। মাত্র এক শ্লোক পড়লাম—তাকে কি পড়া বলা যায়? সে কেবল জেদ রক্ষা। ভোলানাথ দেখলাম—তাতেও রাজি নয়—ও বললে—'আর ও ফেসাদে দরকার কি? যেটা আমাদের ধাতে ঠিক সল না—তাকে আরও জোর করে ধরে রাখলে ঠিক প্রাণহীনের দন্তবিকাশের মতই লাগ্‌বে।'

আমার নাছোড়বন্দ জেদকে বজায় করা—একটি শ্লোকেই প্রশমিত হল। কি করব—উপায় ছিল না। লোকে কথায় বলে না,—'পড়েছি মোগলের হাতে—খানা খেতে হবে সাথে'।

আমারও কতকটা তাই হয়ে উঠ্‌ল। নিস্তেজ নিরুৎসাহীর সঙ্গে জীবনকে বিজড়িত করেছি যখন—তখন তেজহীনতার ছায়া দলাতে ভয় করলে চল্‌বে না। অনেক সময় নিজের তেজ ও গরিমাকেও জবাই করতে হবে।

এ' খেলার আরম্ভেই বুঝতে পেরেছিলাম—বিজলী বাবুর জয় অবশ্যম্ভাবী। সত্য যে তার দিকে আছে সে কারণে নয়—কেবল আইনের চাতুরীর—ছল-কৌশলের পারিপাট্যে সে জিতে গেল। শুধু ভোলানাথের অস্বাভাবিক দুর্ব্বলতায় আমার পরাজয়। আজ যে রকম ব্যাপার দেখ্‌লাম—ভোলানাথের কাণ্ডকারখানাতে যা'

বুঝ্‌তে পারলাম—মোদ্দা কথা কাজ যদি ওই ভাবেই চল্‌তে থাকে— তা' হলে 'কুমার-সম্ভব' আর আমার পড়া হবে না।

শেষ কালে যে এই ভাবে পড়া ছাড়তে হলো—এ' ব্যথা আর রাখ্‌তে স্থান পাব না। এত অসম্ভব—অস্বাভাবিক পতন মানুষের জীবনে হতে পারে বলে বোধ হয় না,—পুরাণে খুঁজলে যদি দুই একটি পাওয়া যায়।

চিরকাল তেজ ও গর্ব্বকে উঁচু আসন দিয়ে আস্‌চি—মাথা নীচু কর্‌তে পারি নে, অবনত হতে হলে যেন বুক মুসড়ে ভেঙ্গে পড়ে। বুঝি সেই হেতু ঈশ্বরও আমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন—যত কিছু নীচতা—রাশ রাশ অপমান—আর তার জন্যে মানসিক ক্ষুব্ধতা। কি করব—হাত নেই—যখন উপর হতে আস্‌ছে—তখন সেটা আমাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। তা' না হলে অন্য কোন আর উপায় নাই।

ঐ হোক্—আমি দিলাম 'কুমার-সম্ভব' পড়া ছেড়ে। পড়াটা ছাড়তে ইচ্ছে করে না,—এক একবার এই জন্যে যে—পড়া ছাড়লেই ভোলানাথের সঙ্গে সংশ্রব ছাড়্‌তে হবে। ভোলানাথকে বেশ জলের মত সোজা করে এনেছিলাম—এখন আবার সেই রকম জলের মত বিদায় দিতে বুকে বড় ব্যথা লাগ্‌ছে। কি করব—বিদায় ত' দিতেই হবে—ধরে রাখবার যখন আমার কোন একতার নেই।

বিশেষতঃ ওই ত' আপনার হতে সরে যাচ্ছে—তবে আমিই বা কেন সরে দাঁড়াব না। ব্যবহারের অনুব্যবহারই জগতে চলে

আস্‌ছে। একজন মন্দ ব্যবহার করছে—তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে ঠিক সংসারী পারে না—আর আপনার ভাল পাগলেও বুঝতে পারে।

আপনার ভালটা হল কি? তাইত; ভোলানাথের সঙ্গ কি আমার কোন ক্ষতি কর্‌তে পারবে? বুঝলাম না—কোনও ক্ষতি যদি নাইই হবে—তবে এমন আশঙ্কা কেন মনের মধ্যে উঠ্‌ল? এ' সিদ্ধান্ত যে মীমাংসার বাইরে।

চিন্তার চোটে প্রাণ ঝালাপালা। এর এলোমেলো উড়নচণ্ডী ভাবের হাত হতে আপনাকে রক্ষা করতে পারচি নে, এটা দুঃখের বিষয়।

মনকে এত চেষ্টা করেও সবল কর্‌তে পারলাম না। ভাব্‌নার মধ্যে আঁকড়ে পাওয়া যায় না—কোথা হতে মন এত দুর্ব্বলতার মাল মসলা নিয়ে আসে। দুর্ব্বলতার প্রাসাদে কি নিদ্রা গাঢ় হয়? সবলের কুঁড়ে ঘর কি ঘুমের একান্ত অযোগ্য। তার ছিদ্র কি এতই বেশী—যে তার দরোজা জানালা দিয়ে—হিম গিয়ে একেবারে সকল শান্তি নষ্ট করে দেয়?

অশান্তির এমন অপরূপ জীবন্ত ছবি কখনও আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করতে পারল না। সে একটার পর একটা করে আপনার প্রবাহ দিয়ে—আমাকে এমন ভাবে ছেয়ে ফেলেছে—যে আর কিছুতেই নিজেকে বেশ পরিষ্কার ভাবে খোলসা করতে পারছি নে।

খোলসা যখন কর্‌তেই পারছিনে—তখন আমার উদ্ধারের জন্তে

আর কিছু করবার মত কাজ নেই। এখন পতনের নিম্নস্তরে আমাকে গা ঢালতেই হবে। তা' ছাড়া আর কোনও উপায় দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। কিন্তু তাই বলে কি কেবলই সয়ে যাব—অত অনবরত সহাকে ত' আমি সহ্য করতে পারি নে।

নিরুপায় মানুষকে এমনই করে জব্দ করে। শত দিক দিয়ে উপায়ের একটা পথ করবার জন্যে শত চেষ্টা করছি—আর হাজার দিক দিয়ে অনুপায় এসে আমাকে ছেয়ে ফেলছে। এই অনুপায়ই আমার সঙ্গের সাথী। এতদিনে বেশ স্পষ্ট করে জান্‌তে পারলাম—ললাটলেখা—এই অনুপায়ের হাত হতে আমার নিস্তার নেই।

সুস্থিরের কথা।

এক একজন যখন এক একজনকে ভক্তি করতে আরম্ভ করে—তখন বুঝি ঈশ্বর তার ভক্তিকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পূজ্যের গুণ দেখাতে তার আঁখি বেশ স্পষ্ট করে ফুটিয়ে দেন। এ' কথাটি নিয়ে সে দিন বিজলীবাবুর সঙ্গে ঝাড়া একটি ঘণ্টা তর্ক হয়। আমি নীচ ক্লাসের ছেলে তর্কের অত 'লজিক্যাল-পইন্ট' [Logical point] না বুঝতে পারলেও নিঙড়ে এইটুকু মাত্র পেয়েছি যে তার মতে মানুষ দুটো চোখে

দেখে। তার একটাতে গুণ দেখে—আর একটা দোষ দেখ্‌তে ওস্তাদ। ভক্ত অন্ধ না হলেও সে কাণা—তাও রাত কাণা নয়—একেবারে কাকের মত এক চোখওয়ালা। অর্থাৎ তার যে চোখ দিয়ে সে দোষ দেখে—ভক্তিরূপ রামের ঐষিক বাণে সে চোখের তারা উড়ে গিয়েছে। কাজেই তাকে গুণদর্শনের চোখের তারা দিয়ে দেখ্‌তে হয় বলে—সে ভক্তপাত্রের দোষও গুণ বলে ঠাওরে লয়।

আমার মত একটু উল্টো রকমের। আমি কি বলি জান—বল্‌ব—লোকে দুই চোখ দিয়েই দোষগুণ দুটোকেই দেখতে পায়। তবে কারও কেবল দোষ দেখা—ও কারও কেবল গুণ দেখার পক্ষে কারণ এইটুকু মাত্র বলা যায়—যেমন নীলে চশমা চোখে দিলে সব জিনিষ নীল ঠেকে—যেমন পাণ্ডু রোগ হলে সব জিনিষই হল্‌দে বোধ হয়—তেমনি সুখ দুঃখ রূপ দুই রকম 'পেবলে'র আওতায় লোকে দুই রকম জিনিষ অনুভব করে।

এ' কথা ভয়ানক ভুল নয়—একেবারে মিথ্যাও নয় যে—বিজলী বাবুর সম্বন্ধে ছোড়দির গুণ দেখার তারাটি কাণা। আর ভোলানাথ বাবুর পক্ষে তার উল্টো কথাটা প্রযোজ্য হতে পারে।

কিন্তু সবই ঘুলিয়ে যাচ্ছে—হাওয়াটা বিজলী বাবুর স্বপক্ষে বেশ জোরেই বয়ে যাচ্ছিল—আমরাও ভেবে ঠিক করেছিলাম—'এইবার ছোড়দির হল পরাজয়'; কিন্তু হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় পালটা ঘুরে গিয়ে চাল বানচাল হয়ে গেল।

ভুল

ব্যাপারটি খিঁচুড়ি হয়ে ধারণ করল—যেন কিম্ভুতকিমাকার একটা ভাব। মাঝে দিনকতক ভোলানাথ বাবু কেবল ডুমুরের ফুল হইছিলেন—এই যা ফল, তাতে হল কি? শুধু ছোড়দির মনের মধ্যে একটা বিরাট ঝড় বয়ে গেল। ভগবান না করেন যেন—যে তার দ্বারা আওতা সব নষ্ট করে ছোড়দির মনের মধ্যে ভোলানাথ বাবুর কলম বাঁধা হয়ে যায়।

আজকাল আবার ভোলানাথ বাবু ঠিক আগেরই মত যাওয়া আসা করছেন। বন্ধ হয়েছে মাঝ হতে 'কুমার-সম্ভব' পড়াটা। সুতরাং এখন চলছে—কেবল বাজে গল্প—শুধু মিছে এয়ারকি। পড়াটা অনেক ছিল ভাল—কারণ তাতে একটা বিশুদ্ধ চিন্তার মধ্যে থাকা যেতে পারে। সে তার মাঝ হতে নেশা ধরিয়ে মানুষকে অন্যান্য উদ্দাম পথ হতে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। বসে বসে কেবল অমনি গল্প করাটা খুবই খারাপ—যেহেতু তার অপরূপ বিহ্বলে—আকাশ কুসুম চিন্তায় মনটা একেবারে মাটি হয়ে যায়।

মানুষ ঠিক আপনিই নষ্ট হয় না—তাকে নষ্ট করে অপর পাঁচ জনে। তাদের অপূর্ব্ব সমালোচনা একেবারে মাথা ঘুলিয়ে দেয়। হয়ত তার মধ্যে সত্যের চিহ্নও থাকে না—নয় ত তিলকে তাল করে—এই হচ্ছে তাদের কাজ। সেই আলোচনার এক ঘেয়ে আঘাতে নিন্দার শ্রুতিকটু আওয়াজে শেষকালে অস্থির হয়ে উঠে নিন্দারই আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

এ ক্ষেত্রেও হয়ে দাঁড়াবে তাই। দোষের আশ্রয় না নিলে সবাই

বোধ হয় ছাড়ছে না। আমি কাল খুবই তর্ক করেছিলাম। সকলেই আমাকে ভোলানাথ বাবুর উকিল বলে ঠাট্টা করল—কেউ বল্লে—'ফিস্' পেয়েছ কত? কিন্তু তাতে আমার কিছুই আসছে যাচ্ছে না।

মানুষের ঠাট্টায় যাদের বেশী যায় আসে—তারা ঠিক মানুষ নামের যোগ্য নয়। তাদের কি বল্‌তে হয়—আজও তাহা ভাষায় আসে নি;—অভিধান তার প্রতিশব্দ বক্ষে বহন করে না। বিদ্রুপের ওই সব কশাঘাত যারা করে—তারা একবারও ভেবে দেখেনা যে—এ' রকম ক্রমাগত ঠাট্টায় তাদের নিজের প্রাণ কি রকম করে ওঠে।

এক এক সময় যখন ঠাট্টার আঘাতে ভোলানাথ বাবু মুখ চুণ করে মেসের বাসায় বসে থাকেন—তখন কি রকম একটা তীব্র বেদনা আমার মনে হয়। ইচ্ছে করে জগতের নির্ম্মম দোষ দর্শন পটু সমালোচকগুলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করি। তাদের ভাল রকম করেই জানিয়ে দিই—তাদের কাজের দোষও লোকে ধরতে পারে—কাজ কখনও নির্দ্দোষ হয় না—একটা না একটা দোষ—যত ভাল করেই কাজ শেষ করনা কেন—তাতে থেকেই যায়।

ছি! ছি!! তোমরা কেমন করে আপনাদের মানুষ বলে পরিচয় দিয়ে মানুষের বুকে এমন আঘাত কর। একটুও কি মমতা আসে না? আঘাত করে কি এতই সুখ? ব্যথার প্রলেপ দিলে কি প্রাণ একটুও আনন্দে পুরে ওঠে না?

বলিহারি ছোড়দি! তোমার পায়ের তলায় মাথা অবনত করে

পড়ে থাক্‌তে ইচ্ছে করে। জগৎ তোমার নিন্দা করুক—ভুবন তোমার পানে ঘৃণার চক্ষে ফিরে চাক্—কিন্তু দিদি এ' দীন তোমায় চিরকালই হৃদয়-অর্ঘ্যে পূজা করবে। মানুষ ত' তাকেই বলি—হৃদয়ের দৃঢ়তা যার আছে—যে সাধারণের নিন্দাস্তুতি গ্রাহ্য করে না—আপনাকে পরের চোখে দেখে না।

সহরীর কথা।

দিন কতক থাকা গিয়েছিল—বেশ আরামে। মেজদিদি এসেছিলেন ভোলানাথও আস্‌ত। কাজেই এই দিনগুলো ঠিক আগেকারই মত চলে যাচ্ছিল। তেমনি হাসি—তেমনি কাব্য আলোচনায় আমরা ভরপুর ছিলাম। ঠিক সেই এক ভাবেই আমাদের এ'মজলিসে বড় বড় সাহিত্যিক মহারথীদের মাথা কাটা যেতে লাগল; এ' এজলাসে —পুরাণ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস হতে আরম্ভ করে—ভারতচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি, নবীন বঙ্কিম মধু হইতে আরম্ভ করে—রবি দ্বিজেন প্রভৃতি কারও নিস্তার ছিল না। সিদ্ধান্ত হত—কেহই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অর্থাৎ নিখিল দোষ বিহীন নয়।

এ' ক্ষেত্রে আমার কথা বেশ স্পষ্ট ভাবে খাট্‌তে পারে—যখন কেউই এ' জগতে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নয়—তখন আমার দিনগুলিই বা

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে কেন? কাজেই ভগবান তারও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরত্ব অতি সহজেই নষ্ট করে দিলেন। আশ্বিনের এক পবিত্র নির্ম্মল সন্ধ্যায় উকিল বাবু এসে মেজদিদিকে নিয়ে গেলেন—আমাদেরও হাসি খুসি ফুরিয়ে গেল।

আমি ভেবেছিলাম—মেজদির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সরব কোলাহলটুকু একেবারে নীরব হয়ে যাবে। আমি খাঁটি একলা হব। মন্দ কি? দু'তিন জনে কৃত্রিম একলা হতে একজনে সঠিক একলা হওয়া খুবই ভাল। যখন আমি এই রকম ভেবে আপনাকে বেশ মনের মত করে গড়ে তুলছিলাম—তখন আমার যত্নের কাছে ধরা পড়ে গেল—আমার সিদ্ধান্ত সর্ব্বৈব মিথ্যা। বিশদ কথা এই যে—মেজদিদি চলে গেলেও ভোলানাথ বাবুর চলে যাওয়ার কোনও লক্ষণই দেখতে পেলাম না।

একবার মনে হল মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তায় সময়টা কাটবে ভাল। দু'একদিন যেতে না যেতে আমার এ'ভুলটা ভালরকম করেই বুঝতে পারলাম। একজন লোকের সাম্‌নে—অথবা এক ঘরে দু'জন লোকে কথা না কয়ে চুপ করে বসে থাকা যে কত বড় শক্ত কাজ—তা' আজ আমার এই প্রথম হৃদয়ঙ্গম হল।

ভাব্‌লেও আর ধরতে পারিনে—আমাদের সেই অনর্গল কথার খেই কেমন করে হারিয়ে গেল। সে অনর্থক ঝগড়া ঝাঁটি তর্ক বিতর্ক আর তেমন সহজ ভাবে এসে কাছে ঘেঁসে না—আরাধনা করলেও আমলের মধ্যে আন্‌তে পারি নে।

মেজদি থাকতে তাঁকে উপলক্ষ্য করে আমাদের কথার ঢেউ উথলে উঠ্‌ত—তাই তখন বেশ সোজা আলাপ চলছিল। কিন্তু এখন আর সেটা হয়ে উঠছে না।

সেদিন এই নীরবতা নিজেই সহ্য করতে পারলাম না—ভোলানাথকে বল্‌লাম—'আচ্ছা, তুমি বেটাছেলে হয়ে এমন চুপ করে বসে থাকতে ভালবাস। একটা সঙ্কোচ আসে না; মনে হয় না—এমন চুপ করে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া পাপ।'

ভোলানাথ আমার কথার যা' উত্তর দিল—তাতে আমার আরও হাসি এল—মনে হল—এ' কি মানুষ?

ভোলানাথ উত্তর কর্‌ল—'কেন যে চুপ করে বসে থাকি তা' বল্‌তে পারব না,—কেবল এইটুকুমাত্র মনে হয়—এখেনে বসে থাকতে ভাল লাগে—তাই বসে থাকি, তারও কারণ সম্ভবতঃ ছোটকাল এখেনে কাটিয়েছি বলে।'

বজলীবাবুর কথা।

ভোলানাথ আবার 'বাসন্তীভিলা' যেতে আরম্ভ করেছে। এ' দিকে ত' তার বিবাহ ২১ শে ফাল্গুন। বুঝি না কেমন করে সে জ্বলন্ত আগুনকে বরণ করে নিচ্ছে।

আমি যে উদ্দেশ্যে বারণ করি—এক একবার মনে হয় সে যেন তা' বোঝে না। কিন্তু আমি তেমন স্পষ্ট করে আসল কথাটা ত' বল্‌তে পারি নে। তাতে যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকে।

বোঝেই না আবার কেমন করে বলি। সেদিন মেসে যেমন চটেছিল—না বুঝলে আমার উপর তার অতটা রাগ হতেই পারে না। অথচ বিয়েতে ত' একটা আপত্তিও উঠ্‌ল না, বেশ জলের মত সহজ ভাবে বিয়ে করতে চলেছে। কোনওখেনে বুঝি কোন গোলমাল নেই।

প্রণয়ের দেবতা য়ুরোপীয় সাহিত্যে অন্ধ। কিন্তু এই ভাবের অন্ধ—এটা আমার ধারণা ছিল না। সাহিত্যের পৃষ্ঠা উল্টালে শত শত ভ্রান্তি হাজার হাজার ভুল চোখের সামনে ঝলসে ওঠে, তার কারণ কি ঐ অন্ধত্ব? উপন্যাসে ভুলগুলি খাসা সুন্দর ভাবে সুমীমাংসিত হয়ে যায়—মিলনের সময় কোন ঝঞ্ঝাট থাকে না। বাস্তবে কিন্তু ওই জায়গাটায় যত গোলযোগ। তাতেই পূর্ব্বরাগ কি 'ফ্রি-লাভ' [free love] প্রভৃতি বাস্তবের অঙ্কে আস্তানা প্রতিষ্ঠা করলে বইএর মত মধুর হয় না। একটা না একটা গ্লানি—একটা না একটা অসঙ্গত অসম্পূর্ণতা কিছু থেকে যায়—যার জন্যে সমস্ত জীবনটা জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়।

অবসাদের ভয়ে কি কেউ নেশা ত্যাগ করতে পারে? ঠিক সেই রকম সুযোগ পেলেই মানুষ ও গুলোকে বরণ করে নেয়। ওর শেষ

ফলটার কথা একবারও ভেবে দেখতে চায় না। যেন চিরদিনের বসন্ত ঝঙ্কারে প্রাণ মন মেতে থাকবে।

আমি ত' কিছু করে উঠ্‌তে পারলাম না। এতখানি বিদ্যে বুদ্ধি নিয়ে শেষকালে একটা ছোট্ট মেয়ের কাছে মাথা হেঁট করতে হবে—এও ত' কম লজ্জার কথা নয়। সে বেশ বোঝে—সংসারের ভিতরে তার কাজের প্রতিবাদীর মধ্যে—আমিই সব। পিসিমা আমার কলটেপা পুতুল! পিসিমা আবার আজকাল হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

দেখে আমার কাল যেন বোধ হচ্ছিল—ভোলানাথের সংসর্গ ওর যেন তত প্রীতিপ্রদ নয়। তবুও আমাকে দেখাবার জন্যেই কাল জাঁকিয়ে গল্প সুরু করে দিয়েছিল—কিন্তু প্রাণের অভাবে সেটা তেমন জমাট বাঁধছিল না। এতেই বেশ ধরা যাচ্ছে—আমি সফলতার পথে কতদূর এগিয়ে পড়েছিলাম। বাসন্তী যদি না আসত—তা' হলে এ' কয়দিবসে এরা পরস্পর পরস্পরের অপরিচিত হয়ে পড়ত।

লক্ষ্যপথে একটি বিঘ্ন দেখে যারা ফিরে আসে তারা অধম যাত্রী—যারা বিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করে হেরে ফিরে যায় তারা মধ্যম যাত্রী আর যারা বার বার বাধা পেয়েও ফিরে আসে না—তারাই হল উত্তম যাত্রী। আমাকেও উত্তম যাত্রী হতে হবে। আমি ফিরব না—কাজের ফলাফল দেখ্‌ব। পারি ত' সহজ করে কাজটাকে নিজের অভীষ্ট পথে চালাতে চেষ্টা করব, শত শত বাধা বিপত্তিকে ভয় করব না,

তাদের এমন কোনও আমল দেব না—যাতে তারা আমাকে চেপে ধরতে পারে।

রামকিঙ্কর বাবু নাকি পশ্চিম প্রদেশের তীর্থ সকল দেখ্‌তে চলেছেন—পিসিমাও সঙ্গে যাচ্ছেন। ভাব্‌তে পারি নে—এঁরা কি রকমের মানুষ! গৃহে অরক্ষণীয়া কন্যা—তার বিবাহ দেওয়া দূরের কথা—তারে ফেলে চললেন—মাসখানেকের মতন তীর্থ পর্য্যটন করতে। শুন্‌ছি সে সময় নাকি বাসন্তী এসে এখানে থাক্‌বে। তবেই হয়েছে—অনাবিল এয়ারকির একটা ফোয়ারা বয়ে যাবে।

আমি ভাবি মানুষ হাস্য রসটাকে অত ভালবাসে কেন? যে রসটা কোন কাজেরই নয়—যাতে একটা মহাকাব্য বা একটা বড় জিনিষ কিছু হয় না—তাকে বড় করে নিতে নেই। আমার কাছে হাস্যরস তখন ভাল লাগে—যখন তার মধ্যে একটা করুণ অথবা একটা বড় রস বেশ ভাল করে ফুটে ওঠে।

লহরী ভেবেছে—আমি বুঝি হেরে গেলাম। তাই সে কাল ঠাট্টার কশাঘাতে হাসির ফোয়ারায়—প্রতি কথার মাঝে আমাকে জানাতে চাচ্ছিল—এ ক্ষেত্রে তার বিজয়-পতাকা কেমন সুন্দরভাবে উড়্‌ছে।

তবে তলিয়ে দেখলে ঠিক হয়ে যাবে—এখনও হার তারই আছে। আধাক্ষেপছাভাবে 'কুমার-সম্ভব' শেষ করতে হল—ভোলা-নাথের সঙ্গে পূর্ব্বের মত দ্বিধাহীন নিঃসঙ্কোচভাবে মিশ্‌তে পারছে না। এ গুলো কি তার জয়ের নিদর্শন—না আমার জয়লক্ষ্মীর

সাক্ষী। কিন্তু এতে আমি আনন্দিত নই, কেননা আমি জয়-পরাজয়ের খতিয়ান করে এ'যুদ্ধে নামি নি'। এ' ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য— তোমরা সম্পূর্ণ পবিত্রভাবে জগতের বুকের উপর বিচরণ কর। পাপের কালিমা আবিলতার মালিন্য যেন তোমাদের কেশস্পর্শ করতে না পারে।

ভোলানাথের কথা

বিয়ে জিনিষটা বড় আরামের। কি জানি বিধাতাপুরুষ কি অমৃত মাখিয়ে এই তুইটি অক্ষর সৃষ্টি করেছেন। যার নাম শুনলে— একটা অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে মনপ্রাণ মেতে ওঠে—আনন্দের অধীরতায় হৃদয় নাচতে থাকে। তা' বিয়ে অন্ত্যস্থ 'য়য়ে' একারই হোক্ (বিয়ে) অথবা শুধু স্বরের এ কারই (বি, এ) হোক্। সে মাদক দ্রব্যের মত নিজের নেশায় হৃদয় বিহ্বল করে দেয়। বিজলী কিন্তু এই বিয়েকে দিল্লীর লাড্ডুর সঙ্গে উপমিত করতে চায়। বলে—এ' দিল্লীর লাড্ডু যে খেয়েছে সেও পস্তাচ্ছে—যে না খেয়েছে সেও পস্তাচ্ছে। তবে জানিনে এ' কথাটা তার অন্যান্য সিদ্ধান্তের মতই অন্তঃসার শূন্য কি না।

একটা প্রবাদ আছে—'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি'—আমারও তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাল হবু খুড়শ্বশুর ও ভাবী মামাশ্বশুর আংটি

জুতা প্রভৃতির মাপ নিতে এসেছিলেন। আজ আবার বন্ধু বান্ধবেরা প্রীতি-উপহারের পাণ্ডুলিপি দেখাতে এনেছিল। এ'সব ব্যাপার বেশ প্রাণকে সরস করবার পক্ষে আমসত্ত্বের চাটনীর মত। আর মাঝে মাঝে মনের মধ্যে এনে দেয়—আমি বর হতে চলেছি। তাই লাগছেও মন্দ নয়। এক এক সময় মনে আস্‌ছে—মহাপাত্রের কথা যে বিয়ের বাজনা শুনলেই বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়। এতদিন এ' বিষয়ে আমার কোন 'পার্শনাল এক্সপিরিয়েন্স' (Personal Experience) ছিল না। কিন্তু কাল একটি বরকে 'প্রসেশন' করে যেতে দেখে—আমারও দেরি আর সচ্ছে না—মনে হচ্ছে দিনটা এলে হয়।

কাল বিজলী এসে কিন্তু বিয়েটাকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্যে দেড় ঘণ্টা ধরে এক বক্তৃতা ঝেড়েছে। তার বক্তৃতার ফলিত অর্থ এই—বিয়ে হল মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সংস্কার। সুতরাং সেটাকে খপ্‌ করে একেবারে আপনার করাটা ঠিক উচিত কি না—এ বিষয়ে একটা সংশয় সাধারণতঃই মনে আসে। দ্বিতীয়তঃ তুমি বিয়ে কর্‌তে চলেছ হাকিমের কন্যাকে। সে পুরুষ মানুষদের কোলে-পিঠে চড়া—অর্থাৎ এক কথায় মানুষ করা মেয়ে আমাদের মত পল্লীবাসীর ধাতে 'সুট' করবে কি না—সে বিষয়ে একটা সন্দেহ আছে। কারণ তাদের কোমলতাটুকু কম হওয়াই স্বাভাবিক। বরঞ্চ একটা দুষ্ট জেদী ঘোড়ার মত বিদ্রোহের ভাবটা ফুটে ওঠে—এবং চঞ্চলতারও যেন বুকে মুখে ছাপা আঁটা থাকে।

আমি কিন্তু উত্তর করি—"আমরা হিন্দু। সম্পূর্ণরূপে পিতার অধীন। আমাদের শাস্ত্র বলে দেয়—পিতা জীবিত থাক্‌তে সন্তানের স্বোপার্জ্জিত ধনেও অধিকার থাকে না। আমরা বিবাহ বিষয়ে পাশ্চাত্যের মত পূর্ব্বরাগ অথবা মনোনয়ন প্রথাকে তত বড় করে ধরে উঠতে পারি নে, কারণ তাতে যেন সংস্কারে বাধ বাধ ঠেকে। সুতরাং তিনি যা' করেছেন—তাই আমার নতশিরে মেনে নেওয়া উচিত।"

সে অসঙ্কোচভাবে বলে বস্‌ল—"সব বিষয়ে কি তুমি এই অভিপ্রায়ের মত কাজ করো। না এ অপূর্ব্ব মতি শুধু তোমার বিয়েকে সমর্থন করার জন্যে। ভাবলে বোধ হয় বুঝতে পারবে—পিতার আদেশের চেয়েও কাব্যের কল্পনা—তোমাকে বিয়ে করার জন্যে বেশী পাগল করেছে। আমি বলি—এ বিয়ে ভেঙ্গে দাও। পরে বুঝে সুঝে ধীরে সুস্থে একটা বিয়ে কর্‌লে চল্‌বে। বয়েসও কম আর বিয়েও ত' পালিয়ে যাচ্ছে না।"

কি জানি বিজলীর কথার মাঝে আমার ঘাড়ে কি খেয়াল চাপল—আমি একবার ঘরের চারিধারটা তাকিয়ে নিলাম। দেখি মহাপাত্র সামনে বই খুলে রেখে আমাদের পানে চেয়ে মুচকে বেশ মিষ্টি মিষ্টি একটু হাস্‌ছে। অমনি আমার মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গেল। মনে হল—সবাই ভাবে—আমি বিজলীর ইঙ্গিতের পুতুল। এ' কথা মনে হতেই নিজেকে সাম্‌লাতে পারলাম না। একটা কেমন জোরের উপরই বলে বস্‌লাম—'দিবি যে চ মর্ত্ত্যা দেবতা' আমি

এমন পিতার মনে কষ্ট দিতে পারব না। বিশেষতঃ সেদিন দিদি মারা গেছেন। মার মনটা বড় খারাপ আছে—এ' সময়ে বিয়েতে একটা বাধা তুলে তাঁর সেই আহত মনের উপর আর এক তরফা আঘাত করতে পারব না।

'তা' বেশ'—এই ছোট্ট খাট্ট উত্তর দিয়ে সে সেখানে হতে উঠে গেল। মহাপাত্র এ' দৃশ্য দেখে একটু রসান দিয়ে তার ঠাট্টার দ্বারা সাধা উঁচু গলায় বল্‌ল—'বেশ জব্দ করেছ। বাছাধনকে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে কেমন শান্ত ছেলেটির মত ফিরতে হল।' কেন জানিনে—মহাপাত্রের এ' পক্ষটানা কথা তখন আমার ঠিক আর ভাল লাগল না। আমি অপ্রসন্ন মনে চুপ করে নিজের বিছানায় বসে থাক্‌লাম।

আমায় চুপ করে থাক্‌তে দেখে মহাপাত্র জিজ্ঞাসা করল—'পাত্রী কি ছোড়দি না কি?'

ছ্যাঁত করে বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। অ্যাঁ ছোড়দির কি তাহলে আমার বিয়েতে পাত্রী হওয়ার যোগ্যতা ছিল—প্রাণটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল—আর ঠিক ভাবতে পারলাম না। একটা কেমন বিভোর ভাব এসে মনের সমস্ত স্ফূর্ত্তিটুকু জল করে দিল। আস্তে আস্তে বিছানায় শুয়ে পড়লাম—জান্‌তেও পেলাম না—কখন বিরামদায়িনী নিদ্রা আপনার কোলে আমাকে টেনে নিলেন।

সুশ্মিরের কথা।

ভোলানাথ বাবুর বিয়ে হয়ে গেল। এখন ছোড়দির বিয়েটা হলেই পিসিমা ও বিজলী বাবুর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে—চাষাড়ে কথায় বললে—বলা যেতে পারে—ঘাড় হতে ভূত নেমে যায়। তোমরা বসে বসে ভাবছ—জল্পনা কল্পনা করছ—উপায় অনুপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হচ্ছ—এ'দিকে বিষয় ত' জলবৎ তরল। এই সব দেখলে বোঝা যায়—বাঙ্গালী হাতে কাজ না থাকলে ঠানদিদির বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

ভোলানাথ বাবুর বিয়ের মত ছোড়দির বিয়েটা বোধ হয় অত সহজে শেষ হয় না। কেন বল্‌তে পারি নে—হঠাৎ বিয়েটা পিছিয়ে যাওয়ায় আমার এই ধারণাটা আরও বদ্ধ মূল হয়েছে। এর জন্যে আমি বল্‌তে চাচ্ছিনে—ছোড়দি তত বিশুদ্ধ নয়; কারণ সে রকম সিদ্ধান্তে পৌছানোর মত এখনও কোন হেতু পাইনি। মিছে করে যুক্তিহীন কথায় একজনকে দায়ী কর্‌তে যাওয়া ভয়ানক অন্যায়।

আশ্চর্য্য হওয়ার কোন কারণ আছে কি না বল্‌তে পারি নে—তবে আমি নিজে আশ্চর্য্য হই যে—মানুষে এই অন্যায়টিকে আরও বেশী করে আপনার করে নিয়েছে! তাতে যেন তাদের কোন লজ্জা কোন সঙ্কোচ নেই।

জগতটা দাঁড়িয়ে রয়েছে—আমিত্বের উপর। তাই সেই আমিত্বের

অভিমানে ঘা লাগ্‌লেই তাকে একটা কিছু করতে হয়—সে কাজ উচিতই হোক্ আর অনুচিতই হোক্—তা যেন তাকে দেখার আবশ্যক করে না। চেয়ে দেখ্‌ছি পৃথিবীর প্রায় সাড়ে পনেরো আনা লোকই এই ধারার মতে কাজ করে। দু' একজন অন্য দিকে গেলেও সাধারণের চোখে তারা যেন দুনিয়ার বার হয়ে দাঁড়ায়।

কাল থেকে শুন্‌ছি—ছোড়্‌দির শরীরটা তত ভাল নয়। আর এ ভাল নয় সম্বন্ধে অবিশ্বাস করারও যো' নেই—কেন না শারীরিক বেদনার চিহ্ন তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে; কিন্তু আমাকে আশ্চর্য্য করে দিয়েছে—যে এতেও এ' বাড়ীর স্বাভাবিক নিয়মের কোন ওলট পালট ঘটে নি'। যা' যেমন ভাবে চলে আসছিল—এখনও তা' ঠিক সেই ভাবেই চলে আস্‌ছে। ব্যতিক্রমের নাম গন্ধ নেই। পিসিমার সেই ঝগড়া গালাগাল—দান ধ্যান, রামকিঙ্কর বাবুর মান্ধাতার আমলের মত খাওয়া দাওয়া—আফিস যাওয়া আর নিজের তেতলার ঘরটিতে চুপ করে বসে থাকা, ছোড়্‌দিদিরও আগের মত সুযোগ পেলেই—গান কবিতা—ঠাট্টা তামাসা - হাসি-রাশি। মাঝ থেকে আমি যেন কূটস্থ চৈতন্যের মত এ সব দেখতে পারছি নে।

কেন জানিনে—ছোড়্‌দির অসুখটাকে এরা তেমন কেয়ার করছে না। রামকিঙ্কর বাবু কাল এক দাগ হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিয়েই যেন পিতার কর্ত্তব্যের হাত হতে খালাস হয়েছেন। আর ওষুধ পত্র পথ্যাপথ্যের কোন খবর নেই। এরা কি? বিচার বিবেচনা বোধ

হয় এদের জন্যে নয়। আমি দেখি—আর ভাবি—এদের সিন্দুক বোঝাই টাকা পয়সা থেকেই বা লাভ কি ?

প্রায় দেখতে পাওয়া যায়—যাদের টাকা আছে—তারা তার ব্যবহার জানে না, আর যারা সদ্ব্যবহার করতে চায় তাদের আসলে জিনিষটারই অভাব হয়ে দাঁড়ায়। এই সব দেখে আমার মনে হয়—সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যে বলে থাকেন—'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। অন্ততঃপক্ষে রামকিঙ্কর বাবুর বাড়ীর অবস্থা দেখে তাই বোধ হয়। রামকিঙ্কর বাবুর স্ত্রী জীবিত থাকতে এত বিশৃঙ্খলা ছিল না।

মানুষ বিয়ে করলেই বদলে যায়। কথাটা যদিও সত্য যুগের আমল হতে সত্য—তবু সেটা যে এত স্পষ্ট তা আমার জানা ছিল না। ভোলানাথ বাবু আজ পনেরো দিন কলিকাতায় এসেছেন। সেদিন দেখ্‌লাম—শিবপুরের ট্রামে দাদাশ্বশুর বাড়ী যাওয়া হচ্ছে—আর এ দিকে আসবার একবার অবসরও হয় না। ছোড়দিদি বোধ হয় জানে না যে - ভোলানাথ বাবু বিয়ের পর এত শীঘ্র কলিকাতায় এসেছেন। তাহ'লে একবার তাঁদের মেসে যাওয়ার হুকুম হত। কিন্তু এবার আর আমার হুকুমে হাজির হওয়ার ইচ্ছে নেই।

এত আদা যাওয়া কি করে মানুষ দুদিনে একরত্তি একটা মেয়ের জন্যে ভুলে যেতে পারে—সংসারে সব দিক হতে বিদায় নিয়ে একদিকে ঝুঁকে পড়ে। ইহা ঠিক কেমন করে ঘটে ভেবে পাই নে! মনের মধ্যে

সন্দেহ আসে সাতটি কথার বন্ধুত্ব এদের কারও কথা কি না? মানুষের অবনতি মেয়ে মানুষের হাতে চরম হয়ে ওঠে। যখন একটি ছোট্ট মেয়ে এসে যুবকদের হুকুমে চালাতে থাকে—তখন যে তারা কেমন করে শান্ত টাট্টু ঘোড়াটির মত চলে তা অনুমান করে নেওয়া যায় না, ইহাই মনুষ্যত্বের অপমান।

বিয়ে ত করেছে একটা দশ বছরের মেয়ে। না জানি বড় বিয়ে করলে কি হত।

রামকিঙ্কর বাবুকে সেদিন ছোড়দির অসুখের কথা বললাম। তিনি উত্তর কর্‌লেন—"তাইত সুস্থির—কি করি বল ত? ও যে কেমন ধাতের হল—তাত বলতে পারিনে—পরের ঘরই বা কেমন করে করবে?"

আমি বল্‌লাম —"পিছনের ভাবনাগুলো ছেড়ে দিন। শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে বিয়ে হলে ছোড়দির কোন কষ্ট হবে না। কিন্তু আপাততঃ ওর সেরে ওঠার দরকার ত?"

"হাঁ—তাইত বাবা, একটা সৎ পরামর্শ দাও দেখি। কি করা যায়? দিদিরে দিয়ে ত' লোকের শরীর গতিক ভাল মন্দ দেখা চলে না। আমি এটা লহরীর অসুখ ধরা পড়ার আগ্‌ হতেই বুঝতে পেরেছি—ওর শরীর ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়। ওষুধ দিচ্ছি নে—তার কারণ আমি ওষুধটাকে তত বড় করে মানি নে। আসল জিনিষ যা সেবা ও শুশ্রূষা সে দুটিরই যে একেবারে অভাব।"

আমি বুঝতে পারলাম—এই নীরব লোকটি কাউকে কিছু না বললেও—নজর দিয়ে সব দেখে যান। খানিক আগে যে তাঁর উপর ঝাল ঝেড়েছি—তার জন্যে মনটা লজ্জায় নত হয়ে গেল। ভাবলাম যে মানুষ কথা না বলে সংসারের সব অত্যাচার অবিচার আবদার সহ্য করে, দেখে, আর চুপ করে আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বসে থাকতে পারে—সে কত মহৎ?

সেই মহত্ত্বের কাছে মাথা অবনত করে ধীরে ধীরে বল্‌লাম—"মেজদিকে কিছুদিনের জন্যে আন্‌লে হয় না?"

"হাঁ, তোমার প্রস্তাবটা যুক্তিযুক্ত বটে; আচ্ছা ভেবে দেখ্‌ব।"

লহরীর কথা।

আমি ভাবি—কি ভাবি? ঠিক বল্‌তে পারব না—যে কি ভাবি। তবে এক'থা খুবই সত্য যে একটা কিছু ভাবি। সে ত' মানুষ মাত্রেই ভাবে। তা' হলে সে ভাবনায় ত' আমার নিজের কিছুই বিশেষত্ব নেই। তবে ওরা সকলে আমার পানে কটমটিয়ে চায় কেন?

বাস্তবিক ভাবলে তলিয়ে যেতে হয়—আমি কি পৃথিবীর সব অনিয়ম জড় করে বিশ্বের মাঝে এসেছি। হবেই বা; তা না হলে সংসারের একজনও আমায় ভাল বাসে না কেন? জগতের যাবতীয় লোকের একজন না একজন প্রিয়পাত্র আছে—আর সেই প্রিয়-

পাত্রেরা তাকে প্রাণ খুলে ভালবাসে—যারা জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে তার উত্তর জীবনটাকে মনোহর করে তোলে।

কিন্তু আমার সে লোক কোথায়? যার একটি কথার মধুর ঝঙ্কারে—যার একটুখানি মৃদুল স্পর্শে আমার তৃষিত তপ্ত জীবন শীতল হবে—যার স্নেহে হৃদয় সরস হবে। আমার সে লোক কি ঈশ্বর আজও সৃষ্টি করেন নি?

পিসিমার ব্যবহার আমাকে বড়ই বিরক্ত করল। কি করি—নিরুপায়! অসুখে আমার মেজাজটা আবার খিটখিটে হয়ে পড়েছে। কিছুই সয় না। বিশেষতঃ চিরদিনই আমি সহিষ্ণুতার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি—এখন তাতে আবার চরমে চড়েছি। পরশু দিন একটু ঝগড়া হয়ে গেল। আজও আবার পিসিমা সেই তল্লাসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আজ আর আমার ঝগড়া করতে ইচ্ছে হচ্ছে না—সরে সরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু যে রকম মেঘ—বৃষ্টি যে এক পসলা হবে—তাতে আর কোন সন্দেহই নেই।

সুস্থির 'ডেলটানগঞ্জে' গিয়েছে মেজদিকে আনতে। দু'দিন একটু জিরুতে পাব, বকুনিটেও খেতে হবে না। বলিহারি মেজদিকে, বক—ঝক—কোনও বিকার নেই—পাহাড়ের মত নিশ্চল—যোগীর মত স্থির।

কিন্তু আমার কুষ্টির ফল ওরকম নয়। চিরদিনটা স্থিরতা ও ধীরতাকে বিদায় দিয়ে চঞ্চলতা ও অসহিষ্ণুতাকে বরণ করতে ভালবাসি। বনছেও না বোধ হয় ঠিক ঐরূপ একই কারণে।

ভুল

লোকের যেটা ভাল আমার সেটা খারাপ ; আর আমার যেটা ভাল কাজে কাজেই সেটা লোকের পক্ষে খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জীবনের সময়গুলো বড় দীর্ঘ হয়ে পড়েছে—যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। আজ একখানি বই খুললাম—কিন্তু আর পড়তে ভাল লাগে না। পড়তে গেলেই সাবেক কালের সেই দিনগুলো মনে পড়ে। কি সুন্দর ছোট কাল। কোন ঝঞ্ঝাট নেই। গোলমালও যেন গোলমাল করতে ভয় পায়। কেমন কাট্‌ত দিনগুলি। 'কুমার-সম্ভব' পড়তে সে কত উৎসাহ—আর সে কত কলঙ্ক যে—ভোলানাথের কাপুরুষতায় বই পড়াটা বন্ধ করতে হল।

জীবনে ওই আমার প্রথম নিন্দা যে বাধা পেয়ে কাজকে ভয় করলাম। কিন্তু যিনি সব জানেন—তিনিই জানেন এতে আমার দোষ কতটুকু। একলা ত' আর 'কুমার-সম্ভব' পড়ার মত বিদ্যে নেই—যে ঘরে বসে পড়্‌ব। পরের সাহায্যের দরকার ছিল—তাই সাহায্যে খুব হল।

পুরুষ অনেক দেখেছি—কিন্তু ভোলানাথের মত আর দুটি দেখি নি'। মেজদি কিন্তু সেদিন বলছিল—বাঙ্গালীর উগ্‌লান ছবি। আমি অতটা মনে করতে পারিনে। বাঙ্গালীকে অত ছোট করতে আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে। তার ওপর বিজলী বাবু সুস্থির এরাও ত' বাঙ্গালী! যদিও আমি ভোলানাথকে ভাল বাসি—

অ্যাঁ ভোলানাথকে ভালবাসি? না-না আমি তাকে ভাল বাসিনে—তাই কি হয়?

বেশ হবে নাই বা কেন ? জগতের সকলেই ত সকলকে ভাল বাস্‌তে পারে। এতে আর দোষ কি ? সার্ব্বজনীন ভালবাসা কারও 'রিজার্ভ' করা জিনিষ নয়। সকলে নিন্দা করুক্ আর যাই হোক্ আমি তাকে ভালবাসি।

না—না—না ; এ' কোন্ দেশী কথা ! আমি কি তাকে ভাল বাস্‌তে পারি ? মর্ত্তের ভালবাসা যে দেনার বদলে পাওনার অভিলাষ করে। তার কাছে যে আমার কিছুই পাওনা নেই—তারও ত' কিছু দেওয়ার অধিকার নেই। তবু আমি তাকে ভালবাসি—এ কথা যেন কে আমার অন্তর ভেদ করে বলে দিচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও বলতে চাচ্ছে—এ অতি অসম্ভব। অসম্ভবই বা বলি কি করে ? সেদিন পিসিমা যখন ভোলানাথের নিন্দা কর্‌তে সুরু করলেন—তখন সেখানে বীরের মত দাঁড়িয়ে তা' ত' ঠিক বরদাস্ত করতে পারলাম না।

আর একটা ঘটনাতে বড় জ্বালাতন হয়ে গেলাম। এক আধ সময় মনে আসে—আমার কি চারখানা হাত গজিয়েছে - না কপালে একটা চোখ ফুটেছে—তাই এত লোক দেখতে আসে। এই সেদিন রায় মশায় দেখতে এসেছিলেন—আজ আবার শশাঙ্ক এসে হাজির। এখন বড় হয়েছি—আর ফাঁসীর হুকুম পাওয়া আসামীর মত যেমন তেমন ভাবে যার তার সামনে যেতে কষ্ট হয়। আপনিই নবমী পূজার বলির পাঁঠার মত কাঁপুনি ধরে। জানিনে আর কতদিন এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে ? এ' কি সঙ্গের সাথী, নিস্তারের

উপায় বলে দিয়ে কেউ কি ব্যথিতের প্রাণভরা আশীর্ব্বাদের অংশ নিবে না ?

পছন্দ—পছন্দ—পছন্দ ! আমায় যদি তোমাদের পছন্দ নাই-ই হয়—তবে গুষ্টিশুদ্ধ এসে দেখলেই কি পছন্দ হবে ? ওগো, আমি জগতের সামনে কর জোড়ে প্রার্থনা করছি—আমায় কাউকে পছন্দ করতে হবে না। তোমরা আমায় খালাস দেও। আমি না হয় গার্গী প্রভৃতির মত ব্রাহ্মবাদিনী হয়ে চিরকাল বই পড়ব।

ভোলানাথের কথা।

আপন মনে ছিলাম ভাল। মহাপাত্র মাথাটা খেয়ে দিল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই বিয়ের অতটা স্ফূর্ত্তি গল্পের লুচী জল হওয়ার মত জল হয়ে গেল। কেমন একটা বেদনা বুকের ভিতরে জমাট বাঁধল—যে তার জন্যে সমস্ত জীবনটাই ভার-ভার ঠেকছে।

মানুষের মাথার মধ্যে শত অসম্ভব সম্ভব হয়ে ওঠে কেন ? এত উদ্ভট কল্পনা নূতন হয়ে তাকে জ্বালা দেয় কেন ? এ কি তীব্র হৃদয় ভরা তাপ—এ' কি মানবের বুকে জ্বলন্ত অভিশাপ। না—আর এমন পলে পলে পুড়তে পারছি নে। রাবণের চিতার মত এ ধিকি ধিকি নিভন্ত আগুনে ঝলসে দেবে—পুড়িয়ে মারবে না। জ্বালা জীবনের সাথী—জীবন অফুরন্ত—অনন্ত প্রবাহময়।

আমি নিজের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে থাকি ভাল। হোক্ না তাতে অসম্পূর্ণ জীবন। তাতে তোমাদের কি আসে যায়। কেন তোমরা মিছে সে অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করে দিতে এসে—আমার জীবনটাকে হতাশাময় করে তুলছ। মানুষকে কোন যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না—আর একজন যদি মাঝে পড়ে কল্পিত জ্বালা যন্ত্রণার ভাগ সকলকে বাঁটোয়ারা করে না দিত। একবারও লোক ভেবে দেখতে চায় না – তারা এ' বণ্টনের প্রকৃত অধিকারী কি না?

বিজলীর কথা—বিজলীর ভাব ত' ঐ সন্দেহকে আব্‌ছায়ার মত অনেক দিন মনের মধ্যে তুলে দিইছিল। কিন্তু লোকের উত্তেজনায় মানবের উৎকট সমালোচনায়—আমাকে এমনি করে তুলেছে—যে আর কিছুতেই আমার মন ওর কোন কথা মানতে চায় না। ওর প্রতি কথার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আমার মন যেন খুব সজাগ হয়ে পড়েছে। যদিও কথায় ও কাজে আমি বড় বেশী স্পষ্ট করে ওর বিরুদ্ধবাদী বলে আপনাকে ঘোষণা করতে পারছিনে—তার কারণ—আমি মানুষটা কিছু নরম ধাতের। গরম হতে গেলেই—মগজের মধ্যে কিসের একটা ঝঞ্ঝনা আসে—শরীর এলিয়ে পড়ে—আর গরম হওয়া হয়ে ওঠে না।

মহাপাত্র মেসে আমার বন্ধু ছিল। এই কি বন্ধুর ব্যবহার? যদিও ছোট্ট করে একটা কথা বলেছে—কিন্তু তবু সে জানে না—তার ত' বোঝবার মত ক্ষমতা নেই—যে তাতে আমার মাথার মধ্যে কি

আগুন জেলে দিয়েছে। সে যে প্রস্তাব উত্থাপন করল—তার সমর্থন করে বিজলী আবার আমার মাথাটা চিবিয়ে খেল।

বিয়ের পর প্রথম যেদিন কলিকাতায় আসি—সেদিনের মানসিক অবস্থা আমাকে পাগল করে তুলেছিল। সেই দিন হতে মাঝে মাঝে মনে ওঠে—আমি ছাড়া আমার বুঝি আর কেউ নেই।

শ্বশুরালয় না যাওয়ার জন্যে পিতাঠাকুর মহাশয় বিরক্ত হ'লেন—মন্তব্য প্রকাশ করলেন—আজকালকারের ছেলেরা অবাধ্য, জানলেন না—ভেবে দেখলেন না—ছেলের মানসিক অবস্থা শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার উপযুক্ত কি না? এলাম ত' ওই অবস্থায় কলিকাতায়। মেসের ছেলেরা ঠাট্টা আরম্ভ করল—বোধ হতে লাগল যেন গায়ে ঝাটার বাড়ি পড়ছে।

ভাবলাম—যাই একবার 'বাসন্তী-ভিলা'—সেখেনে গিয়ে প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা করি। উঠলাম—চাদর কাপড় নিয়ে। ঘড়ির পানে চেয়ে দেখি বেলা [illegible]। খাওয়ার ঘণ্টা পড়ল—আর যাওয়া হল না।

বৈকালে শর্ম্মা[illegible] হাজির। জানিনে—সে আমার বন্ধু না জীবনের ধূমকেতু [illegible]ক্ তবু তাতে আমাতে এমন ওতপ্রোত ভাবে মিলেছিলাম—যে আমি না হলে তার চলে না—সে না হলে আমারও চলে না।

সে এসেই বিজ্ঞের মত গম্ভীর ভাবে আমার মুখের পানে খানিক

চেয়ে রল—তারপর কোন্ অস্থিরতার তাড়নে অধৈর্য্য হয়ে সটান বলে উঠ্‌ল—'চলো একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।'

আমার মেসে যেন শত বৃশ্চিক তাকে কামড়াচ্ছে—এখেন থেকে বেরুতে পারলেই সে বুঝি হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। এইভাবে আলনা হতে পাঞ্জাবীটা গায়ে টেনে ফেলে দিল—বলল—'চট করে জুতোটা পায়ে দিয়ে নাও।'

তার কথামতই মেস হতে বেরিয়ে হ্যারিসন রোডের ট্রামে উঠ্‌লাম—শিবপুরের টিকিট দুইখানা নিল। আমি বল্‌লাম—'শিবপুরে যাব না।' বিজলী উত্তর দিল—'দোষ কি?'

'বাড়ী হতে এলাম—শরীরটে ঠিক হয়নি, ভাল লাগ্‌ছে না।'

দুইজনে আর কথা নেই। চল্‌ছিই—শিবপুরে যাবনা—তবুও চল্‌ছি। লক্ষ্যবিহীন ভাবে রাস্তার দুধারে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছি—দেখি সুস্থির বড় বাজার হতে আস্‌ছে। নামবার জন্যে প্রাণটা কেমম করে উঠ্‌ল। দাঁড়াতেই বিজলী হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে মুখের পানে কেমন তীব্রভাবে ফিরে চেল। আমি কি করি পথের পানে আর একবার তাকিয়ে দেখ্‌লাম—সে বুনো মেষের মত হন্ হন্ করিয়ে চলেছে। তখন অগত্যা নিরুপায়ের মত অসহায় ভাবে বসে—তার দিকে তাকালাম। সে একটু মৃদু অথচ স্নিগ্ধভাবে হেসে জিজ্ঞাসা করল—'উঠে দাড়ালে যে ছারপোকা কামড়াচ্ছে?'

'না, ছারপোকা কামড়াচ্ছে না। একটা খুব বড় অন্যায় হয়েছে।

'বাসন্তী ভিলাতে' একবার যাওয়া হয় নি'। হ্যারিসন রোড দিয়ে সুস্থির গেল—তাকে দেখে মনে হল—তাই নামব বলে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।'

'খুব বড় অন্যায় বোধ হয় হয় নি'। তা যাই হোক্ নাম্‌বে কি রকম? পয়সা দিয়ে টিকিট কেনা হয়েছে না?'

'আমি শিবপুর যেতে পার্‌ব না'।

'আমি ত' আর অন্য যায়গায় যেতে বলছি নে। চল অনেক দিন পরে 'বন্ধু-নিলয়ে' একবার যাওয়া যাক্।

'না—তা' হবে না। যেটা একবার ছেড়েছি—সেটা আর নয়। আমি কোনও রকমে শিবপুরে যাচ্ছি নে'।

'বেশ, তবে শিবপুরে যেওনা। চল গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসা যাক্।'

'সে মন্দ নয়'।

এর মধ্যে ট্রাম হাওড়া-ব্রিজ জংসনে এসে দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লাম। সেখেন হতে হাঁটতে হাঁটতে এসে বসলাম নিমতলার ঘাটে। ঘাটের উপর বসে সুখ দুঃখ সম্বন্ধে অনেক তথ্য মীমাংসিত হতে লাগল,—অবশ্য হাস্য রসের রঙ্গে রঞ্জিত করে। হঠাৎ সে হাস্য রস-রঞ্জিত মুখ গম্ভীর করে বলে উঠ্‌ল—"দেখ, অপ্রিয় সত্য হলেও বন্ধুতার খাতিরে একটা কথা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি।"

'অপ্রিয় সত্য' কেমন একটা ভয় হ'ল। ওর অপ্রিয় সত্য ত'

'বাসন্তীভিলা' নিয়ে। আমি হাঁ করে তার দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। যা ভয় করছিলাম—তাই। কত কথা—কত যুক্তি—কত লেক্‌চার দিল। সব মনেও নেই—কাণের ভিতরে ঢোকেও নি'। মোটের উপর তার সার হচ্ছে—'আমার 'বাসন্তীভিলা' যাওয়া উচিত নয়—তার ফলে একটা বড় পরিবারের মস্ত ক্ষতি হবে।'

এতদিনে কথাটা ছিল—'তোমার ভালোর জন্যে বল্‌ছি।' আজ সেটা রূপান্তরিত হ'য়ে এসে দাঁড়াল—'একটা বড় পরিবারের মস্ত ক্ষতি হবে।' আজেই আমার পক্ষে তর্কগুলো এবারে মুক।

এক পক্ষের তর্কের বাঁধন শিথিল হয়েছে—আর এক পক্ষ নবীন পথে নব যুক্তিতে বেশী বেশী চলেছে। ফলে আমি শ্রান্ত হয়ে-পড়লাম। বাধ্য হলাম—প্রতিজ্ঞা করতে—সহজে আর 'বাসন্তী ভিলা' যাচ্ছি নে।

বিজলীবাবুর কথা।

অনেক অনেক বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছি—কিন্তু যাত্রাটা এমন বিফল আর কখনও হয় নি'। বিয়ে করে বর ফিরছে—না—দণ্ডের হুকুম পাওয়া আসামী আস্‌ছে—সেটা অনুমান করে নেওয়া যায় না।

ধর্‌তে পার্‌লাম্ না—হঠাৎ তার অত সরল সহাস মুখখানা বিকৃতভাব ধরল কেন? বিয়েটা 'পোষ্টপণ্ড' রাখার জন্যে যেদিন তর্ক করি—সেদিনের ভোলানাথ আর বিবাহিতা ভোলানাথ যেন দুইজন লোক।

এর মধ্যে কি কিছু হয়েছে? অসম্ভব। আর বিয়ের আগে ত' সে 'বাসন্তীভিলা' যায় নি'। না—এখেনে আমি ভুল করছি—সে 'বাসন্তীভিলা' গেলেও লহরী কখনও ছোট হবে না।—সে কিছু নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাবে না। আপনার মনকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হচ্ছে—কেন এত নীচ সন্দেহ মনের মধ্যে উঠ্‌ল।

যেমন আবাদের দোষে উর্ব্বর ভূমি কাঁটায় ভরে যায়—তেমনি শিক্ষার দোষে একটা মহৎ হৃদয় নষ্ট হয়ে গেল। ওকে যদি প্রথম হতে মেয়েমানুষের মত গড়ে তুলা যেত—তা'হলে জগতের বুকের উপর একটা আদর্শ সৃষ্টি করতে পার্‌ত। সকলে ভাবে আমি বুঝি লহরীকে মোটেই দেখতে পারি নে। সেটা মিথ্যা কথা! তবে বোধ হয়—আমার সদুদ্দেশ্যটা ভালভাবে ফোটাতে পারছি নে।

আজ ৭১ নং মেসে গিয়েছিলাম। ভোলানাথের মুখের পানে চেয়ে দেখি—তার চোখ মুখ বসে গিয়েছে—যেন একটা অমীমাংসিত বিকট চিন্তার ছবি—তার মুখে আঁকানো আছে। মোটের উপর নব-বিবাহিতের এ'রকম হওয়াটা আদপেই প্রার্থনীয় নয়। কোথায় সে বিয়ের জলে ফুলে পড়্‌বে—না ক্রমে বৃষকাষ্ঠেরমত শুকো হয়ে যাচ্ছে।

আজ তারে কলে কৌশলে গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। অনেক কথাই হোল—কিন্তু আমার কথা সমর্থনের মত কিছুই ত' পেলাম না। বিয়ের রাতে বাসর ঘরে ভিন্ন আজও ভোলানাথের সঙ্গে লহরীর দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নি'।

আচ্ছা—সত্যই কি ভোলানাথের পতন সুরু হয়েছে। তা'হলে লহরীকে শত শত ধন্যবাদ দিতে হবে। বিয়ের দিনে তাকে যা' দেখ্‌লাম—তাতে যেন বোধ হল উৎসাহশক্তি মূর্ত্তিমতী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কিনা কনের বাড়ীর নিমন্ত্রিত, আরও বেশীর ভাগ মজার বিষয় এই যে—বাসরে সকলের চেয়ে ওর গলা হতেই যেন বড় বেশী করে আনন্দের সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। তার হাসির গল্প আর গান বাসরসঙ্গিনীদিগকে ও বরকে খুব সরস করে তুলেছিল।

আমার সন্দিগ্ধ মন বরাবরই ওর ক্রিয়াকলাপের উপর নজর রাখছে। কিন্তু ভোলানাথের এক দশমাংশ বিমনা বলেও ত' ওকে বুঝাতে পার্‌লাম না। এই বৈচিত্র্যময় জগতে মনগড়া সিদ্ধান্তকে অনেক সময় ঠিকের পথে দাঁড় করান যায়না। তার কৃত্রিমতা বুঝি অনায়াসেই লোকের চোখের সামনে ধরা পড়ে।

আমার সন্দিগ্ধ মনটাকে কিছুতেই নিঃসন্দেহ করতে পারছি নে। এক এক সময় মনে হয়—লহরী হাসি দিয়ে দুঃখটাকে ঢেকে রেখেছে। কিন্তু তার অনুকূল বা প্রতিকূল কোনও এমন যুক্তি খুঁজে পাই নি।'

লহরীর উপর মনের ধারণা যাই হোক্ না কেন?—তার কাছ

হতে এ' ঘটনার কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় না। কিন্তু ভোলানাথকে দেখলে মনে হয় যে—এ' ঘটনার যবনিকা এখনও পড়ে নি।'

সামান্য একটা কথা তর্কের আইনে বিচার করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম—'বাসন্তীভিলা তার যাওয়া উচিত নয়। তবু সে তা' স্বীকার করতে চাবে না। একটা কথা বল্‌তে—বক্তব্যের পূর্ণবিকাশ করতে এর আগে কখনও আমি এত বাজে বকি নি।'

শুধু এই একটি কথার প্রস্তাবনা আমাকে ট্রামে—গঙ্গার ঘাটের পথে ও গঙ্গার ঘাটে সর্ব্বত্রই করতে হয়েছিল। যদিও অবশেষে কাজে সফলতা লাভ করতে পেরেছি কিন্তু তার জন্যে অনেকটা পরিশ্রম—অনেকটা বেশী বাগ্‌জাল প্রকাশ করতে হ'ল।

আমায় একটু হৃদয়হীনের মত ব্যবহার করতে হয়েছে। কি করব—উপায় ছিল না। ভোলানাথ যখন কাতরভাবে বলল—না ভাই, আমায় দিয়ে আর প্রতিজ্ঞাটা পর্য্যন্ত করিও না—অতদূর আমি পেরে উঠ্‌ব না। সে কাতরতা—সে বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি দেখে আমারও চোখে জল এসেছিল। আগেই ত' বলেছি—আর অন্য পথ নেই। এতদূর এগিয়ে আর পিছনও উচিত হয় না। এ' সব কাজে একটু শক্ত না হলে—শেষ নষ্ট হয়ে যায়।

যা' হোক্ অবশেষে ভোলানাথকে প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য করি। যদিও সে প্রতিজ্ঞার মধ্যে একটা নৈয়ায়িকের অবচ্ছেদকতা সিঁধ করে দিয়েছে - তবুও তারপর হ'তে আর যেন সে তেমন সহজভাবে আমার পানে চাইতে পার্‌ছে না।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমার এমনই মনের বল দেন—যাতে লোকের উপকার করতে গিয়ে, হাসিমুখে তাদের অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভার বয়ে যেতে পারি।

উপকারের প্রতিদানে অপকার যেন মনের মধ্যে অপমান আনে না।

লহরীর কথা।

মেজদি এসেছেন। অসুখের যন্ত্রণার মাঝে তাঁর মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলো ক্ষতের গায়ে মালিশের মত কাজ করবে ভাল। তাই অতিরিক্ত আনন্দে প্রাণ পুরে উঠেছে। তবে আনন্দটা কি রকম? আপাত আনন্দ হলে—কিন্তু পরিণামে পরিতাপ অবশ্যম্ভাবী। আমি বেশ ভেবে দেখ্‌লাম—সংসার আমার জন্যে নয়। ব্রহ্মবাদিনী হতেও পারব না—হওয়াও কষ্টকর। কারণ দেশের সকল অবস্থার মত সমাজের অবস্থাও অতি সঙ্কীর্ণ।

নানান্ রকম ভেবে চিন্তে আজ আমার মন বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ক্লান্তির অবসাদে তাই সে যেন আজ আমার কাছে ছুটি চাচ্ছে। আমিও ছুটির-উমেদার মনের সহায়তা করতে চাই। তা' হলে বোধ হয় নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে।

বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করা অতি সহজ। ভেবে দেখ্‌লে

তার মূলে দু'টি কথা বৈ ত' নয়। কিন্তু এ' সংসার কথার দ্বারাই চলছে। এখেনে মানুষ কথা গেঁথে গেঁথে করতালি নিতে চায়। এই সকল দেখে শুনে—এই সিদ্ধান্তে পৌছন যায়—যে—কথাই জগতের প্রাণ। সুতরাং অনর্গল বকে—মিছে ইয়ারকিতে কথার বাজে খরচ করতে নেই।

হিসেবী লোক সেই জন্যে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে তারা কথাটা বলার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও ভাবে—এই কথাটার মানে ঘুরে গিয়ে এই রকম দাঁড়াতে পারে। তারা মানুষ নামে যত বড়ই হোক্ না—তবুও তাদের হৃদয়টা অতি ছোট। ঠিক যেন হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাটুকু মানুষ জড়িয়ে ধরতে চায়। এই সকল দেখেই আমার মন বড় মুসড়ে পড়ছে—কি করব?

কি করব? যখনই মনে হয় কি করব তখনই ভাবি ছুটি চাই। ছুটি চেলেই কি পেতে পারি। বোধ হয়—কিন্তু কোথা হতে ছুটি নেব—সংসার হতে না জগত হতে? একেবারে জগত হতে নেওয়াই ভাল। কারণ কাজটা মটকা মেরেই করা উচিত। মেয়ে মানুষেরা বোধ হয়—এই জন্যেই গড়ান অলঙ্কার পেলে সোনার তাল নিতে চায় না।

কিন্তু এ' জীবন হতে ছুটি নিয়ে কোথায় যাব? জীবনের পরপারে কি আছে—তা কে আমাকে বলে দেবে? এ' অনুভূত যন্ত্রণা হতে সে অননুভূত যন্ত্রণা বেশী কি না—তারই বা ঠিকানা কি? সেই জন্যে এক একবার মন সরছে না।

তবে নিরুপায়? শুনলাম—শশাঙ্ক নাকি আমাকে পছন্দ করেছে। বাড়ী শুদ্ধ সকলের তাই আনন্দ আর ধরছে না। আমার মনে হয়—এ পছন্দ করার চেয়ে না করাই ভাল ছিল। শশাঙ্ক বি, এস্, সি পাশ—এম, এস্ সি পড়ছে। শিক্ষিত—অতি সৎ পাত্র, এতে আপত্তি চল্‌তে পারে না। হায় অদৃষ্ট!

হিন্দুর আইনের অনুসারে আমার মনের পূর্ণতার পূর্ব্বেই আমার বিয়েটা এঁদের দেওয়া উচিত ছিল। যখন এই রকমই একটা বরাবরই ওঁদের স্থির সিদ্ধান্ত—তখন ইহা খুবই অন্যায়—যে মেয়ের বিবাহে মতামতের মত বয়স হয়ে দেওয়া। ও কালো ভূত—দাঁতাল সংকে আমার মন বিয়ে করতে চাচ্ছে না। সে কিছুদিন আগে গিরিবালাকে বিয়ে করবে বলে ক্ষেপেছিল। পিসিমা সেদিন ওবাড়ীর রাঙ্গাপিসিকে বল্‌ছিলেন—'আমাকে ভিন্ন আর সে নাকি কাউকে বিয়ে করবে না। আবার আমার চেয়ে আর একটি ভাল পেলে সে হয়ত আমাকেও বিয়ে করতে চাবে না। এমন অস্থির-পঞ্চককে বিয়ে করা আমার ললাট লেখা নয়। হোক তোমাদের পছন্দ—আমারও ত' বিয়ে—আমারও পছন্দ আছে। এ বিয়ে আমি ভেঙ্গে দিচ্ছি—দেখি কি হয়।

পিসিমা ও আর আর সকলেই আহ্লাদে আটখানা—সৎপাত্র পছন্দ করেছে। বলিহারি বাঙ্গালী! এই ত' তোমার সুপাত্র—যার একদম মতি স্থির নেই।

আমার বড্ড হাসি আস্‌ছে—মনে হলে তার সেই অদ্ভুত ভাবের

কথা—যখন সে আপনার নারী-সুকুমার চেহারাটিকে মাঝখেনে সিঁথি টিথি কেটে—যথাসাধ্য নরম করে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। মনে হল—এমনি মেয়ে মানুষ সেজে কি মেয়ে মানুষের মন দখল করতে আস্‌তে হয়। মেয়েমানুষের মন দখল করতে হ'লে পুরুষের বেশেই আসা উচিত। নারী স্বভাবের আইনে নরকে ভালবাসে—নারীকে নয়।

সুস্থির বল্‌ছিল—'শশাঙ্ক আমাদের সমাজের নাকি 'জুয়েল'। আমি বলি—তোমাদের 'জুয়েল' তোমাদের থাক্—আমি তাকে মুকুটে পরতে চাই নে। আমার ভাল মন্দ হিসেব করতে আমার বিবেক বুদ্ধিই যথেষ্ট। তোমাদের মণিরত্ন নিয়ে শুধু কেন ভাঁড়ার ভরে রাখ্‌ব।

ভোলানাথের কথা।

সংস্কৃত সাহিত্যে একটি শ্লোক পড়েছিলাম—

চিতা চিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা দহতি জীবনম্ ॥

শ্লোকটি আমার জীবনে যতখানি অন্বর্থ—ততখানি বোধ হয় আর কারও জীবনে নয়। জীবন হয়ে পড়েছে যন্ত্রণার খনি। যন্ত্রণার আগুনে হৃদয় পুড়ে খাক্ হয়ে গেল—তবুও বিজলী বলে—ও কিছু

নয়—ও শুধু বিকৃত মস্তিষ্কের অদ্ভূত কল্পনা। কিন্তু এ কল্পনার হাত হতে নিস্তার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখ্‌ছি নে।

নিস্তার না পেলেও ত' বাঁচ্‌তে পার্‌ব না। দিবানিশি ছুঁই ফোটার ব্যথার চেয়ে একেবারে খপ্‌ করে এক কোপের মুখে জীবন দেওয়া অনেক সোজা। কি জানি একটা আত্মকৃত পাপের তীব্র অনুশোচনা—সমস্ত হৃদয়টাকে ছেয়ে ফেলেছে। কিছুতেই মনে শান্তি আন্‌তে পার্‌ছি নে।

আমি বুঝে উঠ্‌তে পারিনে—বিজলী কেন আমার জীবনে তার হস্তরেখা ফুটিয়ে জীবনটাকে সম্পূর্ণভাবে নিস্ফল করে দিতে চাচ্ছে। সন্দেহ কেমন করে মানবের মনে এতখানি পসার বৃদ্ধি করে। চেয়ে দেখ্‌লে স্পষ্টই অনুমান করে নেওয়া যায়—জগতের সাড়ে পনের আনা লোক—সাড়ে পনের আনা লোক্‌কে সন্দেহের চোখে দেখে। বাকি আধ আনার মধ্যে এক পয়সা—সংসার ত্যাগী—আর এক পয়সা বোকা। ব্যস্? কেমন অতি সুন্দর হিসাবটা হয়ে গেল।

কেন? কাউকে ভালবাস্‌তে হলে কি পত্নীভাবে ভিন্ন অন্য ভাবে ভালবাসা যায় না? শুধু শুধু 'ডার্ক-সাইড' দেখাই হয়ে উঠেছে—আমাদের স্বভাবের দোষ। তার যে 'ব্রাইট-সাইড' বলে আর একটা কিছু আছে—এ কথা বোধ হয় একদম মনে হয় না। আমার—তার সম্বন্ধের একটা আলোচনা কর্‌লে না—বাল্যজীবনের ইতিহাসটুকু লক্ষ্যের মধ্যে আন্‌লে না—দেশকাল

পাত্রকে বিবেচ্য বলে ধরলে না—অনায়াসে মাঝ হতে প্রতিজ্ঞা করালে—যাতে আমি 'বাসন্তীভিলা' না যেতে পারি।

সরোবরে পদ্ম ফোটে—আকাশে শশধর দেখে—তা' কি কেউ রোধ করতে পারে? আমার হৃদয় আকাশ হতে অন্তরাত্মা তাকে মানস-সরোবরে প্রত্যক্ষ করবে। দেখি কেমন করে তুমি তা' হতেও আমাকে বঞ্চিত করো।

আমি বশী নই। না-পাওয়ার জন্যে একটা কষ্ট হবে। অপ্রাপ্তির রুদ্ধ যন্ত্রণা সারা বুক ছেয়ে ফেলবে। না দেখে চোখের ক্রিয়াকে বিফল মনে করব—না শুনে কাণের সত্তাকে অনাবশ্যক ভাব্ব—এই ত'। তা' এর জন্যে অত কেন? সোজাভাবে কাজ করলেই হ'ত। এ' যেন আমার মনের উপর দিয়ে কালো মসী রেখা টেনে গেল।

বাঃ! আমিও ত' কম বোকা নই। এ ত' শিবের অসাধ্য রোগ নয়। এর যে দিব্য উত্তেজক ওষুধ আছে, যার একটু প্রয়োগে শরীরের সকল শিরা—সকল স্নায়ু সচল হয়ে উঠ্বে। ধাঁ করে প্রিয়ের অপ্রাপ্তির বেদনার কথা ভুলে যাব।

এমন ওষুধ কি?—সে একখানি পত্র। জানিনে কোন্ পরম প্রেমিক—প্রথমে প্রিয়বিরহে সন্তপ্ত হয়ে পত্রের মত এমন সুন্দর বিরহ-বিনোদনের উপায় উদ্ভাবিত করেছেঁন। কিন্তু তিনি যে বিশ্বের একটা ভারি উপকার সাধন করে গিয়েছেন—সে বিষয়ে আর সন্দেহ করবার যোটি নেই।

এতেও একটা কথা হচ্ছে—আমি কি তাকে পত্র লিখ্‌তে পারি। কোন দোষের হস্তলিপি তা'তে আছে কি না—সেটাও দেখ্‌তে হবে। মানবের মনের অবস্থা যেরূপ ক্রমে সঙ্কীর্ণতার পথে দ্রুত নেমে চলেছে—তাতে নরলোকের সঙ্গে কারবার করতে হলে আগে সকল কাজের ভালমন্দ দুই দিকটাই ভেবে দেখ্‌তে হবে। যদিও এই রকম প্রতি কাজেই ভাল মন্দ দেখ্‌তে গেলে আর কাজ করা চল্‌বে না।

কিন্তু এ' রকম করলে কি আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে? আমি যদি লহরীকে পত্র লিখি—তা' হলে আমায় কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপে লিপ্ত হতে হবে? ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে—কেমন করে এটা সম্ভব হয়। আমি এমন কিছু প্রতিজ্ঞা করি নি—যাতে করে লহরীর সঙ্গের সমস্ত সম্পর্ক আমাকে তুলে দিতে হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—'বাসন্তীভিলা' যাব না। তা' জীবনান্তেও যাচ্ছিনে—সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই।

কি বলে পত্র লিখ্‌ব? সে ত' আমার সম্পর্ক হতে ছুটি নেয়নি'। আমিই ত' ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছি। কোন্ কৈফিয়ৎ নিয়ে—পত্রের মাঝে তার কাছে গিয়ে—কিসের জোরে আব্দার করব? যে হৃদয়হীনের মত আচরণ করেছি—সেটি এখন দেখে দেখে বুঝতে পার্‌ছি—মানুষেই পারে; আর কোন প্রাণী পারে না। না—মিছে ভাব্‌ব না; যদি তাকে লিখি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে পার যদি একখানি পত্র দিও। তা' হলে কি সে চিঠি

না লিখে থাক্‌তে পার্‌বে? সে যে আমাকে ভালবাস্‌ত। তার বোনের মত সে ভালবাসা মনের মধ্যে আমার জন্যে কি একটুকুও স্মৃতি অবশিষ্ট রাখে নি'।

লহরীর কথা।

এরা সকলে ওষুধ ওষুধ আর জল বায়ু পরিবর্ত্তন করে ক্ষেপে উঠেছে। স্বাস্থ্যের জন্যে যদি কারও ওষুধের কিম্বা জল বায়ু পরিবর্ত্তনের দরকার হয়—আমার বিবেচনায় সেটা মনের। বাইরে যতই কেন জাঁকজমক কর না—যদি আপনার ঘর সাম্‌লানো না থাকে—তবে মাত একেবারে সুনিশ্চিত।

আমার ওষুধের কোন প্রয়োজন নেই, ওষুধ আমার কোনও উপকার করতে পারবে না। এ' রোগ আমার চিকিৎসার বাইরে। তোমাদের ডাক্তারি 'সায়ান্স' এখনও এত অসম্পূর্ণ—যে রোগী যদি রোগের নিদান বলে না দেয়—তা' হলে তার চিকিৎসা করতে সম্পূর্ণ অপারক। মস্ত কবিরাজ কালিদাস সেন হতে প্রসিদ্ধ ডাক্তার রামলাল দত্ত পর্য্যন্ত আমাশা স্থির করে চিকিৎসা করছেন। তাই বল্‌তে ইচ্ছা হয়—বলিহারি ভেষজ-বিজ্ঞানকে।

তবে এদের 'প্রেসক্রিপসনের' ওষুধও খাইনে'। কি জানি যদি পাছে—বিঁষে বিষক্ষয় হয়। আরও বিশেষতঃ দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান নেই।

মাঝে মাঝে মনে ওঠে—আমি এ' রকম কর্‌ছি কেন? এ' অদ্ভুত খেয়ালে কি ফললাভ কর্‌ব? ফল কিছু আছে বৈকি। ফল না থাকলে কি কেউ কাজ করে।

ফলটা কি—আমার বিয়ে? বোধ হয় তাই। যাই হোক্ সব অনিয়ম সহ্য করতে পারি—কিন্তু শশাঙ্ককে বিয়ে করে স্বামী বলে ভাব্‌তে পার্‌ব না। ও 'ইডিয়টটাকে' আমি দু' চোখে দেখ্‌তে পারি নে। তাই যমরাজকে বিয়ে করতে চলেছি।

আমার মনের একটা দেশ যেন বল্‌তে চাচ্ছে—আমি ভোলানাথ ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পার্‌ব না। মিথ্যা কথা!! না—না—এ' সম্পূর্ণ অসম্ভব। মোটের উপর আমি শশাঙ্ককে বিয়ে কর্‌বো না। কেন না সে দাঁতালো—তার রং কালো—চেহারাটাও একটু অদ্ভুত রকমের। তেমনি সরোজ অতি ভাল মানুষ—বিজলী বড় বকে—ক্ষিতীশ বদ্‌রাগী—দুর্গা পড়া ছেড়ে দিল—ভৈরব মূর্খ—এই এই কারণে এদেরও বিয়ে কর্‌ছিনে।

মেজদি এসেই সেদিন একেবারে ঘাড়ের উপর চেপে বসে ছিলেন। একেই ত' বলে—

'হায়রে কপাল একপেশে
যার কাছে যাই সেই বলে আয় কেন খেসে'।

তিনি সটান জুড়ে দিলেন বিয়ের বক্তৃতা; বল্‌লেন—"হারে, তুই কর্‌ছিস কি? বিয়ে টিয়ে কি কর্‌বি নে'?"

আমিও বললাম—“কি করব? বর না জোটাটাও কি আমার দোষ? আর যদি বলি বিয়ে করব না”।

“ও’ আবার কি কথা লা? বড় হতে চললি—বিয়ে করবিনে কেন? আহা! শশাঙ্ক কেমন খাসা পাত্র। না, আর ডেঁপুমি রাখ—বিয়েটা করে ফেল।”

“কি, জর গায়ে—অসুখ অবস্থায় না কি?”

“না—না—অবশ্য তা’ নয়। অসুখটা সারুক—তার পর বিয়ে হবে।”

“আমিও ত’ তাই বলছি। একেবারেই কি বিয়ে হবে না। এই অসুখটা সারুক—তার পর যা’ হয় একটা উল্লুক ভল্লুক ধরে দিও।”

“ও’ আবার কি কথা! কুলে শীলে শশাঙ্ক তোর উপযুক্ত পাত্র। অমন ছেলে কি আমাদের সমাজে দুটি আছে? লেখাপড়ায়ও ওর জুড়িটি পাওয়া ভার। আমি বাবাকে বলে বিয়েটা পাকাপাকি করে রাখছি।”

“তোমার পায়ে পড়ছি মেজদি! আর জবাইএর ব্যবস্থা করো না। ও’ দাঁতাল সংটাকে আমি বিয়ে করছিনে’।”

“তবে সরোজ?”

“তার বিশ্বাসের মেরুদণ্ডই নেই। ওটা পুরুষ নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য!”

"বিজলী ?"

"আমার মধ্যে মেজদি, রজোগুণের খাদ কিছু বেশী। ও' আবার মূর্ত্তিমান রজোগুণ ; তা' হলে যে ভীষণ ঝগড়া বাঁধবে। দুটো সচেতন পদার্থ এক জায়গায় থাকতে পারে না। তা' হয় না মেজদি।"

"দুর্গাপদ ?"

"মেজদি, বলিহারি তোমার প্রবৃত্তিকে যে ছেলে পড়া ছেড়ে দিল—এমন একটা নিরেট মূর্খকে ভগ্নিপতি করতে তোমার লজ্জা করবে না ?"

"দেখ তুমি ভাবো যে—তোমার মনের ভাব কেউ বুঝতে পারে না। এটা তোমার একটি বিরাট ভুল। কিন্তু তুমি যার পথ চেয়ে অপেক্ষা করে আছ—সে ত' তোমাকে একবার পুছলও না'।

"ওকি কথা বলছ মেজদি, আমি কারও অপেক্ষা করছিনে—অমন করো যদি এখেন হতে উঠে যাব।"

"উঠে যাবি কেন ? সত্য কথা বললেই কি যত গোল ? সে নেহাৎ অপরিচিত পথিকের মত চলে গেল। যাত্রাকালে তোর একটু খবরও করলে না। আর তুই সারাজীবন তার অপেক্ষায় বসে থাকবি ? এ' কোন্ দেশী বিচার লা ?"

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। শীতল রক্ত গরম হয়ে উঠল, বলে বেরিয়ে পড়লাম—"বিচার টিচার জানিনে মেজদি। এই বুঝি—আমি যদি সারা জীবনটা প্রতীক্ষা করে বসে থাকি—তাতেই

বা দোষ কি ? তার কর্ত্তব্য সে করেছে। আমারও জন্যে ত' কিছু করার শেষ রেখে গিয়েছে। আমি শেষ জীবন ধরে সেই কাজই করে যাব !"

আস্তে আস্তে ঘরে এসে বিছানার আশ্রয় নিলাম। মনটা বড়ই মুস্‌ড়ে পড়েছিল—কিছুতেই তাকে তাজা করতে পারলাম না। মেজদির মন্তব্যই ঠিক, সে ভিন্ন আমার জীবনটা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। না—আমার আর কাউকে বিয়ে করবার যোই নেই। বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি—সেই আমার জন্ম জন্মান্তরের স্বামী। যদিও এ' কথা আরও বেশী সুস্পষ্ট—এ' জীবনে আর তাকে পাবনা। তবুও আর কাউকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে পারব না, মানসিক দ্বিচারিণী হতে পারব না।

এ' জন্যে সমাজ আমায় দণ্ড দেবে—বেশ, মাথা পেতে নেব। সমাজেরই বা কি ধার ধারি। সমাজ আমার কি করেছে ? যার স্নেহ দেওয়ার ক্ষমতা নেই—তার শাসন করারও অধিকার থাকা উচিত নয়।

বিজলীবাবুর কথা।

বাঙ্গালী কবি কম দুঃখে গেয়ে যাননি যে—

'প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহস দুর্জ্জয়
কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ।
যেদিন মামুদ ঘোরী আসে সিন্ধুপার
সেইদিন হতে দেখ দৃষ্টান্ত অপার।'

ভোলানাথের প্রতিজ্ঞা রক্ষার নূতন পথটা আমায় বেশী করে আবার এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল। এ' রকম প্রতিজ্ঞারক্ষার দাম যে কতখানি তা' আমি ভেবে পেলাম না, এর চেয়ে প্রতিজ্ঞা না করাই ছিল ভাল।

হিসাবে গরমিল—এ' ঠিক আমি পছন্দ করে উঠ্‌তে পারি নে। ফাজিল খরচ বা অতিরিক্ত উসুল আমার ভয়ানক চক্ষুর শূল। বিবেচনা করতে গিয়ে গোঁজামিল দিয়ে সারব কেন? রোক শোধ হয় ভাল—না হয়ত তাতে কোন দরকার নেই।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। ভগবান একেবারে সেদিন যদি আমার চোখের উপর ফেলে না দিতেন—তা' হলে ধরে ফেল্‌বার মত আমার এমন কোন এক্তার ছিল না। সংসার আমাকে একটা মস্ত সন্দেহী লোক তৈরি করেছে। সেইজন্যেই ত' সেদিন আমাকে দেখে যেমন সে ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ে বইখানি বন্ধ করে বেশ দ্রুত

হয়ে বসল—তখনই আমার মনে হ'ল—এরও একটা গভীর কারণ আছে। তবে তখন ঠিক ভেবে পাই নি—এত সহজে সফল মনোরথ হব—এবং সেও এত শীঘ্র ধরা দেবে।

এ সংসারে সকলেই ভাবে সে বুঝি পৃথিবীর সব চেয়ে বুদ্ধিমান। এ' বুদ্ধিমত্তাকে সে মোটেই ওজন করে বুঝতে চায় না—যে তার পরিমাণ কত? আপনার বুদ্ধির মহত্ত্ব—এ' সকলের কাছে যেন গঙ্গা-জলে গঙ্গাপূজার মত। অথবা—'রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব।'

ইথে আরও আশ্চর্য্য বোধ হয় যে—যারা আমার কাছে—কত বিষয়ে কত দিক হতে শিক্ষালাভ করেছে—তারাও বুদ্ধির ঢাকা দিয়ে আমাকে ঢেকে ফেল্‌তে চায়। ভোলানাথ ত' সেদিনের ছেলে। কিন্তু সে ভাবে বুঝি—তার বড়ের চাল আমি মোটেই বুঝতে পারি নে।

আমার কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল—'বাসন্তীভিলা' যাবে না বলে। ক্রমে কিন্তু সে প্রতিজ্ঞাপূরণে যে নূতনতার পথ আবিষ্কার করেছে—তাতে তা'কে হাজার তারিফ দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। স্বদেশী আন্দোলনের যখন বড় হুজুগ চলছিল—তখন একদিন মেজদি আমাকে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন—তার দু'চরণ আজও বেশ মনে আছে :—

'কলঙ্কিত বঙ্গবাসী বাক্যবীর বলে
ধুয়ে ফেল এ' কালিমা মাতৃভক্তি জলে।'

এ' বাক্যবীরত্বের ফল্গুস্রোত আমাদের শিরায় শিরায়—প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত। এ' হতে নিস্তার লাভ বোধ হয় বাঙ্গালীর ললাটলিপি নয়।

সে বাক্য বীরত্বের মনোহারি উজ্জ্বল নেশায় পড়ে ভোলানাথ প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু, বাঙ্গালীর যেমন স্বভাব—

'কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ।'

ঠিক ওই আইনমতে—তার পক্ষেও হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই।

সেদিন কি খেয়াল চাপ্‌ল। ৭১ নং মেসের চিঠির জন্যে টাঙ্গান টিনের প্রতি নজর দিলাম। ভোলানাথের নামের একখানা চিঠি দেখে কেমন একটা সন্দেহ হল—খুলে দেখি লহরীর লেখা।

ও হরি! এই বুঝি প্রতিজ্ঞা রাখা। চিঠিখানা লহরী দিচ্ছে—ভোলানাথের একখানি চিঠির উত্তরে। এইভাবে যদি চিঠি লিখে প্রাণের গুপ্ত ভাবটাকে জাগিয়ে রাখতে চাও—তা' হলে সেখেনে যাওয়াটাই হল কি শুধু তোমার পক্ষে যত দোষ! এটা ভাবনা—আমি একটা গাধা নই যে—জ্যোৎস্নারাতে উদূখল গলায় পরবার জন্যে শুধু আগাডুম বাগাডুম গান গেয়ে যাব। উদ্দেশ্য নিয়ে বিচার করা উচিত। বুদ্ধির আগুনে ফুঁ দিতে অসমর্থ চোঙার সাহায্যে আগুনকে উজ্জ্বল করে দিতে বাধ্য হয়।

মাথা খেলাতে যাব—অথচ মাথাই নেই। এ' যেন একটা গোপন হাসিকে টেনে আনে। তখন তার দীপ্ত ফুলকি দেখে উপহাসের হাসিকে বরণ করে নিতে হয়।

ভোলানাথকে বেশ জব্দ হতে হয়েছে। খুব বড় কণ্ঠে বিদ্রোহীর পুর্ব্ব লক্ষণের মতই সে বলেছিল—"তোমার সব কথা—আমি মেনে নিতে চাই নে। পত্র লেখা আমি ছাড়তে পারব না।" নাও—লেখ

এখন পত্র। কেমন ছট্‌ফটানি ধরেছে—সাম্‌নে পরীক্ষা ; পাশ যে করবে খুব তা' বুঝতে পারছি। এক এক সময় তার যম যন্ত্রণা দেখে ভাবি—এক আধখানা চিঠি দিয়ে দিই। তা' না হলে হয়ত বাঁচতে পারবে না। অভিমানের অতখানি দীর্ণ বেদনা—তার বক্ষ-পঞ্জর জীর্ণ করে দিয়েছে। অনাহত মর্ম্মব্যথা তাকে খেলো করে তুলেছে। সেদিনের তাস খেলাই তার প্রমাণ। নতুবা খেলোয়াড় হয়ে কে কখন সাহেব ফাঁকা করে নিয়ে ব্যোম খায়।

সব কাজের একাগ্রতা হারিয়ে বুঝি ওই এক জায়গায় এনে ফেলেছে। শত একাগ্রতা—হাজার হাজার চিত্ত-চাঞ্চল্য তোমায় তার চিঠি এনে দিচ্ছে না—যদি আমি না দিই।

কাজটা করছি বটে—কিন্তু ফলটি তত অতি সুন্দর হল না। পরশু দিন আমি নিজে 'বাসন্তীভিলা' গিয়েছিলাম। সুযোগমত লহরীকে একটা বেশ ঘা দিয়েছি। যখন সেই একঘরে সে গুরুজনগণের পাশে বসেছিল—সেই সময় আমি বলি—হিন্দু-মহিলার যাকে তাকে পত্র লেখা ভয়ানক অন্যায়। সেটা বোধ হয় মানস-ব্যভিচারের পথ সৃষ্টি করে। অবিনাশ বাবুও যখন আমার কথাটা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করলেন—তখন সে রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। চেয়ে দেখ্‌লাম—তার ঠোঁট দুটো ঈষৎ কেঁপে উঠেছে। মনে হল—আমার সব বিবেচনা বুঝি ফাঁস হয়ে গেল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দেখ্‌লাম সে দাঁতে দাঁতে ঠোঁট চেপে আস্তে আস্তে সেখেন হতে উঠে পড়ল। খুব খানিকটা হেসে নিলাম। তর্ক করবে—করো তর্ক।

ভুল

শুন্ছি—লহরীর নাকি খুব অসুখ। ডাক্তার কবিরাজেরা বলেছে—তার অসুখ নাকি শিবেরও অসাধ্য। তাই পল্লীভবনে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই কারণেই বোধ হয় কালকের চিঠিটাতে করুণরস কিছু বেশী। কিন্তু তবু চিঠি দিতে পারব না—নরম হওয়া হবে না। এতে একটা জীবন বিফল হবে—অপরপক্ষে তিনটে জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।

কিছুদিন হতে মনের মধ্যে সন্দেহ উঠেছে—এই অসুখটা তার স্বেচ্ছাকৃত কিনা? কিন্তু এখন যতই দেখ্ছি—সন্দেহটা ততই ঘোরালো হয়ে আস্ছে। মনটাও তাই স্বেচ্ছাকৃত ভিন্ন অন্য কিছু বলে স্বীকার করতে চাচ্ছে না। তা'হলে আমি এতদিন হতে যে ওর চরিত্রটা তন্ন তন্ন করে পড়ে এলাম—সে সবই ভুল। আর এই কথাই ঠিক যে চিরকালই ও ভোলানাথকে প্রাণের চেয়ে বেশী বেশী ভালবাস্ত।

হায়, হায়, বরাবর ঠিক জায়গায় ধরে—রোগনির্ণয় করতে পূর্ণভাবে সক্ষম হয়েও—ঔষধ-প্রয়োগের দোষে রোগী সারিয়ে তুলতে পারলাম না।

বুঝলাম না—কতই ভুল হয়। দেখ্ছি কিন্তু সবটাই ভুলে ভরা। রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক—সান্ত্বনার কিছুই নেই। ভগবান! এ' কি করলাম! কার জন্যে করে বসলাম—বিধাতার নির্দ্দিষ্ট পথের সামনে এসে দাঁড়িয়ে—চাকা ঘুরিয়ে ভুলের বিনিময়ে মহাভুল।

———

ভোলানাথের কথা।

বেশ ত' পত্র লিখ্‌ছিল। তার সে হৃদয়স্পর্শী ভাষা মর্ম্মচ্ছেদী ভাব আমার হতাশ জীবনে আশার লহর তুলছিল। কি সে বাঁধুনি—কথা মেনে নিয়ে কি সে সুমধুর প্রত্যুত্তর।

কিন্তু বাজ্‌তে বাজ্‌তে বীণা থাম্‌ল কেন? এমন সহজভাবে চিঠিপত্রের মাঝে জীবনের ক্রিয়াটা সচলভাবে বয়ে যাচ্ছিল—হঠাৎ তার গতিটা বন্ধ হল কেন?

মঙ্গলময় আমার জীবনের উপর দিয়ে একটা কালো রেখা টেনে কি মঙ্গল সাধনা করলেন—তা' কে আমায় বুঝিয়ে দেবে। বুঝতে না পারলে যে—তাঁর উপর অটল বিশ্বাস হারিয়ে ফেল্‌ব। সে যে জীবনের ভয়ানক লোকসান।

'সত্যই মানব না কি এত অবিশ্বাসী?' এক একবার মনে হয়—'এই কিগো স্নেহ দয়া মমতার ফল?' নিজের জীবনটা নিজে চালাতে গিয়েও যেখেনে চোখের উপর পড়ে যায়—এত হ, য, ব, র, ল, সেখেনে মিথ্যে প্রয়াস পাওয়া—দল বেঁধে সুশৃঙ্খলার সহিত সংসার চালাতে যাওয়া। কেউ আমার এ' প্রশ্নের সুমীমাংসা করে দিল না—যে—যেখেনে যত গোলযোগ—সেখেনে মানুষ তত যেতে চায় কেন?' জগতের কেউ এ প্রশ্ন শুন্‌ল না—যারা শুন্‌ল—তারাও পাগল বলে হেঁসে চলে গেল। পণ্ডিত মীমাংসাতীর্থের মীমাংসাও এ' প্রশ্নের নিকট চির-পরাজিত।

ভুল

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে—আপনার বুদ্ধিতে মরাও ভাল। আমি তার বিপরীতে চল্‌তে গিয়ে নিজের জীবনটাকে কেমন জটিল করে তুললাম। শান্তি ও সুখকে আপনার হাতে জবাই করলাম। অথচ যে প্রশংসার গোলাপী নেশায় পড়ে সারাজীবনটা লোকমতের উপর নির্ভর করে কাটিয়ে দিলাম—তার ত' খোঁজও পাওয়া যায় না।

লোকে ভাল বল্‌বে—লোকে প্রশংসা করবে—এই প্রশংসার লোভটা সম্বরণ করা বড়ই কঠিন। যদিও প্রায় জায়গায় দেখা যায় যে—এ' প্রশংসাটা সকল সময় সকলের ভাগ্যে জোটে না; তবু তার আকাশকুসুমের মত অলীক নেশা মানুষ ছাড়তে পারে না।

এ সাহসটুকু আমার নেই। বিজলীর নিন্দা সুখ্যাতিতে আমার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হবে—এ' কথা একবার মনেও ওঠে না। যে নিন্দার এত ভয় করি—আজ তার কত মহাভার আমাকে বাধ্য হয়ে কাঁধে নিতে হবে। এতদিনের পর চোখ খুলে গেল—বুঝলাম সরব নিন্দাব চেয়ে নীরব নিন্দার ঝাঁজ অনেক বেশী।

নিন্দা—কলঙ্ক; সংসারে থেকে যত তার হাত হতে নিস্তার লাভ করতে চেষ্টা করব—তত আরও কাঁধে এসে জেঁকে বস্‌বে। সুস্থির কি রকম জোর দিয়ে আজ বলে গেল। মানুষের মুখের কি তীব্র ঝাল—আমার সমস্ত শরীরটে ঝলসে দিয়ে গেল। উঃ ভাব্‌তে পার্‌ছি নে—মাথাটা ঘুরছে। এই কি আমার বিধিলিপি। জীবনে একজন মানবের মৃত্যুর জন্যে দায়ী হতে হল।

ভুল

সুস্থির মোটেই বুঝ্‌ল না—আমার প্রাণ কি চায়? আমি কিসের অরুন্তুদ জ্বালায় জ্বলছি—পুড়ছি। ব্যথা তারই বেশী—যে চিরজীবনটা আকুল প্রতিক্ষায় পড়ে থাকে; যে যায়—সেত' পরমেশ্বরের পায়ের তলে সমস্ত যন্ত্রণা অর্পণ করে শীতল হয়।

লহরীর ডাক—তার একটি আহ্বানও আমার কাণ পর্য্যন্ত আসে নি'। কি জানি কোথা হতে সে ডাক রুদ্ধ আঘাতে ফিরে গিয়েছে। সে জন্য দায়ী আমি নই। নিজে হতে যেতে পারি নি—কি করব—আমি যে নেহাৎ অসমর্থ—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আজ মরণাহতের আমন্ত্রণ আমার কাণে এসেছে। আজও বিজলী বাদা। আজ আমি কারও কথা শুনছিনে। কারণ বুকের ভিতর হতে কর্ত্তব্য আজ বলে দিচ্ছে—যাওয়া তোমার খুবই উচিত। নিষেধ শোনার কোন প্রতিজ্ঞা নেই। এখন প্রতিজ্ঞার বাইরে আছি। 'বাসন্তী-ভিলা'ত যেতে হবে না। তাদের পাড়াগেঁয়ে বাড়ীকে ত আর 'বাসন্তী-ভিলা' নামে অভিহিত করা চল্‌তে পারে না।

একটা লোককে ছোট্টকাল হতে সমান ভাবে দেখে এলাম অনাবিল সংসর্গে বাল্য ও কৈশোর জীবনটা কাটিয়ে এলাম;—অথচ তাকে চিন্‌তে পার্‌লাম না। এ' কি কম লজ্জার বিষয় এ' ক্ষোভ রাখবার জায়গা নেই। যৌবনে প্রথমে সরে দাঁড়ালাম। যদিও সে সহজেই পথ ছেড়ে দিল—তবুও বুঝতে চেষ্টা করলাম না—আমার প্রাণ কি চায়। কার জন্যে আমার প্রাণ এত লালায়িত

ভুল

কেন এমন হয়? কে বলে দেবে? ছোট্টকাল হতে কথাও ত' তাই ছিল। কিন্তু কোথা হতে হঠাৎ নিশা অবসান হয়ে গেল—সায়াহ্নের মাঝ পথে উষা এসে দেখা দিল। কি হতে কি হয়ে গেল! কিছুই ত' বুঝতে পার্‌ছি নে। এ' কার ভুল? এর জন্যে কে দায়ী?

দায়ী—বঙ্কিম বাবু। যিনি বাংলায় এই নব উপন্যাসের যুগ প্রবর্ত্তক। তিনি পুস্তকে চিরকাল বাসনার স্থানই উপরে দিয়ে এসেছেন। কামনার জয় জয়কারে তাঁর বই পরিপূর্ণ। উপন্যাসে নিবৃত্তির পথ দেখাতে তিনি রাজী নন।

'প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা' এ' তাঁর 'মটো' নয়। তার নায়িকারা অপছন্দ হলেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে থাকেন। কাজেই আজ কালকারের উপন্যাস প্লাবিত বঙ্গদেশের নবীনারা ভাবেন ঐ বুঝি জীবনের চরম চরিতার্থতা।

আমি যেমন সরে দাঁড়ালাম—অমনি অনায়াসে তুমিও ত' সরে দাঁড়াতে পারতে? তা' না করে এ' কি কাজ কর্‌লে? এ' যে তোমার জীবনের মস্ত ভুল। সংশোধিত না হয়ে আমার জীবন 'ব্লটীং' এ' ছাপা হয়ে গেল।

এখন দেখ্‌ছি। অথবা তুমিই দেখিয়ে দিলে—আমার জীবনের আগাগোড়া সব ভুল। তোমার সঙ্গে মেশা ভুল—কুমার সম্ভব পড়ান ভুল—অন্যত্র বিয়ে করা ভুল—সংসারে এমন ভাবে জীবন যাপনও ভুল—আর বুঝি আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে

যাওয়াও ভুল। কোথা হতে এ' ভুল-সন্ততির মাঝে এসে পড়লাম—যা' হতে স্পষ্টই বুঝতে পারছি—মানবজীবনটাই মহাভুল।

হায়! হায়! হায়!

'অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।'

আজ তাকে জীবনের শেষ দেখ্‌তে যাচ্ছি—ওগো—এও ভুল বিরাট ভুল—মহাভুল।

লহরীর কথা।

অনেকদিন পরে পল্লীমায়ের শীতল অঙ্কে আশ্রয় লাভ করলাম। কিন্তু কই শান্তি ত' পেলাম না। যখন এখান হতে যাত্রা করি—স্মৃতির সাগর আলোড়ন কর্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—তখন মনের স্ফূর্তি ছিল সীমাপ্লাবী—আর আজ যেন সব জল হয়ে গিয়েছে। সেদিনের উৎসাহ—সেদিনের আনন্দ স্মরণে আন্‌লে আজ আকুল হয়ে আপন-হারা হই। হায়! কোথায় উদ্দাম উচ্ছলতাময় জীবনের জলকল্লোল—আর কোথায় হতশার দারুণ পেষনে নিষ্পেষিত অবসাদ।

ডাক্তার তোমার ব্যবস্থা কোনও উপকারে লাগ্‌ল না। তোমার বাণী আমার অভিভাবকদের উপরে কাজ করলেও তোমার জীবন-ব্যাপী অভিজ্ঞতা আমাকে জগতের বুকে ধরে রাখ্‌তে সম্পূর্ণ অক্ষম।

বুঝতে পারছিনে—

'আজ শীতের তপনে প্রভাত স্বপনে

কি জানি পরাণ কি যে চায়।'

কিসের জন্যে বুকের মাঝখেনে একটা সূচিভেদ্য যন্ত্রণা অনুভব করছি। এ' হাহাকার কার? মনের না—বুভুক্ষু—অন্তরাত্মার। কে তুমি আমার ভিতর বাস করে তিলে তিলে আমাকে ক্ষয় কর্‌ছ? এস—বার হয়ে এসে স্বরূপ দেখাও। গোপনের কোনও আবশ্যকতা নেই। দরকার হয়—বুকের তাজা রক্ত দিয়ে তোমায় তর্পণ করব

মন বড় দুর্ব্বল। যাব কি যাব না এই প্রশ্ন আজ প্রায় ছয় মাস ধরে মনের মধ্যে শতবার উঠেছে। মীমাংসা হল না—আর তার দরকারও নেই। আজ কালের অপরিবর্ত্তনীয় আহ্বান এসেছে।

থাক্‌বার ইচ্ছে হলেও আজ আর থাক্‌বার যো নেই। আজকে যেতেই হবে—এই হচ্ছে বিধাতার নির্দেশবাণী। আর বেশীক্ষণ সবুজ ধরণীর সংশ্রব রাখতে পারব বলে বোধ হয় না। সংসারের কি নিদারুণ মোহ। তার এত বিষময় ফল দেখেও যে তাকে ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। এই বুঝি নেশা?

কত আপনার লোককে প্রাণের কত পরিজনকে এখেনে রেখে যেতে হবে। তাই, কি পারা যায়? কান্নার করুণ সুরে হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হতে চাচ্ছে। বুঝতে পার্‌ছি—সকলের মায়া কাটিয়ে চল্লাম—এখন অন্তিমে পরমেশ্বরের নাম করা উচিত—কিন্তু বুক ভেদ করে আর কাদের নামাবলীতে আমার সারাটি অঙ্গ ছেয়ে ফেল্‌ছে।

ভুল

সংসার নির্ম্মম ; অথচ তার উপরে লোকের বেজায় মমতা। সংসার সকলের বুকে দাগা দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে—'আমি তোদের চাইনে'। লোকে কিন্তু হাসিমুখে সে বেদনা সহ্য করে—যতই বাধা পাচ্ছে—ততই আগ্রহভরে ছুটে আসছে। বলছে—সরে যেওনা—কাছে এসে তোমার বুকে আমায় একটু জায়গা দেও। কি প্রতি ব্যবহারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভেবেছিলাম—হাসিমুখে বিদায় নেব। হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর এক রকম। কোথা হতে বুকভরা রাশ রাশ অশ্রু এসে জমাট বাঁধিয়ে সব দিক গোলমাল করে দিচ্ছে। তারা হাসতে দিচ্ছে না। কত আপনার জনের মুখ চোখের সামনে টেনে নিয়ে আসছে। তাই হাসতে গেলে কান্না আসে। এ' অশ্রুর সাগর ভেদ করে হাসির লহর তোলা আমার সাধ্যাতীত।

একবার খুব চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছেন। মনে হচ্ছে—'তা' না করতে পারলে বুক ফেটে যাবে। কিন্তু তোমরা বলতে পার ভাই আমি কাঁদি কেন? পৃথিবী আমাকে এমন কি দিয়েছে—যা। ছেড়ে যেতে এত মায়া!

ব্রহ্মাণ্ডের অনিয়ম জড় করে ভূভারতে এসেছি—যার জন্যে সারাটি জীবন ধরে লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভিন্ন আর কিছুই পাওনা বলে নিতে পারি নি! যে শুধু আমার পানে বিরক্তনেত্রে ঘৃনাভরে চেয়েছে—তারে ছেড়ে যেতে বুকে এত বাজে? ধিক মানবের দুর্ব্বলতাকে। কিন্তু অনেক সময় এই দুর্ব্বলতাটুকুই মানবের মানবত্ব বলে বোধ

হয়। মনে হয়—এ'টুকু না থাকলে—বুঝি মানব পাষাণের দেবতায় পরিণত হত ; জীবনে নবীনতা—স্বরসতা থাকত না। সব নীরস উৎকট পুরাণো হয়ে যেত।

সেদিন মেজদির উপর বিরক্ত হলেও—আজ বুঝতে পারছি—আপন মার পেটের বোন না হলে কি কেউ এত—আপনার হয়। আমার ক্ষুধিত হৃদয়ের বাসনা তাঁর মনের মধ্যে সচলতা এনেছে। তাই আমার বাসনার আংশিক পূরণের জন্যেও তিনি বড় ব্যস্ত। ভোলানাথকে এখেনে আসতে খবর দিয়েছেন। কিন্তু কোনও দরকার ছিল না ; বাস্তব জগতে আর তাকে কেন? বস্তুত্বের কোনও নিদর্শনে যাকে ধরতে ছুঁতে পারি নে মানব সমাজ যার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ স্বীকার করবে না—তাকে আবার ডাকাডাকি করার কি প্রয়োজন? বিধি বিধান অনুসারে সে এখন পরের। যদিও আমাতে আজও আমার কিছু স্বত্ব আছে—তবু তা' অমন বাজে খরচ করতে পারি নে। আপনার বুঝে কাজ করতে হলে দায়িত্বজ্ঞানকে খুব বড় করে ধরতে হয়। মনে আসছে কবিতার দুটি লাইন—

'কেন গো কান্না
কিবা মান অপমান
যাচ্‌ঞা কেন বা নতজানু হয়ে
কিবা দান প্রতিদান।'

হায়—মেজদি! এ' ভিক্ষার প্রবৃত্তি কেন? ভিক্ষার ভাত কি

ভুল

এতই মিঠে? এ' কথা কি জান না—ভিক্ষা ধনীর দুয়ার হতে রিক্তভাবে ফিরে এলে সে শুধু একলা আসেনা। নিয়ে আসে সঙ্গে করে— রাশ রাশ আবর্জ্জনার মত ঘৃণায় ভরা তাচ্ছিল্য।

না—না—সে কেন আস্‌বে? কিসের টানে—কোন্ মন্ত্রের কুহকে এ অসম্ভব সম্ভব হবে। আমায় দেখা দিতে আস্‌ছে—আমার জীবনের আংশিক সফলতা সম্পাদন করতে সে বুঝি দয়া করে আস্‌ছে।

মিথ্যা কথা। কে বলে আমার জীবন অসম্পূর্ণ? ফুলের ফুটেই সুখ। সে আপনিই ফোটে—আপনি আবার ঝরে পড়ে। তখন সে মোটেই দেখতে চায় না—কেউ তাকে পরমেশ্বরের পায়ের তলায় পৌছিয়ে দিচ্ছে কি না?

ও কি! গোলমাল কিসের? একটা কেমন চাপা গলার কান্নার সুর কেন আস্‌ছে?

কি হয়েছে রে কমলা? কি বল্লি? 'ভোলানাথ বাবু এসেছেন?'

সে কেন এসেছে? তার আসার ত' কোনও আবশ্যক নেই। ও কি! বুক কেন দুরু দুরু করে কেঁপে উঠ্‌ছে। এ কি সাত্ত্বিক ভাবের বিরাট রাজসিক উন্মাদনা! তাইত? সত্যিই ত' সে এসেছে। কেন এলে—তুমি জীবনের অন্তে পিছন হতে মায়ার ডোরে বাঁধতে কেন এলে? ওগো এ কাজ হল কার ভুলে? তুমি আজ এ পথে এসেছ—কোন্ জীবনের মহা ভুলে?

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

তোমরা ডাক্‌ছ--ডেক না। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিও না—আমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিও না। আমি যেন এই ভাবে যেতে পারি। এই ভুলকে বুকে ধরে যেন চলে যেতে পারি।

সত্য মিথ্যা কিছু জান্‌তে চাইনে; হোক্‌—জীবনের শুধু ধ্রুব লক্ষ্য আজকের এই মহা ভুল।

সুস্থিরের কথা।

সব শেষ। আজ হতে থেমে গেল—এ গৃহের হাসি কোলাহল। চোখের উপর দিয়ে কি সুন্দর একটা 'ট্র্যাজিডি' অভিনীত হয়ে গেল। হায়! ভগবান যদি 'ট্র্যাজডি' না করে 'কমিডি' করতেন—তা' হলে একটু আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়াত—যার 'রোমান্সের' একটু আব্‌-হাওয়া লেগে আমরাও পুলকে মেতে উঠ্‌তাম।

Man proposes. God disposes.—মানুষ গড়ে ঈশ্বর ভাঙ্গেন; কত অনন্ত অশান্ত বাসনা নিয়ে সংসারে এসেছিল—হাওয়ার উপরে সুখের রম্য বাসা বেঁধেছিল—তাই যেই একটু প্রতিকূল বায়ু বয়ে গেল--অমনি সব ফর্সা। একটু কিছুর চিহ্নও খুঁজে পাওয়ার যো নেই।

আমিও আজ এ বাড়ী হতে বেরুলাম। যে দিন প্রথম এ বাড়ীতে আসি—তখন কত অনন্ত মাধুরীময় আনন্দের উৎস দেখেছি। পরে থাকতে থাকতে কত হাসি-কান্নার জোয়ার ভাঁটা দেখলাম। আর আজ—

—থাক্ আর বলতে পারছি নে।

কি উদার অনন্ত স্নেহ এই রামকিঙ্কর বাবুর পরিবারদের। যার একটু কণা পেয়ে গরিব আমি ধনী হয়ে গিয়েছিলাম—স্নেহের কাঙাল পড়শীর ছেলে বিজলী বাবু কৃতার্থ হয়েছিলেন—আর কুটুম্বের সন্তান ভোলানাথ বাবু যাদের পেয়ে প্রবাসের দুঃখ ভুলে আপনাকে ধন্য মনে করেছিলেন। তাদের সেই প্রাণ ভরা স্নেহের—বুক ভরা মায়ার আজ কি মিষ্টি প্রতিদান।

উদাসীন আমি—দূর থেকে সব দেখ্‌ছি—তবু বেদনায় বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে ; উঃ কি কষ্ট অনির্ব্বচনীয় !

ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে—তাঁদের কত কষ্ট—যাঁরা এ অভিনয়ে Main part act করলেন। সামান্য একটু সংশ্রবে আমার হৃদয় কত মুসড়ে পড়েছে, মনে করলেও মাথা ঘুরে ওঠে—তাদের মধ্যে কারও অবিবেচনায়—কারও অতি সাবধানতায় ঠাকুর গড়তে গড়তে এই মেকুর গড়া হয়ে গেল।

একমাত্র জানি চিত্তজয়ী কবি গেয়েছেন—

"জীবনটা ত' দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল
এখন যদি সাহস থাকে মরণটাকে দেখবি চল।"

কিন্তু বাস্তব জগতে কেউ হাসিমুখে মৃত্যুকে এমন ভাবে আলিঙ্গন করতে পারে—তা' এই ছোড়দিই দেখিয়ে দিয়ে গেল। মৃত্যুর করাল ছায়া চোখের কোণে চিহ্ন এঁকে দিয়েছে—তবুও ঠোঁটের কোণে বিজয়ী বীরের মত সরল মধুর হাসি! হায় ভোলানাথ বাবু! রত্ন চিনলেন না—মণি ফেলে কাচ মহারত্ন মনে করে তুলে নিলেন। যে সাহিত্য আপনার অতি প্রিয়—সেই সংস্কৃত সাহিত্যই ত' বলে দেয়—

"মণির্লুঠতি পাদেষু

কাচঃ শিরঃসুধার্য্যতে

যথৈবাস্তি তথৈবাস্তু

কাচঃ কাচঃ মণির্মণিঃ।"

কিন্তু এতখানি উজ্জ্বল প্রতিভার কেমন করে এমন আত্মহত্যা হল—তা' ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। যে বুদ্ধিমত্তা কালে বিশ্বের ইতিহাস উলটে পালটে দেয়—তার অস্তিত্বের পূর্ব্বাভাস বালিকা ছোড়দিতে দেখতে পেয়েছিলাম। সেই জন্যেই ত' ভক্তিতে মাথা অবনত হয়েছিল।

আজও চোখের কোলে ভেসে ভেসে এসে দেখা দিচ্ছে—শ্মশানের সেই সকরুণ দৃশ্য। চিতার বক্ষে শবের ঠোঁটে হাসির ধারা—বুঝিয়ে দিয়ে যায় একেই বলে হাসি মুখে বুকের ছোরা গোপন করা।

মৃতের শিয়রে দাঁড়িয়ে তার পিতা স্বহস্তে মুখ-আগুনি করছেন।

সে কি ভীষণ। যার নির্ম্মম করুণ রসের ধারা স্বতঃই মনে এনে দেয়—মাইকেলের ইন্দ্রজিতের শবের পার্শ্বে রাবণের কথা: অদূরে ভোলানাথ বাবু এক দৃষ্টে মরণাহতের অন্তিম ছবি দেখ্‌ছেন। আর বিজলী বাবু বোধ হয় মৃত্যুর দুয়ারের নবীন অতিথির নির্ব্বাক তিরস্কারে উদাস নয়নে উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে গগনের প্রতি বদ্ধ দৃষ্টি।

শ্মশান সেইদিন হতে আমায় পাগল করে দিয়ে গেল। এখন আর জীবনে শবের অনুগমন করতে পারি নে। শ্মশানে বেড়াতে গেলে বুক ধড়াস ধড়াস করে কেঁপে ওঠে।

ছোট্ট কাল হতে বরাবরই আমি গান গেতে ভালবাস্‌তাম। তার মধ্যে করুণ রসটাই বড় প্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বড় ভাল লাগত—

'পেয়ে মাণিক হারালাম মা
আমি অতি লক্ষ্মী-ছাড়া
আঁধারে পথে দেখতে পাইনে
কোথা আছিস দেমা সাড়া।'

বিজয়ার গান গেয়ে গেয়ে প্রাণ মেতে উঠ্‌ত। বিজয়া আমার বড়ই প্রিয়। কিন্তু এখন আর বিজয়ার গান গেতে পারিনে। বিজয়া যে নিজের চোখে দেখেছি। আজ কত বেশী উজ্জ্বল সত্য বলে মনে হচ্ছে—

বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিল বিষাদে।

ওহো। ভোলানাথ বাবুর কথা মনে করতে পারছি নে। তাঁর কথা মনে হলে নীরব গুমোট বুক ফেটে যেতে চায়। অবিরাম জলধারায় তাঁর বুক ভেসে গিয়েছিল। মুখের রব বুঝি তিনি চিরদিনের মত হারিয়ে ফেলেছেন। কাঁদছ ভোলানাথ বাবু, কত জীবন ধরে তুমি কাঁদতে সুরু করেছ তা' আজও যত পার কাঁদ। এ কান্নার তোমার এখানে নিবৃত্তি নেই। চোখের জলে পাপের মলা ধুয়ে যাক। তোমায় আজীবন কাঁদতে হবে। যে ভুল তুমি আজ করেছ সে সাধনহীন সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি আজীবন তুষানল। জানিনে জীবন-পারেও সে তোমার অনুসরণ করবে কি না?

আর বিমলা বাবু। যে ভুলটা তোমার হাতের উপর দিয়ে ঘটে গেল—তুমি তার শ্মশানে স্মৃতি সৌধ গড়—তার উপর সহস্র সহস্র কবিতা লিখে দেও—তবু তোমার এ ভুলের প্রতীকার হবেনা।

তোমার—

> 'ক্ষণেক দাঁড়াও পান্থ, নত কর শির।
> নীরবে সহিয়া হেথা নিদারুণ জ্বালা
> গোপনে মরম তলে শুয়েছে যে বালা
> বহি বক্ষে ব্যথা অভিশপ্ত ধরিত্রীর।'

যতই করুণ হোক্ যতই অমৃত মধুর হোক্—লোকের বুকের উপর আধিপত্য বিস্তার করুক—তোমার কলঙ্ক রেখা মুছে দিতে পারবে না। সবাই বলবে—এ তোমার মহা ভুল।

সমাপ্ত।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

১। **ঘরে-পরে**—মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র। প্রবীণ সাহিত্যিক প্রবর স্বর্গগত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—মহাশয়ের অভিমত—

"* * * আপনি একটি মহান আদর্শকে মহিমান্বিত করিয়া ধরিয়াছেন। * * * কিন্তু এ সাধু পরামর্শ দেশের লোক গ্রহণ করিবে কি? * * * আমি সকলকে পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করি।"

২। **ব্যথার সুখ**—মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। কি করিয়া দুঃখের ভিতর হইতে সুখের তার পাওয়া যায়—এবং বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় ও প্রবীণ সম্প্রদায়ে যে দ্বন্দ্ব - তাহা এই পুস্তকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। পড়িলেই আত্মহারা হইতে হয়।

প্রত্যেক পুস্তকেরই তক্‌তবে ছাপা ও ঝক্‌ঝকে বাঁধাই

প্রাপ্তিস্থান—স্বস্ত্যয়ন পাব্‌লিশিং হাউস্।

মহেশপুর পোঃ (যশোহর) এবং

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

বরেন্দ্র লাইব্রেরী—২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্

রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয় প্রভৃতি কলিকাতার অন্যান্য পুস্তকালয়।